বিষয়ভিত্তিক শ্রেষ্ঠ বয়ানসংকলন

নিদায়ে মিম্বার

(প্রথম খণ্ড)

মূল

মাওলানা মুহাম্মাদ আসলাম শেখোপুরী রহ.

অনুবাদ

আবু শিফা মুহাম্মদ আবদুল কুদ্দুস

শিক্ষক, জামেয়া ইসলামিয়া মুসলিমবাগ, ঢাকা

ইত্তিহাদ

পা ব লি কে শ ন

ইত্তিহাদ পাবলিকেশন

কওমি মার্কেট, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

০১৯৭৯-৭৬৪৯২৬, ০১৮৪৩-৯৮৪৯৮৪

Email : ettihadpub@gmail.com

facebook.com/Ettihadpublication

বই	নিদায়ে মিম্বার (প্রথম খণ্ড)
মূল	মাওলানা মুহাম্মাদ আসলাম শেখোপুরী রহ.
অনুবাদ	আবু শিফা মুহাম্মদ আবদুল কুদ্দুস
বানানসংশোধন	আহসান ইলিয়াস
প্রকাশকাল	জুন ২০২০
দ্বিতীয় মুদ্রণ	সেপ্টেম্বর ২০২২
প্রকাশক	মাওলানা মুহাম্মাদ ইসহাক
প্রচ্ছদ	শাহ ইফতেখার তারিক
অনলাইন পরিবেশক	রকমারি. কম, ওয়াফিলাইফ
সর্বস্বত্ব	ইত্তিহাদ পাবলিকেশন
মূল্য	৬০০ (ছয়শত)

ISBN : 978-984-96895-6-0

ইহদা

একজন মা। মামুলি মা। সহজ-সরল মা। গাঁও-গ্রামের মা। পর্দানশীন ও মুত্তাকি মা। একজন লাজুক, বিনয়ী ও চরিত্রবান মা। সংবেদনশীল, আত্মত্যাগী মা। ত্যাগের মূর্তপ্রতীক, ইবাদতগুজার মা। মহান আল্লাহ এই মহীয়সীকে প্রথম দুটি সন্তান দান করলেন। আবার নিয়ে নিলেন। তিনি শক্তিমান আল্লাহ। তিনি সম্পূর্ণ স্বাধীন। পরে আল্লাহ তৃতীয় সন্তান দিলেন। আনন্দ যেন আর ধরে না মায়ের। কারণ, মা যে আবার মা হলেন! তার রাত যেন আলোড়িত। দিন আনন্দমুখর। শিশুটির বয়স যখন আড়াই বছর, তার পা-দুটো অবশ হয়ে গেল। সে হাঁটতে-চলতে অক্ষম। মায়ের উপর চিন্তার পাহাড় ভেঙে পড়লো। তবে সবর করলেন তিনি। মহান রবের সকাশে মাতৃত্বের চাদর প্রসারিত করলেন। বললে, আয় মেরে আল্লাহ, তোমার সন্তুষ্টির উপর আমি রাজি। তবে কলিজার টুকরাকে কারো মুহতাজ করবেন না। সম্মান দিবেন তাকে। অপমান থেকে রক্ষা করবেন। রাতের সুনসান নীরবতা, রাতের শেষপ্রহর সুবহে সাদিকে সন্তান বহুবার জননীকে দেখেছে রাজাধিরাজের বরাবর হাত তুলে কান্নাকাটি করতে। সেই মহীয়সীর দোয়ায় রঙ লেগেছে। মূর্খতা ও অধর্মের বিজন প্রান্তরে জন্ম-নেওয়া এই সন্তান সব অসাধ্য ও বিপত্তি সত্ত্বেও জ্ঞানের অথৈ দরিয়া থেকে কয়েক ঢোক মিঠা পানি পান করলো। সফলতার মুখ দেখলো।

আজ সেই সন্তানের হাতে কলম। আর সেই কলিজার টুকরো সন্তান শত বিনম্র শ্রদ্ধায় মাতৃত্বের প্রতি আরজ করছে,

اگر سیاہ دلم داغ لالہ زار توام * و گر کشادہ جبینم، گل بہار توام

যদি হয়ে থাকি কৃষ্ণ-হৃদয় সদৃশ, তবু তোমার বাগিচার জোড়া পুষ্প,

আর যদি হই দরাজ-কপাল ভাগ্যবান, তবু তোমারই বসন্তের ফুল-শপ।

আগের কথা

কয়েক বছর হয় লেখক মসজিদুল খাদিজায় খতিবের দায়িত্ব পালন করে আসছে। প্রথম থেকেই আমার আদত ছিল জুমআ-পূর্বক বয়ানের জন্য প্রচুর পড়াশোনা করে নেওয়া। তাই পড়াশোনা করতাম আর পাঠের সংক্ষিপ্ত বক্তব্য ডায়েরিতে তুলে রাখতাম। পত্রিকা, ম্যাগাজিন, দরসি, গায়রে দরসি কিতাবাদি পড়ার সময় বিষয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত তথ্য বা ঘটনা নজরে পড়লে টীকা করে রাখতাম। এভাবে বিভিন্ন বিষয়ে মোটামুটি বড়ো একটি সংগ্রহ তৈরি হয়ে গেলো। এই কাজটি করতে গিয়ে আমি এমন কিছু গ্রন্থ থেকেও তথ্য, ঘটনা ও সূক্ষ্ম বিষয় সংগ্রহ করেছি, যাকে রক্ষণশীল ভাষায় বলা হয়- 'বাজারি বই'। এজন্যই এই গ্রন্থটি পড়ার সময় দু-চার জায়গায় গাঁও-গ্রামের সাধারণ মানুষদের কিসসা-কাহিনিও আপনার নজরে পড়বে। এবং আমি এর জন্য একপ্রকার বাধ্য ছিলামও বটে। কেননা, আমজনতার মজলিশে যদি উচ্চতর ইলমি আলোচনা করা হয়, সাধারণ মানুষের পাল্লায় কিছুই পড়বে না। স্বয়ং রাসুল রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশও এমন যে, 'তোমরা মানুষের সঙ্গে তাদের আকল-বুদ্ধি হিসাব করে কথা বলো।'

জামিয়ার প্রিন্সিপালসহ কিছু বন্ধুবান্ধব এই ডায়েরি পাঠ করে বয়ানগুলো গ্রন্থবদ্ধ করতে একপ্রকার পীড়াপীড়ি আরম্ভ করলেন। কিছুদিন আমি গড়িমসি করে কাটিয়ে দিলাম। শেষমেশ আমাকে নতি স্বীকার করতে হলো। এবং কাজটি আল্লাহর নামে আরম্ভ করে দিলাম।

যদি প্রথম খণ্ড পাঠকদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারে এবং আল্লাহর ইচ্ছা সঙ্গ দেয়, তা হলে আকায়েদ, ইবাদত, মানাকিব, রাজনীতি, মুয়াশারাত, দাওয়াত, তাবলিগসহ নতুন-পুরান বিভিন্ন ফেতনার আলোচনা নিয়ে আরো কয়েক খণ্ড নিয়ে আসবো, ইনশাআল্লাহ।

এই পাণ্ডুলিপি সাজানোর জন্য আসল নির্ভরতার জায়গা ছিলো এই ডায়েরি। তবে গ্রন্থটি বিস্তারিত লেখার সময় সেসব কিতাব অধ্যয়ন করা

হয়েছে, যা আমার ব্যক্তিগত সংগ্রহে ছিলো এবং যেখানে আলোচ্য বিষয়ের উপকরণ পাওয়া যেত। আকাবিরে দেওবন্দের মণিমুক্তাসদৃশ খুতবা, মাওয়ায়েজ, মাজালিস ও জীবনীগ্রন্থ থেকে প্রচুর উপকৃত হয়েছি। বিশেষ করে হাকিমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলি থানবি রহ. এর মাওয়ায়েজ, হাকিমুল ইসলাম হজরত কারি তাইয়েব রহ. এর খুতবা থেকে পদে পদে উপকৃত হয়েছি। আমি নিজেকে মহান আকাবির আলেমদের ইলমি মিরাসের আদনা ওয়ারিশ মনে করি। এবং বলতে চাই আমি এই ওয়ারিশ হওয়ার ফায়দা ষোলকলায় পূর্ণ করেছি। এই স্বীকারোক্তি হয়তো অন্যরা দিতে শরমিন্দা হয়। তবে আমি বড় গলায় আল্লাহর শোকর আদায় করছি! এই বিশাল সংগ্রহে কোনো বয়ান আকাবির আলেমদের ইলমি মুক্তমালায় সজ্জিত তত্ত্ব; ঘটনা, কাহিনি থেকে বাদ যায়নি। আমি কী, আর আমার বক্তৃতাই-বা কী হবে! কী পানি আর কী পানির স্যুপ। সত্যি কথা হলো, যদি এই বরকতপূর্ণ ওরাসাত না থাকতো, আমার কোনো বক্তব্যই পূর্ণতা পেতো না। এই মর্মে আমি সমমনা সকল বন্ধুর নিকট আরজ করছি- যদি সফল মুদাররিস, খতিব, এমনকি সাচ্চা মুসলমানও হতে চান, তা হলে দলিল-প্রমাণবিহীন গ্রন্থাদির কিসসা-কাহিনি অনুসন্ধান করার বদলে আকাবির-সালাফদের খুতবা, মাওয়ায়েজ ও জ্ঞানগর্ভ কথাবার্তা অধ্যয়ন করুন। ইনশাআল্লাহ হতাশ হবেন না।

গোমরাহ ও ইসলামের শত্রুপক্ষের বুদ্ধিজীবীরা দিনবদলের স্লোগান সামনে রেখে বক্তব্যের নতুন নতুন কৌশল আবিষ্কার করছে। তারা আকলি ও নকলি দলিলভিত্তিক এমনভাবে কথা বলছে, সাধারণ মানুষ প্রভাবিত না-হয়ে পারছে না। তাদের বাচনভঙ্গির মধ্যে জোশ থেকে হুঁশ অধিক থাকে। তাদের শব্দচয়নও ওজনদার হয়। ভাষাতেও আছে নতুনত্ব। তারা প্রচুর কুরআনের আয়াত পাঠ করে। কিন্তু আমাদের ঘরানার বক্তাদের বাচনভঙ্গি তেমনি আছে, যা কিছুকাল আগে অবিভক্ত ভারতে ব্যবহৃত হতো; বহুল প্রচলিত কিছু মুখস্থ ঘটনা, কিছু নির্বাচিত হাসি-কৌতুক, ভিন্নমতের উপর রসকষহীন দোষারোপ, কতিপয় গালিগালাজ। বিষয়বস্তুর মধ্যে না শক্তি আছে, না আছে ছন্দ। বক্তব্যে না মিল আছে, না আছে পূর্বাপর সম্পর্ক। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হলো- এসব বক্তার বয়ান শুনে শুনে আমজনতার স্বভাব বিগড়ে গেছে। তারাও এই নিয়মে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। সাধারণ সোসাইটিতে এমন বক্তাদের নির্বাচন করা হয়, যাদের সুরতাল আকর্ষণীয়,

যারা হাস্যরসের সৃষ্টি করতে পারে, কাঁদা ছোড়াছুড়িতে পারদর্শী, বিরুদ্ধবাদীদের যারা কুফরির নিচে কোনো ফতোয়া দেয় না, যারা মাত্রাতিরিক্ত অভিনয় করে বেড়ায়। তার ফল হলো শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান লোকেরা এসব বক্তা থেকে যোজন যোজন দূরে থাকে। এবং জ্ঞানপাপীদের নিকট ধাবিত হয়, যারা হেদায়েতের পরিবর্তে তাদের ভ্রষ্টাচারের সবক দেয়। এহেন মুহূর্তে আমাদের উচিত হাসির কথা বলা, অস্থির করা, উত্তেজিত করা ও ভীতিসন্ত্রস্ত করার বদলে তাদের মনস্তাত্ত্বিক চিন্তা পরিবর্তন করা। এমন দলিল-প্রমাণ ও যুক্তিভিত্তিক আলোচনা করা, যেখানে বিশেষ-সাধারণ সবাই প্রভাবিত হয়। উচ্চারণ এতটা ধারালো হয়, যেন অন্তর ও দেমাগের কায়া পালটে যায়। আন্দাজ এতটা ভারসাম্যপূর্ণ হয়, যেন অহেতুক কারো অন্তর ব্যথিত হয় না। মিথ্যা-কল্পকাহিনির বদলে শ্রোতাদের আয়াত-হাদিস শোনানো আবশ্যক। বক্তব্য সহজ ও সর্বজনীন করার জন্য ইসরাইলি বর্ণনার পরিবর্তে ইসলামি ইতিহাসের নির্ভরযোগ্য ঘটনা পেশ করা যেতে পারে। কোনো ফেরকার নেতার নাম নিয়ে তার উপর তর্জন-গর্জন করার বদলে উসুলভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ কথা বলতে হবে, যেন ওই নেতার গোমরাহিও পরিষ্কার চলে আসে। এই সংকলন প্রস্তত করার সময় যথাসম্ভব এই তরিকা অবলম্বন করার চেষ্টা করা হয়েছে।

এই বইয়ের প্রতিটি খুতবার শুরুতে প্রচুর আয়াত ও হাদিস আনা হয়েছে। তবে এই বর্ণনার উদ্দেশ্য কেবল এই নয় যে, এই আয়াত-হাদিস খুতবা, বক্তৃতায় তেলাওয়াত করতে হবে। বরং এগুলো ব্যাপকভাবে আনার মাকসাদ হলো- বিষয়সংশ্লিষ্ট উপকরণ জমা করা এবং বক্তব্যের আসল বুনিয়াদ ও উৎসের দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করা। কেননা, অন্যথায় এসব আয়াত-হাদিস তেলাওয়াত করা হলে শ্রোতারা বিরক্ত হয়ে যাবে।

এ বিষয়টি এজন্য পরিষ্কার করা আবশ্যক মনে করছি যে কিছু কিছু বন্ধু যখন ‘নিদায়ে মিম্বার ওয়া মিহরাব’ পাঠ করে অভিযোগের ছলে সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলেন- জনাব, এত দীর্ঘ খুতবা কে পাঠ করবে?

কিছু কিছু খুতবায় আবার দেখবেন মাঝেমধ্যে এমন কথাবার্তা এসে গেছে, যা আপনার বিচারে বিষয়ের সঙ্গে সেই অর্থে কোনো সম্পর্ক বা সামঞ্জস্য নেই। তবে সামগ্রিক অর্থে যেহেতু ওসব বক্তব্য বিষয়-সংশ্লিষ্ট, ফলে আমি তা বর্ণনা করেছি।

প্রকৃতপক্ষে আমার যে উদ্দেশ্য, তা হলো- বিভিন্ন বিষয়ের উপর কিতাব, সুন্নত, ইতিহাস, জীবনী ও তাফসিরের সাহায্য নিয়ে দলিল, তথ্য ও উপকরণ একত্র করা। কেননা, প্রথম তো প্রোগ্রাম ছিলো এগুলোকে খুতবা বা বক্তৃতায় রূপই দেওয়া হবে না। বরং কেবল বিষয়-সংশ্লিষ্ট আয়াত-হাদিস ঘটনা, কাহিনি, ইরশাদ, সূক্ষ্ম বিষয়আশয় যেভাবেই হোক সমন্বয় করা হবে। এরপর একে কোন তরিকায় উপস্থাপন করতে হবে, কীভাবে করবে, শুরু কীভাবে হবে, শেষ হবে কী দিয়ে এ সবকিছু প্রত্যেক বক্তা ও খতিবের নিজ নিজ পছন্দের উপর ছেড়ে দেওয়া হবে। কিন্তু পরে এই প্রোগ্রামকে একটু পালটে বিষয়গুলো বক্তৃতাকারে ঢেলে সাজানোর ইচ্ছা করি। তবে এখনো তাই বলছি- এই গ্রন্থ থেকে কেবল উপকরণ ও কিছু কিছু সূক্ষ্ম বিষয় গ্রহণ করবেন এবং নিজের মতো করে উপস্থাপন করবেন।

এটাও জানা কথা যে যেই মিসকিন বক্তা আগাগোড়া শব্দে শব্দে মুখস্থ করে উপস্থাপন করে, তার মধ্যে কখনোই বক্তৃতা করার যোগ্যতা তৈরি হবে না।

নবীন বক্তাদের প্রতি অধমের পরামর্শ- তারা যেকোনো বক্তব্যের সারকথা, বিশেষ বিশেষ পয়েন্ট ছোট কাগজে লিখে রাখবে। পরে একা একা মনে মনে তারতিব দিবে। এবং নিজের মতো করে উপস্থাপন করার চেষ্টা করবে। মিম্বার বা চেয়ারে আসন গ্রহণ করার পূর্বেও এক নজর দেখে নিবে সেই চিরকুটটি। আমি আশাকরি এভাবে চেষ্টা করার ফলে সেই বক্তব্য পেশ করতে কেবল সহজই হবে না, বরং তার খতিব হওয়ার যোগ্যতাও তৈরি হয়ে যাবে।

বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটিতে কতিপয় বক্তব্য অনেক দীর্ঘ। সাধারণ পাঠকদের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে এত দীর্ঘ বক্তব্য কে দিবে? আর কেই-বা শুনবে? তাদের জন্য আমার প্রথম আরজ হলো মাকসাদ যেহেতু সব বিষয় সংশ্লিষ্ট উপকরণ একত্র করা, তাই অধিক তথ্য-উপাত্ত, দলিল-প্রমাণ দেখলে পাঠক ফায়দার প্রতি লক্ষ্য করে দীর্ঘতা যেন মেনে নেয়। আর দ্বিতীয় আরজ- আমার ব্যক্তিগত নিয়ম ছিলো, যখন কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আরম্ভ করতাম, তার সব বিষয় নিয়ে কথা বলতাম। যদিও তা পূর্ণ করতে কয়েক কিস্তি লেগে যেত। যেমন, এই গ্রন্থে একটি বয়ান আছে ‘ইসলামে

নারীর মর্যাদা’ শিরোনামে। আমার মনে আছে, আমি বয়ানটি পাঁচ জুমআয় পূর্ণ করেছি। তারপরেও মনে আকাঙ্ক্ষা রয়ে গেছে। আর অভিজ্ঞতা এমনি যে, অসম্পূর্ণ বয়ান আমজনতার কেবল সাময়িক মজা অনুভব হয়। তবে চিন্তা পরিবর্তন করা, ইসলাম বোঝা ও বোঝানোর জন্য এ ধরনের বিশদ ও বিস্তারিত বক্তৃতা অধিক উপকারী। খুতবা ও বয়ানের যেসব সংকলন প্রকাশিত হয়েছে, তা সাধারণত চার ধরনের।

এক. যেসব খুতবার আন্দাজ ইলমি, জ্ঞানগর্ভ, চিন্তাপ্রসূত। এগুলো কেবল অধ্যয়নের জন্য। ওয়াজের উপকরণ এখান থেকে খুব সামান্যই হাসিল হবে।

দুই. এমন খুতবা, যার আন্দাজ নিতান্তই বাজারি, মজলিশি। এটা দুর্বল, জাল, রসাত্মক ঘটনা, মনগড়া কিসসা-কাহিনিনির্ভর। এসব ওয়াজ-নসিহত ফায়দার স্থলে ক্ষতি হয় বেশি।

তিন. সেসব খুতবা, যার মধ্যে বুজুর্গ, সাহেবে মুসনাদ, সাহেবে ইরশাদের নসিহত একত্র করা হয়। সেখানে অনেক তথ্য-উপাত্ত, দলিল-প্রমাণ থাকে। কিন্তু ওয়াজ-নসিহত মূলত একজন বুজুর্গ ও আরেফ বিল্লাহর জবান থেকেই শুনতে ভালো লাগে।

চার. এমন খুতবা, যাতে এ যুগের খ্যাতনামা বাজারি খতিব, ওয়ায়েজদের লেকচারকে জমা করা হয়েছে। এ ধরনের বিষয়ের বিশাল সংগ্রহ তো এমনিতেই নিজেদের কাছে বিদ্যমান। তবে এসব বক্তৃতা যেহেতু জনসাধারণ বিভিন্ন মজলিশ বা মাহফিলে বার বার শুনে থাকে, ফলে একজন সাধারণ খতিব সেসব বক্তব্যকে নিজের খুতবায় পুনরাবৃত্তি করাকে সমীচীন মনে করেন না। কেননা এতে করে নকলবাজের তকমা দেওয়া হতে পারে। তা ছাড়া এসব বক্তৃতা হয় এক বিশেষ আঙ্গিকে, যা মূলত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মুখেই মানায়, অন্যদের মুখে তা সেইভাবে শোভা পাবে না।

তবে আপনি এই সংকলনটি আলোচিত চার প্রকার থেকে স্বতন্ত্র রূপে পাবেন। আর আমি যেহেতু খ্যাতনামা কোনো খতিব নই, ফলে যারা এদ্‌দ্বারা উপকৃত হবেন, নকলবাজির তকমা অন্তত পেতে হবে না তাদের।

বিভিন্ন কারণে কিতাবটি এত দ্রুত মলাটবদ্ধ করা হয়েছে যে, মৌলিক প্রধান উৎস (কুরআন-হাদিস) উল্লেখ করা যায়নি। বেশিরভাগ মাধ্যমিক উৎস (ইজমা-কিয়াস) ও পূর্ব-লিপিবদ্ধ নোটের উপর আস্থা রাখা হয়েছে। আমার চেষ্টা থাকবে অন্যান্য খণ্ডে যেন এর পুনরাবৃত্তি না ঘটে। এবং সব খুতবা যেন দলিল-প্রমাণ দ্বারা শক্তিশালী হয়। এ ছাড়াও এই গ্রন্থে অনেক ভুলভ্রান্তি থাকতে পারে। সব-জানার অহংকারী দাবিদার আমি নই, বরং মূর্খতার স্বীকারকারী আমি সব সময় করি। নবীন, অনভিজ্ঞ আমি, তাই নিজের ইসলাহ ও সংশোধন কামনা করি।

আহলে ইলম ভাইদের কাছে আমার করজোর অনুরোধ, এসব ভুল আপনার দৃষ্টিগোচর হলে অবশ্যই অবগত করবেন এবং দোয়া করবেন যেন আমার এই কাজটি উত্তম পন্থায় উপহার দিতে পারি।

গ্রন্থটি লিখতে গিয়ে যাদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ-

সে সকল আকবির আলেম, যাদের রচনা থেকে বেহিসাব উপকৃত হয়েছি।

সে সকল খতিব, যাদের বক্তৃতা শোনার ফলে কাজটি সহজ হয়েছে।

সে সকল উসতাদ, যাদের মজলিশ ও অনুগ্রহ আমার ছন্দহীন যোগ্যতায় ছন্দ এনে দিয়েছে।

সে সকল বন্ধুবান্ধব, যাদের আন্তরিক পরামর্শ প্রতিটি পদক্ষেপে পথের দিশা হয়ে রয়েছে।

প্রিয় নাঈম, যিনি এই বিক্ষিপ্ত খুতবা মলাটবদ্ধ করার জন্য পীড়াপীড়ি করেছিলেন।

বিশেষ করে মাওলানা মুহাম্মদ ইয়ার, যিনি অনেক শ্রম দিয়ে কালো হরফের পাণ্ডুলিপিতে শুভ্রতা এনে দিয়েছেন। বিভিন্ন কিতাবের তথ্য-উপাত্ত চয়ন, আয়াত, হাদিস জোগাড় করে দিয়েছেন। তিনি আদ্যোপান্ত আমার সঙ্গ দিয়েছেন।

দোয়ার মুহতাজ
মুহাম্মদ আসলাম শেখপুরী
১৬ জিলহজ ১৪০৯

মাওলানা মুহাম্মদ আসলাম শেখপুরীর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

জন্ম ও পরিচয়
মাওলানা মুহাম্মদ আসলাম শেখপুরী রহ. ১৯৫৯ খ্রিষ্টাব্দে পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশের অন্তর্গত শেখপুর জেলার এক জমিদার ও সাধারণ মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার সম্মানিত পিতার নাম মুহাম্মদ হুসাইন।

পক্ষাঘাতের শিকার
মাওলানা আসলাম শেখপুরী রহ. যখন মাত্র তিন বছরের শিশু, তখন পক্ষাঘাতের শিকার হন। সে আঘাতে সারা জীবনের জন্য তিনি প্রতিবন্ধী হয়ে যান এবং হুইলচেয়ারের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েন।

পড়াশোনার আগ্রহ ও প্রাথমিক শিক্ষা
শিশুকাল থেকেই তার মধ্যে পড়াশোনার অদম্য স্পৃহা লক্ষ করা গেছে। প্রতি মুহূর্ত তিনি পড়ার জন্য অস্থির থাকতেন। তিনি তার অচল পদযুগল নিয়েই কয়েক কিলোমিটার দূরের স্কুলে চলে যেতেন। পাশাপাশি পাড়ার মসজিদেও নুরানী কায়দা পড়তে শুরু করেন।

তীক্ষ্ণ মেধা ও ১১ মাসে কুরআন হিফজ
মাওলানা শেখপুরীর বয়স যখন ৯ বছর এবং যখন তিনি চতুর্থ শ্রেণিতে পড়েন, তখন গ্রামের ইমাম সাহেব তার বাবাকে পরামর্শ দেন তাকে হিফজ পড়ানোর জন্য। বাবাও সম্মত হন। আল্লাহ তায়ালা তাকে তুখোর মেধা ও অসাধারণ স্মৃতিশক্তি দান করেছিলেন। তিনি একবার যা পাঠ করতেন, তা তার স্মৃতির অংশ হয়ে যেত। ফলে মাত্র ১১ মাসে তিনি পূর্ণ কুরআনুল কারিম মুখস্থ করে গ্রামবাসী ও আত্মীয়স্বজনকে অবাক করে দিয়েছিলেন।

নিঃসঙ্গ প্রতিবন্ধী বালক
তিনি তার প্রতিবন্ধিত্বের কারণে সবার থেকে আলাদা থাকতেন। সহপাঠীদের অধিকাংশই তাকে এড়িয়ে চলত। কিন্তু তিনি কারো কাছে অভিযোগ করতেন না। প্রতিবন্ধিত্বের অনুভূতি তার মধ্যে ছিল। কিন্তু এই অনুভূতিকে তিনি তার উন্নতির পথে বাধা হতে দেননি।

উচ্চশিক্ষা
নিজ গ্রামেই দরসে নেজামির প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করার পর তিনি মাওলানা সারফারাজ খান সফদার রহ. এর বিশাল মাদরাসা ‘জামিয়া নুসরাতুল উলুমে’ ভর্তি হন। সেখান থেকে আরো উচ্চ পড়াশোনার জন্য তিনি তার চাচা আসলাম সাহেবের সাথে ‘জামিয়াতুল উলুমিল ইসলামিয়া করাচি’তে ভর্তি হন। সেখানে তিনি মাওলানা ইউসুফ বানুরি, মাওলানা ওলি হাসান টুংকি, মুফতি আহমাদুর রহমান এবং মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ লুধিয়ানবি রহ. প্রমুখ বড় বড় আলেমের সান্নিধ্য লাভ করেন।

পড়াশোনার তীব্র আকাঙ্ক্ষা
মাওলানার মধ্যে পড়াশোনার প্রচণ্ড আগ্রহ ছিল। বানুরি টাউনের মাকতাবায় একাধারে কয়েক ঘণ্টা কাটিয়ে দিতেন। ছাত্রকাল থেকেই তার মধ্যে লেখালেখির প্রতিভাও গড়ে উঠেছিল। তাই তখন থেকেই তিনি কয়েকটি পত্রিকায় লেখা পাঠাতে শুরু করেন। শিশুতোষ পুস্তকেও তার লেখা ছাপা হতে থাকে।

নিজ গ্রামে নিগ্রহের শিকার
পড়াশোনা শেষ করার পর করাচির বড় বড় মাদরাসা থেকে তাকে শিক্ষকতার প্রস্তাব দেওয়া হয়। কিন্তু তিনি গ্রামের টানে গ্রামে চলে যান। কারণ শহর থেকে অনেক দূরে অবস্থিত তার গ্রামের মানুষকে দীনের পথ দেখানোর মতো কেউ ছিল না। তাই তিনি বুক ভরা আশা নিয়ে গ্রামের মানুষের দীনি খেদমতের ইচ্ছায় গ্রামে আসেন। নিজের গ্রাম থেকেই শুরু করেন কর্মজীবন। কিন্তু আপন-পর সবাই তার সঙ্গে অত্যন্ত নিষ্ঠুর আচরণ করে এবং নির্মমভাবে তাকে গ্রাম থেকে বের করে দেয়। তিনি ক্ষতবিক্ষত হৃদয় ও অশ্রুসিক্ত নয়নে গ্রাম ছেড়ে চলে আসেন। তবে মাত্র দশ-পনের বছর পরই সেইসব লোক তার সম্মুখে নতজানু হয়ে বসে তার কথা শুনতে

আগ্রহী হয়ে উঠেছিল, যারা একদিন তাকে তার গ্রাম থেকে বের করে দিয়েছিল।

অধ্যাপনা

গ্রাম থেকে তিনি করাচি আসেন এবং 'জামিয়া বানুরিয়া আলআলামিয়্যাহ'য় দীনি ইলম শিক্ষাদানের মহান কাজে ব্রতী হন। পাশাপাশি 'খাদিজা জামে মসজিদে' খতিব পদে নিয়োগ লাভ করেন। তিনি অত্যন্ত চমৎকার আলোচনা করতে পারতেন। অল্পসময়ের মধ্যে মানুষের মধ্যে তার আলোচনার ব্যাপক সাড়া পড়ে যায়।

জামিয়া বানুরিয়ার পর তিনি 'জামিয়াতুর রশীদ আহসানাবাদে' তাফসির ও হাদিসের উসতাদ হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। দীর্ঘ সাত বছর পর্যন্ত তিনি এখানে দীনি খেদমত আনজাম দিয়েছেন।

দরসে কুরআনের সূচনা

আল্লাহ তায়ালা মাওলানাকে অধিক অধ্যয়নের রুচি দান করেছিলেন। সাথে সাথে পাঠদানের যোগ্যতা এবং মানুষকে সহজে বুঝানোর এক আশ্চর্য ক্ষমতা তাকে দান করেছিলেন। তাই ২০০৩ সাল থেকে তিনি কুরআনের দরস দিতে শুরু করেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যে আল্লাহ তায়ালা তার কুরআনের দরসকে এত অধিক গ্রহণযোগ্যতা দান করেন যে, পৃথিবীব্যাপী অসংখ্য মানুষ ইন্টারনেটে তার দরস শোনার অপেক্ষায় থাকত। তিনি সেই আলোচনা বিশ পারা পর্যন্ত সম্পন্ন করে যেতে পেরেছিলেন।

বিভিন্ন বিষয়ে প্রদত্ত তার কুরআন ও হাদিসের দরসের সংখ্যা ২০০০ চেয়েও অধিক।

মাওলানার সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য ছিল, তিনি তাফসির ও দরসের মাধ্যমে কুরআনের খেদমতকে জীবনের মিশন হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। বরং এভাবে বললেও অত্যুক্তি হবে না যে কুরআনের জন্য তিনি নিজের জীবন ওয়াক্‌ফ করে দিয়েছিলেন। জীবনের শেষদিকে এ মহান কাজে এত বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন যে, জামিয়াতুর রশীদ থেকে নিজেকে পৃথক করে তারই সন্নিকটে অবস্থিত 'তাওয়্যাবিন জামে মসজিদ'কে এ কাজের কেন্দ্র বানিয়ে নিয়েছিলেন। সেখানে তিনি নিয়মিত কুরআনের মজলিশ করতেন। এ ছাড়া সারা দেশে এ উদ্দেশ্যে সফর করতেন। এমনকি কুরআনের

শিরোনামে তিনি বহির্বিশ্বেও সফর করেছেন। কুরআনের দরসের জন্য যেকারো পক্ষ থেকে এবং যেকোনো স্থানে তাকে দাওয়াত দেওয়া হতো, তিনি নিঃসঙ্কোচে উপস্থিত হতেন। মসজিদে তাওয়্যাবিনে মাদরাসার ছাত্রদের জন্যও পৃথক একটি দরস শুরু করেছিলেন। জামিয়াতুর রশিদের তাখাসসুস বিভাগের অধীনে বিভিন্ন কোর্স চালু করা হতো। প্রায় প্রতিটি কোর্সের শুরুতে তাকে দাওয়াত দেওয়া হতো এবং তিনিও হাসিমুখে উপস্থিত হতেন।

লেখালেখি

মাওলানার লেখালেখি সম্পর্কে যথার্থই বলা যায় যে, তিনি ছিলেন উরদু ভাষার একজন রুচিসম্পন্ন ও গতিশীল সাহিত্যিক। তার লেখায় অন্যরকম এক প্রভাব ও আকর্ষণ ছিল। তিনি ছিলেন সর্বজনমান্য কলাম লেখক। প্রায় দশ বছর পর্যন্ত তিনি দেশীয় একটি সাপ্তাহিক পত্রিকায় 'পুকার' তথা 'সত্যের ডাক' শিরোনামে কলাম লিখেছেন। যেটি পাঠকমহলে বেশ সমাদৃত হয়েছে।

ওয়েবসাইট পরিচালনা

কুরআনের দরসকে দুনিয়াব্যাপী ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য তিনি দরসেকুরআনডটকম নামে একটি ওয়েবসাইট চালু করেছিলেন। পৃথিবীর যে ক'টি ওয়েবসাইট সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় ও সর্বাধিক পাঠকসংবলিত, দরসেকুরআনডটকম তার একটি। প্রায় লক্ষ্য মানুষ এর পাঠক। এখানে মাওলানা শেখপুরীর বিষয়ভিত্তিক লেখা ছাড়াও দেশের শীর্ষস্থানীয় আলেমদের বয়ান প্রচার করা হয়।

রচনাবলি

শুরু থেকেই মাওলানার মধ্যে লেখালেখি ও কুরআন তাফসিরের প্রতি আন্তরিক ঘনিষ্ঠতা ছিল। তাই এই অঙ্গনে তিনি অনন্য কর্ম উপহার দিয়ে গেছেন।

তার রচনাবলির সংখ্যা দুই ডজনেরও বেশি। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি-

তাফসিরে তাসহিলুল বয়ান (অসমাপ্ত)

খাজিনাহ

উশ্‌শাকে কুরআন কে ঈমান আফরোজ ওয়াকেআত

তাফহিমাতে দরসে সহিহে মুসলিম

খোলাসাতুল কোরআন (নাশাত পাবলিকেশন থেকে এ নামেই বইটির অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে)।

গরিবে শহর কী ইলতেজা

আহসানুল কাসাস

এবং হেদায়ার একটি অপূর্ণাঙ্গ শরাহ

মাওলানর সবচেয়ে বড় আগ্রহ ছিল তাফসিরে তাসহিলুল বয়ান নিয়ে। কিন্তু তা তিনি পূর্ণ করে যেতে পারেননি। চারটি খণ্ড পূর্ণ হয়েছিল এবং পঞ্চম খণ্ডের কাজ প্রায় শেষপর্যায়ে ছিল।

চরিত্র মাধুর্য ও গুণ-গরিমা

মাওলানা শেখপুরী রহ. সব সময় মতবাদগত বিরোধ ও দলাদলি থেকে নিজেকে দূরে রাখতেন। সর্বদা শান্তিপূর্ণভাবে সংশোধনমূলক দীনি কাজ করতেন। মাওলানার ভক্তবৃন্দের কথা অনুযায়ী তিনি ছিলেন অত্যন্ত নিরীহপ্রকৃতির মানুষ। মনে হতো, দুনিয়ার কারো সাথেই তার কোনো রাগ-ক্ষোভ নেই। সর্বদা তার হৃদয় থাকত নির্মল। তার কথা ও লেখা দ্বারা কখনো কারো মনে আঘাত লাগেনি। ছাত্রদের তিনি সন্তানের মতো স্নেহ করতেন। দুষ্টপ্রকৃতির কেউ যদি কখনো অনর্থক প্রশ্ন করত, তা হলে খুব শক্তভাবে তার উত্তর দিতেন।

ভদ্রতা যেন তার স্বভাবের রন্ধ্রে রন্ধ্রে পুরে দেওয়া হয়েছিল। কোনো দিন তিনি কাউকে ব্যথা দেননি এবং কারো বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ নেননি। তিনি তো ছিলেন শান্তির বার্তাবাহক। দুষ্কৃতিকারীদের থেকে তিনি অনেক অনেক দূরে থাকতেন। শুধু কুরআনের কথা বলতেন। কখনো নিজের মতকে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতেন না। মাওলানার জনৈক ভক্ত মাওলানা সম্পর্কে তার অনুভূতি প্রকাশ করে লিখেছেন, তিনি ছিলেন ইলম ও আমলের আধার, বিনয় ও নম্রতার মূর্তপ্রতীক, কুরআনের

ছায়াতলে জীবনের সুখের সন্ধানদাতা এবং ঘরে ঘরে কুরআনের আলো প্রজ্বলনকারী।

শহীদী মৃত্যু ও অনন্য জানাজা

২০১২ সনের ১৩ মে পাকিস্তানের করাচি শহরে তাকে সরাসরি গুলি করে শহীদ করা হয়। সেদিন তিনি নিয়মিত 'দরসে কুরআন' অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে সকাল সাড়ে দশটায় ঘর থেকে বের হন। দুপুর ১ টার দিকে দরস শেষ করে বাসায় ফিরছিলেন। পথিমধ্যে ৮ অজ্ঞাতনামা আততায়ীর হামলায় তিনি এবং তার গাড়িতে অবস্থানরত সকলে নিহত হন।

মুফতি মুহাম্মদ তাকি উসমানি মাদ্দাযিল্লুহুর ব্যাপক জনপ্রিয় ওয়েবসাইট 'দীনেইসলামডটকম'-এর পেজে মাওলানা আসলাম শেখপুরী রহ. সম্পর্কে প্রকাশিত লেখায় মাওলানার উপর সশস্ত্র হামলার নেপথ্য পর্যালোচনা প্রসঙ্গে লেখা হয়েছে যে, 'চলৎশক্তি প্রতিবন্ধী মাওলানা আসলাম শেখপুরী মানুষকে কুরআনের প্রতি আহ্বান করতেন। তাকে এজন্যই শহীদ করা হয়েছে যে, কুরআনের প্রকৃত বার্তার সাথে তিনি মানুষকে পরিচিত করিয়ে দিতেন'।

পত্রপত্রিকার বর্ণনা অনুযায়ী তার জানাজা পড়িয়েছেন মুফতি তাকি উসমানি হাফিজাহুল্লাহ। সে জানাজায় কয়েক লক্ষ মানুষের সমাগম হয়েছিল। জানাজাপূর্ব সংক্ষিপ্ত ভাষণে তিনি বলেছিলেন, 'মাওলানা আসলাম শেখপুরীর জন্য এ বড় সৌভাগ্যের বিষয় যে সারা জীবন তিনি কুরআন ও হাদিসের কাজে ব্যস্ত ছিলেন। শেষমেশ কুরআনের দরস থেকে ফেরার পথেই শাহাদাতও লাভ করলেন'। মহান আল্লাহর দরবারে আমরা কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, আল্লাহ যেন তাকে জান্নাতুল ফেরদাউসে স্থান দান করেন। আমীন।

দুটি কথা

'নিদায়ে মিম্বার ওয়া মিহরাব'। দীর্ঘ আট খণ্ডের সমৃদ্ধ সংকলন। এই বিশাল ভাণ্ডারের উরদু-রূপকার পাকিস্তানের খ্যাতনামা আলিমেদীন শহিদ মাওলানা মুহাম্মদ আসলাম শেখপুরী রহ.। বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি তারই প্রথম ভলিয়ম। তাওহিদ, রিসালাত, উম্মাহর ঐক্য-সংহতি, গানবাজনার অসারতা, আমানত ও মৃত্যুর কথা স্মরণ-সহ নানান গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উঠে এসেছে এতে। প্রচুর আয়াত-হাদিস, দলিল-প্রমাণ, ক্ষেত্রবিশেষ প্রাচীন ও আধুনিক কবি-সাহিত্যিকদের কবিতা ও তথ্যভিত্তিক কিতাবটি নিশ্চয় পাঠকমহলে আস্থা ও বিশ্বাস অর্জন করবে। ইতিপূর্বে বাংলাভাষায় বয়ান-বক্তৃতার বহুগ্রন্থ রচিত হয়েছে। তবে সেগুলো হয়তো যথেষ্ট নয়। আর উরদু-ভাষায়ও অনেকগুলো খুতবা লিপিবদ্ধ হয়েছে। তবে কলেবর বিশাল হওয়ায় এতদিন কেউ সেগুলোর ভাষান্তর ছাপাবার সাহস করেনি। ইদানীং কিছু প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান সেগুলোর বাঙলা-রূপান্তর পাঠকের হাতে তুলে দেওয়ার হিম্মত করছেন। ফলে কিছু অনুবাদও বাজারে এসেছে আলহামদু লিল্লাহ, যা পাঠকের জ্ঞান কিছু হলেও সমৃদ্ধ করবে আশা করি। তবে দীর্ঘ আট ভলিয়মের 'নিদায়ে মিম্বার ওয়া মিহরাব'র পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ সেই লক্ষ্য পূরণে এক বিশাল মাইলফলক বলে আমি মনে করি। আর লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক, অনলবর্ষী বক্তা, প্রবীণ আলেম শেখপুরী শহিদ রহ. প্রতিটি বিষয়কে জুৎসই শব্দমালা দ্বারা আকর্ষণীয় আঙ্গিকে আধুনিক ও যুগোপযোগী করে উপস্থাপন করার কারণে গ্রন্থটির প্রতি রুচিশীল পাঠকমহলে বাড়তি আগ্রহ জাগবে নিশ্চয়। তার বক্তব্য, উপস্থাপনা ও দার্শনিক ব্যাখ্যা ও অবজার্ভ দেখলে মনে হয় তিনি নিকট অতীতের কারি তাইয়েব রহিমাহুল্লাহ। কেবল পাহাড়সম জ্ঞানের সাধক হলেই এমন বিশ্লেষণ করা সম্ভব! বিশেষ করে আল্লাহর অস্তিত্বের প্রমাণ-বিষয়ক দীর্ঘ আলোচনাটি বেশ চমৎকার। সেখানে বৈজ্ঞানিক থিওরি অনুসরণ করেই পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে। এ ছাড়াও সবক'টি বয়ানে প্রচুর আয়াত-হাদিসের পাশাপাশি রয়েছে আধুনিক যুক্তিনির্ভর তথ্য-উপাত্ত, যা এই যুগের পাঠকের জন্য খুবই প্রত্যাশিত। অনুবাদের সুবাদে আরেকটি

জিনিস গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে। তিনি যুক্তির কষ্টিপাথরে ইসলামের বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরার সঙ্গে সঙ্গে বিরুদ্ধবাদী জ্ঞানপাপীদের পক্ষ থেকে উত্থাপিত প্রশ্নবাণের দাঁতভাঙা জবাবও দিয়েছেন কড়া ভাষায়। এ সকল কারণে গ্রন্থটি বাংলাভাষায় রূপান্তর করা খুবই প্রয়োজন ছিলো। 'ইত্তিহাদ'র স্বত্বাধিকারী মুফতি মুহাম্মদ ইসহাক ভাইয়ের কল্যাণে সেই আশা আলোর মুখ দেখতে যাচ্ছে, আলহামদু লিল্লাহ। আর অনুবাদের কাজে যুক্ত হতে পেরে আমি খুবই আনন্দিত। তবে অনুবাদের ক্ষেত্রে আমার হাত একেবারেই কাঁচা। ফলে অনেকের সহযোগিতা নিতে হয়েছে। ফলে তাদের প্রতি রইল কৃতজ্ঞতা। আল্লাহ তায়ালা বন্ধুবর মুফতি জাফর আহমাদকে উত্তম প্রতিদান দিন। যিনি এই কাজে আমার নিত্যসঙ্গী ছিলেন। সবশেষে বলি পৃথিবীর অনেক রথী-মহারথীর কাজেও ভুলের কথা শুনেছি। চাদের গাঁয়েও নাকি কালিমা আছে। সেই তুলনায় আমি তো নিতান্তই ক্ষুদ্র কীট। তাই আমার অনুবাদেও ভুলত্রুটি ও অসঙ্গতি থেকে যাওয়াটা একদম স্বাভাবিক। ফলে মার্জনার হস্ত-দুটি বুলিয়ে দেওয়ার আকুতি থাকলো। আল্লাহ কুবল করুন। আমিন।

দোয়ার মুহতাজ
আবদুল কুদ্দুস

সূচিপত্র

আগের কথা ৬

মাওলানা মুহাম্মদ আসলাম শেখপুরীর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

জন্ম ও পরিচয়.. ১৫
পক্ষাঘাতের শিকার ১৫
পড়াশোনার আগ্রহ ও প্রাথমিক শিক্ষা ১৫
তীক্ষ্ণ মেধা ও ১১ মাসে কুরআন হিফজ.. ১৫
নিঃসঙ্গ প্রতিবন্ধী বালক ১৬
উচ্চশিক্ষা.. ১৬
পড়াশোনার তীব্র আকাঙ্ক্ষা.. ১৬
নিজ গ্রামে নিগ্রহের শিকার ১৬
অধ্যাপনা.. ১৭
দরসে কুরআনের সূচনা ১৭
লেখালেখি.. ১৮
ওয়েবসাইট পরিচালনা.. ১৮
রচনাবলি ১৮
চরিত্র মাধুর্য ও গুণ-গরিমা.. ১৯
শহীদী মৃত্যু ও অনন্য জানাজা.. ২০
দু'টি কথা.. ২১

আল্লাহর অস্তিত্ব

সঠিক ধারণা বনাম ভুল ধারণা ৩৯
একটি জিজ্ঞাসা.. ৩৯
বিজ্ঞান ও আল্লাহর অস্তিত্ব.. ৪০
প্রথম কথা ৪০
দ্বিতীয় কথা ৪১
তৃতীয় কথা ৪১
দার্শনিকদের প্রমাণাদি.. ৪২

কুরআনিক দলিল.. ৪৩
প্রথম দলিল.. ৪৩
দ্বিতীয় দলিল.. ৪৫
তৃতীয় দলিল.. ৪৬
চতুর্থ দলিল.. ৪৭
পঞ্চম দলিল ৪৮
জনৈক গ্রাম্য ব্যক্তির দলিল উপস্থাপন ৪৯
কবি শেখ সাদি রহ.-এর দলিল.. ৫০
ইমাম শাফি রহ.-এর দলিল.. ৫০
ইমাম আহমাদ রহ.-এর দলিল ৫১
ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর দলিল.. ৫২
এক বুড়ির দলিল ৫৩
এক গেঁয়ো চাষীর দলিল.. ৫৩
একটি বড় দলিল ৫৪
বোধগম্য নয়.. ৫৬
আল্লাহর তালাশে ৫৭

মাকামে নবুওয়াত

নবী কে হতে পারেন? ৬৬
নির্বাচিত মাকাম ৬৮
নবীর ইলম ৭০
নবী-রাসুলগণ নিষ্পাপ কেন ৭৩
দ্বিতীয় কারণ ৭৪
তৃতীয় কারণ ৭৪
আল্লাহ কর্তৃক রক্ষণাবেক্ষণ ৭৫
সবচেয়ে বড় দলিল.. ৭৬
বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলি ৭৭

নবীজির প্রতি ভালোবাসা

ধনসম্পদ কি মহব্বতের কারণ?.. ৮৭
মহব্বতের প্রথম কারণ ৮৯
কামালাত সমগ্র.. ৯১
চরিত্রের সূতিকাগার ৯২

খুলুকে হাসানা ৯৬
খুলুকে কারিম ৯৬
খুলুকে আজিম.. ৯৬
ভালোবাসা কেন হবে না? ৯৮
ভালোবাসার দ্বিতীয় কারণ ৯৯
মহব্বতের তৃতীয় কারণ ইহসান..১০৩
এমন ভালোবাসা প্রত্যক্ষ করেনি পৃথিবী ১০৬
প্রেমাস্পদের সান্নিধ্য ১০৮
নিজের ভাবনা নেই ১০৯
হজরত উমর রা.-এর ভালোবাসা..১১০
মুরুব্বিবিহীন তাওয়াফ..১১২
একটু চিন্তা করুন..১১২
কোনো বাহানা নয়.. ১১৩
প্রাণী ও বৃক্ষরাজির ভালোবাসা ১১৪
অন্তসারশূন্য ভালোবাসা..১১৪
এক পিরের চেলার কাণ্ড..১১৫
প্রেমাস্পদের আকার-আকৃতি ১১৬
আসল পঙ্গপাল না..১১৭
মহব্বতের নিদর্শন.. ১১৮

আলেমদের মাকাম

পরস্পর বিরোধী জিনিস থাকার হেকমত.................................. ১২৮
আলেমদের প্রয়োজনীয়তা ১২৮
সর্বাধিক জরুরি.. ১২৮
আলেমদের প্রতি ঘৃণা পোষণ..১৩০
যদি হক্কানি আলেমগণ না থাকতেন..১৩০
ভীষণ শাস্তি-ধমকি ১৩১
ভালোবাসার সুফল ও ঘৃণার পরিণতি ১৩৩
ওলিদের সোহবত.. ১৩৪
মিশরের জাদুকর.. ১৩৫
আলেমদের ফজিলত ১৩৫
মূর্খ সুফি..১৩৬
চড়াই-উৎরাই ও জীবনবাজি.. ১৩৭

সত্যিকার শরিয়ত সংরক্ষণ..১৩৯
আকবরি ফেতনার মোকাবিলা..১৪১
ইংরেজ ষড়যন্ত্র.. ১৪২
হক্কানি আলেমদের নিদর্শন.. ১৪৫
প্রথম আলামত : ১৪৫
দ্বিতীয় আলামত : ১৪৫
তৃতীয় আলামত : ১৪৫
চতুর্থ আলামত : ১৪৫
পঞ্চম আলামত : ১৪৫
ষষ্ঠ আলামত : ১৪৬
সপ্তম আলামত : ১৪৬
অষ্টম আলামত : ১৪৬
নবম আলামত : ১৪৬
দশম আলামত : ১৪৭
একাদশ আলামত : ১৪৭
দ্বাদশ : ১৪৭
মূল্যবান খাজানা.. ১৪৭
আমরা ইলমে মুগ্ধ ১৪৮
মৌলবি কী?..১৪৮
আলেম হও, আলেম বানাও ১৫০

ঐক্য ও সংহতি

এরা তো সেই জাতি ১৫৯
ভাই হলে এমন হও..১৫৯
ঈমান ও ঐক্যের শক্তি..১৬০
শক্তির রহস্য.. ১৬১
ভয় ছেঁড়া কাপড়ে ১৬২
সম্মান ইসলামে ১৫৩
কী হয়েছিল আন্দালুসে!..১৬৫
আসহাবে কাহাফের কুকুর ১৬৬
বাগদাদে কী ঘটেছিল? ১৬৮
তিনটি শিক্ষণীয় ঘটনা ১৬৯
সবখানে এমনই হয়েছে..১৭১

শুধু মতভিন্নতা নিন্দিত নয় ১৭১
স্বভাবের ভিন্নতা ১৭৩
ইখলাস ও লিল্লাহিয়াত..........১৭৫
আনুগত্য ছিল মূল..........১৭৬
পারস্পরিক সম্মান ও সৌজন্যবোধ ১৭৭
এমন লোক কোথায় পাওয়া যাবে..........১৭৮
প্রতিপক্ষের কাছে ফতোয়া তলব..........১৭৯
অহেতুক রক্তপাত এড়িয়ে যাও..........১৮০
হক ও সুন্নতের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি..........১৮০
ভিন্নমতের প্রতি আচরণ..........১৮১
খুনির সাথে সৌজন্যবোধ..........১৮২
প্রথম সৈনিক ১৮৩
সাহাবিদের উপর অভিযোগ ১৮৪
মতবিরোধ ও শিষ্টাচার..........১৮৬
বেআদবি মূর্খতার লক্ষণ..........১৮৮
হিংসুটে শত্রুর সাথে আকাবিরের আচরণ ১৮৯
বেআদবি বঞ্চিত হওয়ার কারণ ১৯১
পূর্বসূরি ও বর্তমান প্রজন্মের মধ্যে পার্থক্য..........১৯২
ঐক্য-অনৈক্য ১৯৩
আমিন বিশ-শার তথা অনিষ্টের আমিন..........১৯৪
কোন মতবিরোধ নিষিদ্ধ ১৯৫
মাদরাসাগুলোর অবস্থা..........১৯৬
সারবত্তাহীন বিতর্ক ১৯৭
দুটি গুরুত্বপূর্ণ সবক ২০০
মন্দলোকের বাহানা বেশি..........২০১
মতানৈক্য কেন হয়..........২০২
প্রথম কারণ : ২০৩
দ্বিতীয় কারণ :..........২০৩
তৃতীয় কারণ : ২০৩
চতুর্থ কারণ :..........২০৩
পঞ্চম কারণ : ২০৪
ষষ্ঠ কারণ : ২০৪
সপ্তম কারণ : ২০৪

অষ্টম কারণ : ২০৪
নবম কারণ : ২০৫
বিদ্যমান মতবিরোধের কারণ..........২০৫
নফসের পূজা ২০৫
বৈরিতা-বিদ্বেষ..........২০৭
হিংসা ২০৭
বৈশিষ্ট্য-স্বাতন্ত্র্য ২০৮
গৌণ বিষয়াদি, রেওয়াজ-রুসমের উপর পীড়িপীড়ি..........২১০
আত্মতৃপ্তি..........২১১
ব্যক্তিপূজা..........২১২
পিরদের পিরের নসিহত ২১৪
হীনম্মন্যতা ২১৫
কর্মক্ষমতা ২১৭
ফেরাউনের নিকট তাবলিগ..........২১৮
গোষ্ঠী ও ভাষাগত বাড়াবাড়ি..........২২০
গর্ব করার বিষয় ২২২
মতবিরোধের কুফল ২২৪
কবরে প্রশ্ন ২২৫
ঐক্যের ভিত্তি..........২২৫
দুটি কথা..........২২৬
একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাখ্যা ২২৬

গান-বাজনা

অত্যাচারী রাজা-বাদশাহদের হীন কৌশল..........২৩৬
চূড়ান্ত ব্যাধি..........২৩৭
এক গ্রাম্য মোড়লের কাণ্ড ২৩৭
এক উসতাদের ঘটনা..........২৩৮
একজন গ্রাম্য লোকের ঘটনা ২৩৯
হাজি সাহেবের ঘটনা ২৪০
নামাজ কবুল হবে না ২৪১
অধিক গান-বাজনা কেয়ামতের আলামত ২৪২
নবুওয়াতির মাকসাদ..........২৪৩
সেকেলে কে?..........২৪৪

গান-বাজনার উপার্জন ২৪৫
ঈমান ও কপটতা ২৪৬
শয়তানের ইশতেহার ২৪৮
ধ্বংস-বিধ্বস্ততা ২৫৯
গল্পবাজ ও গায়ক ২৫০
কাওয়ালি ২৫২
ভণ্ড পির ২৫৪
ভণ্ড পিরের কাণ্ড ২৫৪
ভুল দলিল ২৫৫
নবীপত্নীদের প্রতি নির্দেশ ২৫৬
গান-বাজনা কি আত্মার খোরাক? ২৫৭
এক মেথরের ঘটনা ২৫৮
জাতির মেজাজ ২৫৯
ক্ষতিসমূহ ২৬০
দ্বিতীয় ক্ষতি ২৬০
তৃতীয় ক্ষতি ২৬১
চতুর্থ ক্ষতি ২৬১
পঞ্চম ক্ষতি ২৬১
ষষ্ঠ ক্ষতি ২৬২
সপ্তম ক্ষতি ২৬২

আত্মার প্রশান্তি

সব মানুষ আজ হতাশ ২৭১
ইউরোপের অস্থিরতা ২৭৩
ভুল পদ্ধতি ২৭৫
জিকির কী? ২৭৭
পাপে আনন্দ না ব্যাকুলতা ২৭৮
আহাম্মকি ও নির্বুদ্ধিতা ২৭৯
সহজ পদ্ধতি ২৭৯
আল্লাহওয়ালার ঘটনা ২৮১
হজরত জিলানি রহ. এর ঘটনা ২৮২
অস্থায়ী ও সাময়িক বিপত্তি ২৮২
দৃষ্টি যদি হয় নেয়ামতের উপর ২৮৩

নিদারুণ অবস্থা ২৮৫
শেখ সাদি রহ. এর ঘটনা ২৮৬
রাবেয়া বসরি রহ. এর ঘটনা ২৮৭
হজরত মুসা আলাইহিস সালামের উত্তর ২৯০
এক বুজুর্গের ঘটনা ২৯০
হিন্দু শিশুর উপস্থিত জবাব ২৯০
আকাবির আলেমদের কয়েকটি ঘটনা ২৯১
আরও কিছু ঘটনা ২৯৫
শাহ দাওলা রহ. এর ঘটনা ২৯৫
মাওলানা ফজলুর রহমান রহ. এর ঘটনা ২৯৫
আমলের ফল ২৯৬
নেয়ামতের মধ্যে আজাব, আজাবের মধ্যে নেয়ামত ২৯৭

আমানত

চিন্তার দাওয়াত ৩০৭
উসমান ইবনে তালহার নিয়ম ৩০৭
ব্যাপক অর্থ ৩১০
জীবন এক আমানত ৩১১
সম্পদ একটি আমানত ৩১২
সন্তানসন্ততি আমানত ৩১৫
ইলমও আমানত ৩১৯
ছাত্র আমানত ৩২০
দায়িত্ব ও পদ আমানত ৩২১
ক্ষমতা আমানত ৩২৩
শাসক হবে কেমন ৩২৩
সবচেয়ে বড় আমানত ৩২৬

ইসলামে নারীর মর্যাদা

বিজাতীয় কালচারে নারী ৩৩৬
বড় মনীষীর নীচু কথা ৩৩৭
অধিকার সংরক্ষণকারী ৩৩৭
কন্যা হিসাবে নারীর মর্যাদা ৩৪৪
কুরআনের ভাষ্য ৩৪৬
চিন্তার আহ্বান! ৩৫০
স্ত্রীর মর্যাদায় নারী ৩৫১

বিবাহে নারীর স্বাধীনতা.. ৩৫১
উত্তম আচরণ! স্ত্রীদের সাথে নবীজির আচরণ ৩৫৪
প্রহার করা ৩৫৭
একটি চুটকি ৩৫৯
জীবিকার দায়িত্ব.. ৩৬১
কোন পদ্ধতি উত্তম? ৩৬৩
তালাকের মাসআলা ৩৬৫
হেকমত কী? ৩৬৭
স্বামী বেচারা!.. ৩৬৮
পুরুষ স্বাধীন নয়... ৩৬৯
একটি প্রশ্ন ৩৭১
ডিভোর্সের এখতিয়ার.. ৩৭২
অকাট্য বক্তব্য ৩৭৩
ব্যবসা-চাকরি ৩৭৩
সহানুভূতি না প্রতারণা ৩৭৫
পার্থক্য ৩৭৬
ছোট মুখে বড় কথা... ৩৭৭
এরা কি নারী? ৩৭৮

মৃত্যু

মৃত্যু থেকে পালাবার পথ নেই ৩৯০
একটি ঘটনা... ৩৯২
মৃত্যু থেকে কেউ মুক্তি পাবে না ৩৯৩
সংক্ষিপ্ত জীবন ৩৯৫
স্থান ও প্রেক্ষাপট নির্ধারিত... ৩৯৫
এ কেন এখানে বসে আছে?... ৩৯৬
এদিক কিংবা ওদিক দিয়ে.. ৩৯৭
কেউ নিরাপদ না.. ৩৯৮
মৃত্যুর সংবাদ দানকারীর মৃত্যু.. ৩৯৯
মৃত্যুর ঘোষণা.. ৪০১
মৃতই অধিক ৪০৩
মুসাফিরখানা.. ৪০৪
সংক্ষিপ্ত যাত্রাবিরতি.. ৪০৫

মানুষ চার প্রকার ৪০৫
মৃত্যুর হেকমত ৪০৬
প্রতিদান ও শাস্তি... ৪০৭
দুনিয়া আবাদকারী... ৪০৭
উত্তম তোহফা ৪০৮
যোগ্যতা প্রদর্শন হয় ৪০৯
নতুন প্রজন্মের শিক্ষা-দীক্ষা... ৪১০
মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা নিষিদ্ধ ৪১১
আত্মহত্যা ৪১৩
সম্মান ও শাস্তি ৪১৪
আত্মশুদ্ধির চার পদ্ধতি... ৪১৫
মৃত্যু হতে উদাসীনতার বড় কারণ... ৪১৬
বিশ্বাসে দুর্বলতা ৪১৭
২৪ ঘণ্টায় পনেরো লাখ ৪২০
মন্দ সমাপ্তি ৪২২
শেষকথা ৪২৩

আল্লাহর অস্তিত্ব

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

أَمَّابَعد، فَاعُوذُ بِ اللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

قَالَتْ رُسُلُهُمْ اَفِي اللهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ

তাদের নবীগণ বললেন, তোমাদের কি আল্লাহর ব্যাপারে সন্দেহ হয়, যিনি আসমান-জমিন সৃষ্টি করেছেন?[১]

اَوَلَمْ يَنْظُرُوْا فِيْ مَلَكُوْتِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللهُ مِنْ شَيْءٍ

তারা কি আসমান এবং জমিনের জগৎসমূহ এবং আল্লাহ তায়ালা যেসব জিনিস সৃষ্টি করেছেন, তা নিয়ে চিন্তা করে না?[২]

فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا ؕ فِطْرَتَ اللهِ الَّتِيْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا

অতএব আপনি নিষ্ঠার সাথে নিজেকে দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখুন, যার উপর তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন। মনে রাখবেন, আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে কোনো রদবদল হয় না।[৩]

اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِيْ تَجْرِيْ فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَآ اَنْزَلَ اللهُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ مَّآءٍ فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَآبَّةٍ ۪ وَّتَصْرِيْفِ الرِّيٰحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ

নিশ্চয়ই আসমান-জমিনের সৃষ্টি, দিন-রাতের পরিবর্তন ও সমুদ্রে জাহাজ চলাচল করার মধ্যে রয়েছে মানুষের কল্যাণ। আর যে জলরাশি আল্লাহ তায়ালা আসমান হতে বর্ষণ করেন,

[১] সুরা ইবরাহিম, আয়াত ১০

[২] সুরা আরাফ, আয়াত ১৮৫

[৩] সুরা রুম, আয়াত ৩০

তা দিয়ে জমিন সতেজ করেন শুষ্ক হওয়ার পর। বিভিন্ন জীব-জন্তু সেখানে ছড়িয়ে দিয়েছেন। আর বাতাস পরিবর্তন ও মেঘমালা যা আসমান-জমিনের মধ্যখানে আবদ্ধ করে রাখা হয়েছে তা নিদর্শন ওইসব লোকের জন্য, যারা বুদ্ধিমান।[৪]

اَفَلَا يَنْظُرُوْنَ اِلَى الْاِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ﴿۱۷﴾ وَ اِلَى السَّمَآءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ﴿۱۸﴾ وَ اِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ﴿۱۹﴾ وَ اِلَى الْاَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ﴿۲۰﴾ فَذَكِّرْ ۟ اِنَّمَاۤ اَنْتَ مُذَكِّرٌ

তারা কি উটনীর দিকে তাকিয়ে দেখে না, কীভাবে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে? আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখে না, কীভাবে তাকে উঁচু করে রাখা হয়েছে? জমিনের দিকে তাকিয়ে দেখে না, কীভাবে তাকে সমতল করে পেতে রাখা হয়েছে? তুমি তাদের এ কথাগুলো স্মরণ করাতে থাকো। তুমি তো একজন উপদেশদানকারী মাত্র।[৫]

صُنْعَ اللهِ الَّذِيْۤ اَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ

এই হলো আল্লাহর সৃষ্টির নৈপুণ্য, যিনি সমস্ত কিছু করেছেন সুষম।[৬]

مَا تَرٰى فِيْ خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِنْ تَفٰوُتٍ ؕ فَارْجِعِ الْبَصَرَ ۙ هَلْ تَرٰى مِنْ فُطُوْرٍ ﴿۳﴾ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ اِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَّ هُوَ حَسِيْرٌ

দয়াময় আল্লাহর সৃষ্টিতে তুমি কোনো খুঁত দেখতে পাবে না। তুমি আবার তাকিয়ে দেখো কোনো ত্রুটি দেখতে পাও কি না! তারপর বার বার দৃষ্টি ফেরাও, সে দৃষ্টি ব্যর্থ ও ক্লান্ত হয়ে তোমার দিকে ফিরে আসবে।[৭]

[৪] সুরা বাকারা, আয়াত ১৬৩

[৫] সুরা গাশিয়া, আয়াত ১৭-২১

[৬] সুরা নমল, আয়াত ৮

[৭] সুরা মুলক, আয়াত ৩-৪

وَ مِنْ اٰیٰتِهٖ خَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَ اخْتِلَافُ اَلْسِنَتِكُمْ وَ اَلْوَانِكُمْ ؕ
اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَاٰیٰتٍ لِّلْعٰلِمِیْنَ

আর তার নিদর্শনের মধ্যে রয়েছে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র্য। এতে জ্ঞানীদের জন্য অবশ্যই বহু নিদর্শন রয়েছে।[৮]

اَلَمْ نَجْعَلْ لَّهٗ عَیْنَیْنِ ﴿۸﴾ وَ لِسَانًا وَّ شَفَتَیْنِ ﴿۹﴾ وَ هَدَیْنٰهُ
النَّجْدَیْنِ

আমি কি তার জন্য সৃষ্টি করিনি দুই চক্ষু আর জিহ্বা ও ওষ্ঠ। আর আমি তাকে দুই পথ দেখিয়েছি।[৯]

وَ فِیْۤ اَنْفُسِكُمْ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ

এবং তোমাদের মধ্যেও। তোমরা কি অনুধাবন করবে না।[১০]

সম্মানিত উপস্থিতি,

আজকের জলসায় আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে নিজের জ্ঞান-মাফিক কিছু কথা আরজ করতে চাই। আল্লাহ তায়ালার কাছে প্রার্থনা। তিনি যেন আমাকে এবং আপনাদের সত্য জানার তাওফিক দান করেন।

এই প্রাচীন বুড়ো দুনিয়ার আনাচে-কানাচে অসংখ্য মুশরিকের বসবাস ছিল। আজও অনেক আছে। তবে সাধারণত আল্লাহর অস্তিত্বে অবিশ্বাসকারীর সংখ্যা ছিল খুব কমই। মূল কথা হলো আল্লাহর অস্তিত্বের জ্বলন্ত প্রমাণ মানুষের প্রকৃতির মধ্যেই বিদ্যমান। পৃথিবীর ইতিহাস সম্পর্কে যদ্দূর জানা যায়। প্রত্যেক অংশে আল্লাহতে বিশ্বাসের অস্তিত্ব পাওয়া যায় কোনো না কোনোভাবে। আসুরি হোক বা মিসরি, কালদানি হোক বা

[৮] সুরা রুম, আয়াত ২২

[৯] সুরা বালাদ, আয়াত ৮, ৯, ১০

[১০] সুরা জারিয়াত, আয়াত ২১

হাবশি, হিন্দুস্তানি হোক কিংবা ইউনানি; সবাই আল্লাহর অস্তিত্বের প্রবক্তা। যদি আমরা তামাম দুনিয়ার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করি, তা হলে বহু ময়দান, বস্তি ও গুহা-উপত্যকা দেখতে পাব। সেখানে না আছে সভ্যতা, না আছে শিল্প-কারখানা, না পাওয়া যাবে জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা। মিলবে না সেখানে বিজ্ঞানময় শিল্প-সৌন্দর্যের বাহাদুরি। না কেল্লা আছে, না পাওয়া যাবে দৃষ্টিনন্দন ঘর-বাড়ি। তবে এমন কোনো স্থানই পাওয়া যাবে না, যেখানে আল্লাহর অস্তিত্বের স্বীকৃতি নেই। পৃথিবীর বড় বড় দার্শনিক, বিজ্ঞানী, বিজ্ঞান-দর্শনে যাদের গৌরবময় জ্ঞান-গবেষণার কথা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে রূপকথার ন্যায় প্রসিদ্ধ। তাদের এমন কেউ ছিল না, যারা এক অবিনশ্বর সত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করত না। প্রচীন গ্রিকদার্শনিক এরিস্টটল ও প্লেটো, সিস্যারো, যরথস্ত্রুসহ অন্যান্য সকল বড় বড় দার্শনিক এক আল্লাহর উপাসনা করত।

সঠিক ধারণা বনাম ভুল ধারণা

এটি একটি ব্যতিক্রম আলোচনা। আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে সঠিক ধারণা একমাত্র ইসলামই দিয়েছে। সেই বস্তুনিষ্ঠ ধারণার নাগাল পেয়েছে মানুষ নবুওয়াতের কল্যাণে। অন্যথায় নিছক আকল ও চিন্তার উপর ভর করে বিশ্বজনীন, সর্বজনীন মাসআলার আসল রহস্য পর্যন্ত পৌঁছতে রীতিমতো হোঁচট খেতে হতো। বড় বড় বিকৃত ও ভ্রষ্ট চিন্তার দ্বার উন্মুক্ত হতো। পারসিকদের বুদ্ধিতে এই ধারণা আসত না যে কল্যাণ-অকল্যাণ ও ভালো-মন্দের প্রভু একজন কী করে হয়! সুতরাং তারা দুই প্রভু তথা অকল্যাণের দেবতা ও কল্যাণের জন্য ঈশ্বর; এই ফর্মুলা পেশ করল। আর খ্রিষ্টানরা একের মধ্যে তিন এবং তিনের মধ্যে এক আল্লাহর গোলকধাঁধায় মানুষকে আটকে ফেলল। সনাতন ধর্মাবলম্বীদের কমপক্ষে তিন খোদা আবশ্যক। ব্রাহ্মণ, বিষ্ণু-ভগবান ও বড় দেবতা। আর তাদের ঈশ্বরের তো কোনো অন্তই নেই; হাজার হাজার। সবশেষে মানুষ ও প্রাণীর লজ্জাস্থানের পূজাও তাদের মৌলিক ধর্ম হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছে। যদিও ইহুদিরা এক আল্লাহর প্রবক্তা ছিল, কিন্তু তারা নিজেদের জন্য এমন বৈশিষ্ট্য খাড়া করেছিল যে, তারাও আমজনতার বাইরে ছিল না।

আরব মুশরিকদের মনে ধরত না যে, সব কাজ আল্লাহ তায়ালা একা কীভাবে আনজাম দিতে সক্ষম। আর কোনো মাধ্যম ব্যতীত তার কাছে পৌঁছারই-বা কী উপায়! এজন্য তারা ঘরে ঘরে গাছ, পাথর কিংবা বিভিন্ন পদার্থের হাজার হাজার মূর্তি সাজিয়ে রাখত। মূল কথা হলো হিন্দু হোক বা বৌদ্ধ, মিশরি হোক কিংবা গ্রিক, ধর্মান্তরিত হোক বা রোমান ক্যাথলিক সকলেই আল্লাহর প্রশ্নে দৈহিক আকৃতির প্রবক্তা ছিল। আর এজন্যই তারা মূর্তিপূজায় লিপ্ত হয়ে পড়েছিল। এই দু-চারটি গোমরাহি ও ভ্রষ্টতা থেকে দৃষ্টি এড়ালে পৃথিবীর প্রায় সকল সম্প্রদায় আল্লাহর অস্তিত্ব একবাক্যে স্বীকার করে নিয়েছে।

একটি জিজ্ঞাসা

প্রশ্ন হতে পারে, উজুদে-বারি তায়ালার বিষয়টি এত পরিষ্কার ও সুস্পষ্ট হওয়া সত্ত্বেও মানুষের বুঝতে অসুবিধা হয় কেন?

উত্তরে বলা যায়, মানুষের উপলব্ধির সূচনা হয় পঞ্চইন্দ্রিয়ের সাহায্যে। অর্থাৎ স্পর্শশক্তি, ঘ্রাণশক্তি, আস্বাদনশক্তি, শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তির কল্যাণে বিভিন্ন জিনিস উপলব্ধ করা যায়। তারা কেবল সেই জিনিসই স্বীকার করে, যা তারা স্পর্শ করতে পারে, ঘ্রাণ নিতে পারে, শ্রবণ করতে পারে এবং আঁখিযুগল দিয়ে অবলোকন পারে। তাদের জন্য এমন জিনিস মেনে নেওয়া দুষ্কর, যা এসব শক্তির বাইরে। আল্লাহ তায়ালা সম্পূর্ণ একক সত্তা, যার সাথে ইন্দ্রিয়শক্তির কোনো প্রকার সম্পর্ক নেই। তিনি তো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যের অতীত এক সত্তা। যেখানে ইন্দ্রিয়-উপলব্ধির সমাপ্তি ঘটে, সেখান থেকে তার সূচনা হয় মাত্র। এজন্য আল্লাহকে উপলব্ধি করতে কিছুটা মুশকিলে পড়তে হয়। তবে যে ব্যক্তি বাহ্যিক ইন্দ্রিয়ের সাথে সাথে অভ্যন্তরীণ তথা আধ্যাত্মিক ইন্দ্রিয় কাজে লাগাবে, তার জন্য আল্লাহর পরিচয় লাভ করা কোনো জটিল বিষয় না। বাস্তবতা হলো, যারা সাধনা, ইবাদত ও মোরাকাবার মাধ্যমে শুধু নিজের সুপ্ত সক্ষমতা ও আধ্যাত্মিক ইন্দ্রিয় কাজে লাগাবে, সে এই রঙ-ঘ্রাণের জগতে আল্লাহ ছাড়া কিছুই দেখতে পাবে না। তা ছাড়া এও এক অমোঘ বাস্তবতা যে, যে জিনিস যত বেশি আলোকিত হয়, তা উপলব্ধি করতে ততই কষ্ট পোয়াতে হয়। এই জগতে সূর্যের চেয়ে বেশি স্পষ্ট ও পরিষ্কার কোনো জিনিস আছে বলে

আমাদের জানা নেই। তা সত্ত্বেও সূর্যের দিকে দৃষ্টি স্থির রাখা সর্বাধিক দুঃসাধ্য। যদি কেউ নজর স্থির করতে সক্ষমও হয়, অন্ধকার আর অন্ধকার অনুভূত হয়।

বিজ্ঞান ও আল্লাহর অস্তিত্ব

যেহেতু এটা বিজ্ঞানের যুগ, এজন্য কিছু কিছু বুদ্ধিভ্রষ্ট ও বিকৃত চিন্তার মানুষের মত হলো, যেসব জিনিস বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত, সেসব মানতে বাধা নেই আর যেসব জিনিস বিজ্ঞান প্রমাণ করতে অক্ষম, তা অস্বীকার করা হবে। আমরা ধর্ম ও বিজ্ঞানের মতানৈক্য-মতৈক্য সম্পর্কে একটি আলাদা বিষয় নির্ধারণ করব; ইনশাআল্লাহ। তবে ভূমিকায় কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা করব।

প্রথম কথা

জেনে রাখা আবশ্যক যে ধর্ম ও বিজ্ঞান সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস। সুতরাং বিভ্রান্তি তখনই সৃষ্টি হয়, যখন একটি অপরটির মধ্যে অনুপ্রবেশ ঘটানোর চেষ্টা করা হয়। সেগুলো যদি আপন আপন স্থানে রাখা হয়, তা হলে তার কোনোটিই অন্যটিকে নাকচ করে না। বরং একথা অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বলা যায়, কমপক্ষে ইসলামধর্ম বিজ্ঞান অস্বীকারের বদলে তাকে প্রতিষ্ঠিতই করে থাকে। এমনকি কখনো কখনো তার মূলনীতি ও শক্তিশালী পটভূমি রচনা করে দেয়। সবশেষে বিজ্ঞান তো জাগতিক পর্যবেক্ষণকে সর্বাগ্রে হাজির করে। আর ইসলামধর্ম বিশ্বজগৎ নিয়ে চিন্তা-ফিকির করার প্রতি অন্যান্য ধর্ম থেকে বেশিই গুরুত্ব দিয়ে থাকে।

দ্বিতীয় কথা

এটি খুব পরিষ্কারভাবে উপলব্ধি করতে হবে যে, কোনো বিজ্ঞানী আজ পর্যন্ত এই দাবি করার দুঃসাহস দেখায়নি যে, তারা জগতের সকল গোপন রহস্য উদ্ঘাটন করতে সক্ষম হয়েছে। বরং বাস্তবতা হচ্ছে, যখনই গবেষণা উন্নত হয়, তখনই তার অসারতা ও অসহায়ত্ব আরও পরিষ্কার হতে দেখা যায়। দুনিয়াজোড়া খ্যাতিমান বিজ্ঞানীরা একথা স্বীকার করতে বাধ্য যে, আমরা আজ-অবধি দুনিয়ার যত জিনিস সম্পর্কে জেনেছি, তারচেয়ে বহুগুণ বেশি জিনিস গোপন রয়েছে, যেগুলোর অপরূপ সৌন্দর্যের উপর

রহস্যের পর্দা পড়ে আছে। এবং আমি অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বলতে পারি, বিজ্ঞান উন্নতি করতে করতে যখন চূড়ান্ত উচ্চতায় পৌঁছবে, তখন সর্বপ্রথম ও সর্বাধিক আল্লাহর অস্তিত্বের কথা স্বীকার করবে।

তৃতীয় কথা

খুব ভালোভাবে স্মরণ রাখতে হবে আমরা স্বীকার করছি যে বৈজ্ঞানিক উন্নতির কল্যাণে মানুষ চাঁদে পৌঁছে গেছে। এখন সে অন্যান্য গ্রহের প্রতি দৃষ্টি সম্প্রসারিত করেছে। আবিষ্কার করেছে সর্বাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র। তৈরি করেছে মালামাল স্থানান্তর ও পরিবহন করার ভারী জানবাহন। বিজ্ঞান মৌলিক উপাদানকে অধিক ভিজিট করে। আধুনিক বিজ্ঞান দুনিয়ার কম্পমান হওয়ার বিষয়টি প্রমাণ করেছে। কিন্তু তন্মধ্যে কোনোটি কি আল্লাহর অস্তিত্ব নাকচ করেছে, না তার একত্বের প্রমাণের পথে বাধার সৃষ্টি করেছে, না নবুওয়াতের উপর কোনো বিরূপ প্রভাব ফেলেছে? যদি এর একটিও না হয়, তা হলে ইসলামধর্মের বিজ্ঞান দ্বারা আতঙ্কিত ও প্রভাবিত হওয়ার কী দরকার আছে। বিজ্ঞান তো ডারউইনের ওই মতাদর্শ মাত্র, যার কাছে কোনো দলিলের হাতিয়ার নেই। আর ইসলামধর্মের প্রত্যেক আকিদার জন্য রয়েছে দলিল-প্রমাণের বিশাল ভাণ্ডার।

দার্শনিকদের প্রমাণাদি

একটা সময় ছিল, যখন গ্রিক-দর্শনের প্রভাব ছিল অনেক। আজকাল যেমন মানুষ বিজ্ঞান দ্বারা প্রভাবিত, তদ্রূপ সে-সময়কার লোকেরা গ্রিক-দর্শন দ্বারা ভীষণ প্রভাবিত ছিল। প্রত্যেক আকিদাকে দর্শনের কষ্টিপাথরে পরখ করে নিত। আজ সেই দর্শনশাস্ত্রীয় বিশ্লেষণের উপর হাসি পায়। সে-সময় তা ছিল অনস্বীকার্য বাস্তবতা। তৎকালীন আলেমগণ কালের দাবি ও রুচি অনুযায়ী দর্শনশাস্ত্রের আলোকে ইসলামের একেকটি আকিদা প্রমাণ করে দেখিয়েছেন, যাতে কোনো বিতর্ক স্থান না পায়। সে-সময় আল্লাহর অস্তিত্ব প্রমাণ করার নিমিত্তে যেসব দলিল পেশ করা হয়েছিল, সেগুলো হয়তো এ যুগের সাধারণ মানুষদের বুঝে আসবে না। তা সত্ত্বেও তৎকালীন অবস্থা সম্পর্কে অবগত হওয়ার জন্য কিছু দলিল পেশ করছি। যেমন: কেউ বলেছে 'পৃথিবী নশ্বর'। আর যে জিনিস নশ্বর তার অস্তিত্বের কারণ আবশ্যক। এজন্য পৃথিবী 'কারণ'-এর মুখাপেক্ষী। আর সেই 'কারণ'-এর

নামই আল্লাহ। আবার কেউ বলল, সমস্ত আসবাব যেমনারং, ঘ্রাণ ইত্যাদি নশ্বর। এমনকি কোনো জিনিসই নশ্বরতামুক্ত নয়। আর হাদেস তথা নশ্বর বিষয় তো কোনো-না-কোনো কারণের মুখাপেক্ষী। সুতরাং গোটা পৃথিবী কারণের মুখাপেক্ষী।

কেউ-বা আবার বলল, পৃথিবীর সব জিনিসই স্পন্দনশীল। আর প্রত্যেক স্পন্দনশীল জিনিস কোনো-না-কোনো কম্পনকারীর প্রতি মুখাপেক্ষী। ওই কম্পনকারী হলেন এক অবিনশ্বর সত্তা আল্লাহ।

কেউ বলল, সমস্ত দেহ মুতামাছিল অর্থাৎ যার অনুরূপ প্রতিকৃতি আছে। প্রত্যেক অনুরূপ জিনিস তার বিশেষ বৈশিষ্ট্যের জন্য 'কারণ'-এর মুখাপেক্ষী হয়।

এসব দলিল নিয়ে যদি আপনি একটু চিন্তা করেন, তা হলে অবস্থা এই দাঁড়াবে যে, অনেক গুরুত্বপূর্ণ জিনিস বুঝে আসছে না। বিশেষ করে যাদের মানতিক ও দর্শনশাস্ত্র সম্পর্কে কোনো জ্ঞান নেই, তারা বলতেই পারবে না যে, বক্তা সবশেষে মূলত কী বলতে চাচ্ছেন।

কুরআনিক দলিল

দার্শনিকের ভাষা দার্শনিকই বোঝে; অন্যরা বুঝবে না। মানতিকিদের পরিভাষা মানতিকশাস্ত্রবিদরাই জানে; অন্যরা জানবে না। সায়েন্টিফিক বিশ্লেষণ ও গবেষণা দ্বারা একজন সায়েন্টিস্টই পারেন উপকৃত হতে; অন্য কেউ পারবে না। তবে কুরআন মানুষকে বোঝানোর যে পদ্ধতি বেছে নিয়েছে, তা সাধারণ ও বিশেষ সবার জন্য। তা গাঁও-গ্রামের লোকটিও বুঝতে পারে এবং একইসাথে উপলব্ধি করতে সক্ষম শহুরে মানুষটিও। এতে একজন নিরক্ষর মানুষ যেমন আস্থাশীল হয়, অনুরূপ আশ্বস্ত হয় একজন শিক্ষিত গবেষক ও প্রফেসরও। এমনকি আজকের উন্নতবিশ্বের নাগরিকরাও সেই কুরআন দ্বারা উপকৃত হতে পারবে, যেমনটি চোদ্দশত বছর আগের অশিক্ষিত সমাজ উপকৃত হয়েছিল। আসল কথা হলো সূর্যের আলো যেমন সবার জন্য, চাঁদের জোছনা-রাত যেমন সর্বজনীন এবং জমিনের কোল যেমন বিশ্বময়, তদ্রূপ আল্লাহ তায়ালার হেদায়েতের কিতাবও সর্বময়।

প্রথম দলিল

জগতের অপরূপ সৌন্দর্যের লীলাভূমি প্রথম আকর্ষণ, যা প্রত্যেক রুচিশীল মানুষকে তার দিকে আকৃষ্ট করে। এই পৃথিবীর প্রতিটি অংশ থেকে রূপ-সৌন্দর্য ফুটে ওঠে। এমনও হতে পারত যে, জগৎ আছে কিন্তু তার রূপ-লাবণ্য ঢাকার নেকাব নেই। গাছপালা আছে, কিন্তু ডালপালার বিন্যাস ও ফুল-ফলের রঙারঙি নেই। জমিন আছে, নদীর কলতান ও বাগান-উদ্যানের সৌন্দর্য নেই। তারকারাজি আছে, ঝিলমিল আলো নেই। ফুল আছে, রঙ-ঘ্রাণ নেই। পর্বত আছে, তারকারাজির মিলনমেলা নেই। বিস্তৃত জমিন আছে, সবুজের ছায়া নেই। চাঁদ আছে, কিন্তু চন্দ্রালোক নেই। সূর্য আছে, কিন্তু কিরণ-বিকিরণ নেই। বুলবুল আছে, সুরের মূর্ছনা নেই। দৃষ্টিশক্তি আছে, দেখার মতো কিছু নেই। শ্রবণশক্তি আছে, কিন্তু শোনার মতো মিষ্টি সুর-তাল নেই।

মানুষের জ্ঞান-গবেষণা আজ পর্যন্ত এই জিজ্ঞাসার জবাব দিতে পারেনি যে এই সৃষ্টির সাথে সৌন্দর্য ও লাবণ্যের কেন এত মিতালি? তবে কুরআন উত্তর দিচ্ছে এ সবকিছুর কারণ হলো, মানুষ যেন এর মনোহর সৌন্দর্য দেখে নিজের অনিচ্ছায় বলে ওঠে,

تَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنَ الْخَالِقِيْنَ

এ সীমাহীন ও আবরণমুলক্ত সৌন্দর্য এজন্য যে, যেন মানুষ রূপ-সৌন্দর্যের সৃষ্টিকর্তা পর্যন্ত পৌঁছতে পারে। এক আল্লাহর স্বীকারোক্তি দিতে বাধার সম্মুখীন না হয়।

আল্লাহ ইরশাদ করেন,

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً ۚ فَاَخْرَجْنَا بِهٖ ثَمَرٰتٍ مُّخْتَلِفًا اَلْوَانُهَا ؕ
وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌۢ بِيْضٌ وَّ حُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُهَا وَ غَرَابِيْبُ سُوْدٌ

তুমি কি দেখো না, আল্লাহ তায়ালা আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেন। তারপর আমি এর কল্যাণে হরেক রকমের ফল উৎপন্ন

করি। পাহাড়ের বিভিন্ন অংশ রয়েছে, সাদা, লাল; তারও বিভিন্ন রঙ রয়েছে এবং চূড়ান্ত কালো রঙ।[১১]

হে সাদাসিধে মানুষ, বিশ্ব চরাচরের এই অপরূপ, নয়নাভিরাম কারুকার্যময় সৌন্দর্য ও রূপ-লাবণ্য কোনো সৃষ্টিকর্তা ব্যতীত এমনিতেই অস্তিত্বে এসে গেল? ভূমণ্ডলের দৃষ্টিনন্দন সবুজ-শ্যামল দৃশ্য, নানা জাতের ফুলের রঙ-ঘ্রাণ, সুন্দর ও সুবিন্যস্ত বৃক্ষরাজি এমনিতেই হয়ে রইল? না; বরং ঘোষণা হচ্ছে,

ءَاَنْتُمْ اَنْشَاْتُمْ شَجَرَتَهَآ اَمْ نَحْنُ الْمُنْشِـُٔوْنَ ﴿۷۲﴾ نَحْنُ جَعَلْنٰهَا
تَذْكِرَةً وَّ مَتَاعًا لِّلْمُقْوِيْنَ

তার বৃক্ষরাজি তোমরা সৃষ্টি করেছ, নাকি আমি সৃষ্টি করেছি? আমি তাকে স্মরণ করানো এবং মুসাফিরদের উপকারের বস্তু বানিয়েছি।[১২]

দ্বিতীয় দলিল

পৃথিবীর বাহ্যিক নীতি অনুযায়ী পরস্পর বিপরীতমুখী বিষয়াদি সমন্বয় করা দুঃসাধ্য মনে হয়। এক জাতি থেকে তার অনুরূপ জাতিই অস্তিত্বে আসে। এক জাতি থেকে ভিন্ন জাতির অস্তিত্ব অসম্ভব। কিন্তু আমরা যখন বিশ্বজগৎ নিয়ে চিন্তাভাবনা করি, তখন দেখি এই নীতির ব্যত্যয় ঘটছে। এখানে এক জিনিস থেকে বিপরীতধর্মী জিনিস অস্তিত্বে আসছে। মৃত হতে জীবিত ও জীবিত থেকে মৃত বের হচ্ছে। জাহেল থেকে আলেম, আলেম থেকে জাহেল জন্ম নিচ্ছে। বসন্তের পেট চিড়ে হেমন্তের ফসল ও হেমন্তের উদর থেকে বসন্তের ফসল উৎপন্ন হয়। অন্ধকার রজনী থেকে শুভ্র সকাল উদ্ভাসিত হয়। আলোকিত দিন থেকে রাতের অমানিশা ছেয়ে যায়। শক্ত পাথর থেকে জন্ম নেয় জীবন্ত পোকা। প্রতিটি বড় বৃক্ষ থেকে আগুনের ফুলকি ঝরে; এসব কি আপনাআপনি হচ্ছে?

---

[১১] সুরা ফাতির, আয়াত ২৭

[১২] সুরা ওয়াকিয়া, আয়াত ৭২-৭৩

বিষয়ভিত্তিক শ্রেষ্ঠ বয়ানসংকলন

নিদায়ে মিম্বার

(দ্বিতীয় খণ্ড)

মূল

মাওলানা মুহাম্মাদ আসলাম শেখোপুরী রহ.

অনুবাদ

আবু শিফা মুহাম্মদ আবদুল কুদ্দুস

শিক্ষক, জামেয়া ইসলামিয়া মুসলিমবাগ, ঢাকা

ইত্তিহাদ

পা ব লি কে শ ন

ইত্তিহাদ পাবলিকেশন

কওমি মার্কেট, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

০১৯৭৯-৭৬৪৯২৬, ০১৮৪৩-৯৮৪৯৮৪

Email : ettihadpub@gmail.com

facebook.com/Ettihadpublication

বই	নিদায়ে মিম্বার (দ্বিতীয় খণ্ড)
মূল	মাওলানা মুহাম্মাদ আসলাম শেখোপুরী রহ.
অনুবাদ	আবু শিফা মুহাম্মদ আবদুল কুদ্দুস
বানানসংশোধন	আহসান ইলিয়াস
প্রকাশকাল	জুন ২০২০
দ্বিতীয় মুদ্রণ	সেপ্টেম্বর ২০২২
প্রকাশক	মাওলানা মুহাম্মাদ ইসহাক
প্রচ্ছদ	শাহ ইফতেখার তারিক
অনলাইন পরিবেশক	রকমারি. কম, ওয়াফিলাইফ
সর্বস্বত্ব	ইত্তিহাদ পাবলিকেশন
মূল্য	৬৬০ (ছয়শত ষাট)

ISBN : 978-984-96895-6-0

অর্পণ

যিনি আমার সুখের কথা ভেবে নিজের
সুখের কথা কল্পনাও করেননি।
প্রিয় বাবার সুস্থতা ও নেক হায়াত কামনায়
এই সামান্য প্রয়াস-

আবদুল কুদ্দুস

অনুবাদকের কথা

শহিদ মাওলানা মুহাম্মদ আসলাম শেখপুরী রহ. একজন প্রখ্যাত দাঈ। শৈশব থেকেই তার ইচ্ছা বড় হয়ে বড় লেখক হবেন। হয়েছেনও। অদম্য আগ্রহ ও ঐকান্তিক ইচ্ছা তাকে খ্যাতির শীর্ষ চূড়ায় পৌঁছে দিয়েছে। তার লেখা সবক'টি গ্রন্থই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং দিগভ্রান্ত উম্মাহর আত্মার খোরাক। শৈশবকাল থেকে দুটি পা-ই যার অচল, তিনি আর কী করবেন এমন ভাবনা ছিল তার আশপাশের অনেকেরই! কিন্তু না—ক্ষুরধার লেখার হাত সেই সংশয় পুরোদস্তর ভুল প্রমাণিত করেছে। তার অনবদ্য রচনা এর রাজসাক্ষী। তার রচনাসংখ্যা অনেক। তবে 'নিদায়ে মিম্বার' তার জীবনের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি। দীর্ঘ আট খণ্ডের এই কালজয়ী গ্রন্থে তাওহিদ-রিসালাত থেকে আরম্ভ করে ঘরকন্না পর্যন্ত—সবকিছুর ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি বিস্তারিত স্থান পেয়েছে। বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি তার দ্বিতীয় খণ্ড। এখানে মোট দশটি প্রবন্ধ আছে। প্রথম খণ্ডের ন্যায় এর সূচনাও হয়েছে তাওহিদের আলোচনা দিয়ে। এখানে মুহাহহিদ ও মুশরিক-এর মধ্যকার বিস্তর পার্থক্য তুলে ধরা হয়েছে। একজন মানুষের মুসলমান পরিপূর্ণ তাওহিদবাদী হওয়ার কী কী নিদর্শন হতে পারে—বর্ণনা করেছেন। দ্বিতীয়টির মধ্যে জায়গা পেয়েছে—নবীপ্রেম। এখানে প্রকৃত নবীপ্রেমিক ও তথাকথিত আশেকে রাসুল-এর পরিচয় বলা হয়েছে। বিবৃত হয়েছে যুগে যুগে প্রকৃত আশেকে রাসুলদের অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন হওয়ার বিস্তর ইতিহাস। সঙ্গে সঙ্গে তথাকথিত আশেকে রাসুল নামের ভণ্ডদের মুখোশ উন্মোচন করে দিয়েছেন লেখক। তাও আবার কুরআন-হাদিস ও ইতিহাসের আয়নায়। তৃতীয় শিরোনাম কায়েম করেছেন 'গুহার বন্ধু'। এখানে দীর্ঘ তেইশ বছরের নববী-জীবনের অকৃত্রিম পরীক্ষিত বন্ধু ও প্রথম খলিফা হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা. এর জীবনবৃত্তান্ত স্থান পেয়েছে। ইসলাম, মুসলমান এবং রাসুলে আরাবির জন্য সিদ্দিকে আকবর রাদিয়াল্লাহু আনহুর অসামান্য ত্যাগের কথা এমন আঙ্গিকে বর্ণনা করেছেন—পাঠকমাত্র মুগ্ধ হবেন। এবং কাঁদবেনও। তারপর চতুর্থ প্রবন্ধ। এখানে মহররম ও আশুরার মাহাত্ম্য তুলে ধরা হয়েছে। সঙ্গে একে কেন্দ্র করে প্রথাগত রুসম-রেওয়াজ—যা সমাজে রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকে পড়েছে, তা

থেকে বেঁচে থাকতে মুসলিম উম্মাহর প্রতি জোর তাকিদ দেওয়া। পঞ্চমত স্থান পেয়েছে খেলাফতবিষয়ক একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ। অভিভাবকহীন মুসলিম উম্মাহর এই দুর্দিনে খেলাফত প্রতিষ্ঠা কতটা প্রয়োজন—বর্ণনা করেছেন সেই কথা। এখানে মানব-সৃষ্টির পেছনে আল্লাহর মাকসাদের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। তারপর ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম, নবম ও দশম প্রবন্ধে যথাক্রমে মুসলমানদের অধিকা, নারীর পর্দা, সন্তান লালন-পালন, পছন্দ নিজ নিজ শিরোনামে বেশ কিছু বিষয়ের সুন্দর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এবং সবশেষে মিথ্যুক পির-ফকিরদের আসল রহস্য উন্মোচন করা হয়েছে। সবক'টি প্রবন্ধে কুরআন-হাদিসের প্রচুর দলিল-প্রমাণসহ যুক্তির নিরিখে আলোকপাত করেছেন লেখক।

কিতাবটির আদ্যোপান্ত সম্পাদনার হাত বুলিয়েছেন লেখক, অনুবাদক ও প্রকাশক উসতাদ আহসান ইলিয়াস। তার জন্য নেক হায়াত কামনা করছি।

গ্রন্থটি প্রকাশ করেছে ইত্তিহাদ। ফলে কৃতজ্ঞা প্রকাশ করছি স্বত্বাধিকারী মুফতি মুহাম্মদ ইসহাক হাফিহুল্লাহর। গ্রন্থটি পাঠকের হাতে তুলে দিতে পেরে আনন্দবোধ করছি। ভুলত্রুটি নজরে পড়লে ক্ষমাসুন্দরদৃষ্টিতে দেখবেন এবং কর্তৃপক্ষকে অবহিত করবেন। পরবর্তীতে সংস্করণে ঠিক করে দেওয়া হবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ লেখক, অনুবাদক, প্রকাশক, পাঠকসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে কবুল করুক। আমিন।

সূচিপত্র

আল্লাহর একত্ববাদ

মুশরিকের উপর জান্নাত হারাম ২৫
সত্যায়নের প্রমাণ..........২৬
বিপরীত জিনিস..........২৬
নবীদের দাওয়াত ২৮
ঝগড়া-বিবাদ ৩০
লা-ইলাহার মর্ম ৩২
মাবুদ ও মাহবুব ৩৩
একটি সূক্ষ্ম ইঙ্গিত..........৩৫
একটি জিজ্ঞাসা.......... ৩৬
সর্বত্র তিনি..........৩৭
তাওহিদের প্রকার.......... ৩৮
বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী.......... ৩৮
প্রভুর পরিণতি.......... ৩৯
তাওহিদে উলুহিয়্যাত..........৪০
কিছু আয়াত ৪৫
তাওহিদে সিফাত ৪৬
ইলমুল গায়িব..........৪৭
একটি প্রসিদ্ধ স্বপ্ন..........৪৯
কুদরত..........৫০
অতি বাড়াবাড়ির কিছু ঘটনা ৫১
বাড়াবাড়ির পরিণতি ৫৪
শিরক এক জীবাণু..........৫৬
মুশরিক ও মুয়াহহিদের মধ্যে পার্থক্য ৫৭
তাওহিদের দলিল..........৫৮
প্রথম দলিল : ৫৮
দ্বিতীয় দলিল : ৫৯

একটি সূক্ষ্ম তত্ত্ব.......... ৬০
তৃতীয় দলিল : ৬১
চতুর্থ দলিল :..........৬১
কিছু বিশ্লেষণ ৬২

আশেকানে রাসুল সা. ও তার প্রতি শিষ্টাচার প্রকাশের পদ্ধতি

ভুয়া আশেক.......... ৬৯
ভালোবাসার নিদর্শন.......... ৬৯
ইশকে মাজাজির চিকিৎসা..........৭০
মাহবুবে আলম!..........৭৩
মহব্বত ও শিষ্টাচার..........৭৫
মিম্বারে রাসুল..........৭৬
পয়ঃনিষ্কাশনের পাইপ ৭৬
'রাসুলুল্লাহ' শব্দটি! ৭৭
বড় ছোটর তত্ত্ব..........৭৭
অপবিত্রতা ৭৮
বড় চুল ৭৯
বরকতময় চুল ৭৯
অসিয়ত.......... ৮০
সর্বাধিক বিশুদ্ধ কিতাব.......... ৮০
চূড়ান্ত সম্মান..........৮০
কালো রঙ..........৮১
হজরত গাঙ্গুহি রহ. -এর আদব ৮২
আদবে গাফলতির পরিণতি ৮৩
আদব-আমলের তাওফিক..........৮৪
নবী-প্রেমের মাপকাঠি!.......... ৮৬
আশেক তো তারাই ছিলেন! ৮৬
এই কিতাব লিখেছেন কারা.......... ৮৮
সবুজ গম্বুজ.......... ৮৯
পদাতিক!..........৯০

সুন্নতের প্রতি গুরুত্ব ৯১
মদিনা বাতাস ও খেজুর ৯৪
তারই সদকা ৯৫

গুহার সাথি

প্রবাদতুল্য ঈমান ১০৩
নির্ভেজাল ঈমান ১০৩
সংশয়হীন ঈমান! ১০৬
ফানা ফির রাসুল ১০৭
সত্য সত্যই ১০৯
মারাত্মক নিপীড়ন! ১১০
হিজরতের সঙ্গী ১১১
ভরসা-বিশ্বাস! ১১৫
ঈমানি সম্পর্ক ১১৬
রাসুলের ভালোবাসা! ১১৬
আল্লাহ ও তার রাসুল ১১৭
সূক্ষ্ম ইঙ্গিত! ১১৮
সাহাবি ১১৯
খেলাফত ১২০
খেলাফতের বৈশিষ্ট্য ১২১
মানবসেবা ১২৪
খেলাফতের মূলনীতি ১২৫
কুরআন-হাদিসে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কথা ১২৬
সূক্ষ্ম ইঙ্গিত ১২৮
পনেরো বৈশিষ্ট্য ১৩০
হাদিসের দর্পণে আবু বকর রা. ১৩৪
সাহাবিদের চোখে হজরত আবু বকর রা. ১৩৬
হজরত আবু বকর রা. এর সেবা ১৩৬
আবু বকর সিদ্দিক রা. এর খেলাফতের খণ্ডচিত্র ১৩৮
যেসব কারণে আবু বকর রা. শ্রেষ্ঠ ১৩৯
তার সমগ্র জীবন ছিল এমন! ১৪০

মৃত্যুও ছিল এমন! ১৪১
হে প্রিয়তম শোনো! ১৪২

মহররম

সত্য-মিথ্যা! ১৪৯
একটি চুটকি! ১৪৯
প্রোপাগান্ডা! ১৫১
মহব্বতের মধ্যে বেশকম আছে ১৫৩
প্রথম অপপ্রচার ১৫৩
সফলতা ১৫৬
কার কার জন্য শোক-মাতম করবে? ১৫৭
মাতম করা হারাম ১৬১
দ্বিতীয় প্রোপাগান্ডা ১৬৩
বাস্তবতা ১৬৪
আবদুল্লাহ ইবনে সাবা ১৬৫
হজরত আলি রা. এর খেলাফত ১৬৭
খেলাফতে হুসাইন রা. ১৬৮
নিরাপদ যুগ ১৭১
ইয়াজিদের নেতৃত্ব ১৭১
কুলা চালুনির কথা স্মরণ রাখুন! ১৭৪
অকৃজ্ঞ কুফাবাসী ১৭৪
সাবায়ি কুফিদের চিঠি ১৭৬
হজরত হুসাইন রা. এর যাত্রা ১৭৭
একটি চিন্তা-নির্ভর তথ্য ১৮০
জরুরি জ্ঞাতব্য ১৮১
এগুলো কি কুফর বনাম ঈমানের যুদ্ধ? ১৮২
তৃতীয় প্রোপাগান্ডা ১৮৩
আলাইহিস সালাম ১৮৫
চতুর্থ প্রোপাগান্ডা ১৮৬
তোমরা কেমন প্রেমিক! ১৮৭

খেলাফত

কুরআনের উত্তর! ১৯৬
পয়লা প্রতিপাদ্য ১৯৮
দ্বিতীয় প্রতিপাদ্য........ ২০৩
ইবাদত ও খেলাফত দুটোই দরকার........ ২০৬
ফেরেশতাদের প্রশ্নবাণ ২১২
মানুষ ও গুনাহ........ ২১৩
খেলাফত ও ফেরেশতা ২১৫
আশ্চর্য দালিলিক উপস্থাপন ২১৬
খেলাফতের আগে ২১৮
খেলাফত-পরবর্তী যুগ........ ২২০
আধিপত্যের অবসান........ ২২২
সাদাসিধে জীবন ২২৬
প্রজাদের দুঃসাহস ২২৮
পার্থক্য........ ২৩০
খেলাফতের উপযুক্ত........ ২৩১
প্রথম শর্ত : ২৩২
দ্বিতীয় শর্ত : ২৩২
তৃতীয় শর্ত : ২৩৩
চতুর্থ শর্ত : ২৩৩
পঞ্চম শর্ত : ২৩৩
ষষ্ঠ শর্ত : ২৩৩
সপ্তম শর্ত: ২৩৩
অষ্টম শর্ত: ২৩৩
আমাদের দুর্ভাগ্য ২৩৩
বড় ইমামতি ২৩৫
মুসলমানদের দুর্দিন ২৩৯

মুসলমানের অধিকার

মুসলমান........ ২৪৮
মহব্বত ২৪৯
একটি ঘটনা........ ২৫৪
দ্বিতীয় হক........ ২৫৬

মুসলমানের রক্ত........ ২৫৮
কাফেরদের ন্যায় শাস্তি ২৬০
তৃতীয় হক ২৬২
এখানে হোক কিংবা ওখানে ২৬৭
চতুর্থ হক........ ২৬৮
চরিত্রের পূর্ণতা ২৭১
একের মধ্যে দশ ২৭৩
মুসলমানের বিপদে এগিয়ে আসা........ ২৭৩
পঞ্চম হক........ ২৭৬
মধ্যমপন্থা ২৭৮
হক আর হক ২৭৯
হিসাব-নিকাশ........ ২৮১
হৃদয়ে নাড়া দেওয়া ঘটনা........ ২৮৪
দরিদ্রতা ও কুফরি ২৮৬
মুসলমানের রক্ত! ২৮৮

পর্দা

একটি উপমা........ ২৯৬
ইউরোপের দাস........ ২৯৬
সবচেয়ে বড় দলিল ২৯৯
কুরআনের আয়নায় পর্দা ৩০২
দেখাদেখি........ ৩০৫
ইমাম আবু হানিফা রহ. এর ঘটনা ৩০৫
নারী-পুরুষদের থেকে গান শোনা ৩০৬
এক বাদশাহর ঘটনা ৩০৭
হাদিসের আলোকে পর্দা ৩০৮
পর্দা এবং সাহাবায়ে কেরামের আমল ৩১২
স্বাধীনতা ও পর্দা........ ৩১৪
এতটুকু পার্থক্য? ৩১৫
লজ্জার তো আর মৃত্যু হয়নি ৩১৫
প্রথম আপত্তি ৩১৭

দ্বিতীয় আপত্তি ৩১৮
পর্দানশিন রমণীদের সাহসিকতা ৩১৮
যার অন্য হয় না ৩২১
সওয়ারি ও সওয়ার ৩২২
তৃতীয় আপত্তি ৩২৩
চতুর্থ আপত্তি ৩২৩
পঞ্চম আপত্তি ৩২৪
পরিণাম ৩২৬
একটি শিক্ষণীয় ঘটনা ৩৩০

সন্তান লালন-পালন ও শিক্ষাদান

ছেলে মেয়ে নয় ৩৪১
হজরত আলি রা. এর সঙ্গে কথাবার্তা ৩৪২
স্বল্পজ্ঞানী ইনসান ৩৪৫
বিপথগামী সন্তান ৩৪৬
এতিম কে? ৩৪৭
অপরাধের সঙ্গী ৩৪৮
একটি হাদিসের মর্ম ৩৪৯
হজরত সুহাইল তশতরি রহ. ৩৫০
বাবা ফরিদ রহ. ৩৫২
শাইখুল হাদিস রহ. এর বাবা ৩৫২
সন্তানের অধিকার ৩৫৩
প্রথম হক ৩৫৪
সন্তানের দ্বিতীয় অধিকার ৩৫৫
তৃতীয় অধিকার ৩৫৭
চতুর্থ অধিকার ৩৫৯
যেমন মা ৩৫৯
পঞ্চম অধিকার ৩৬০
প্রতিপালন ও তরবিয়তের গুরুত্ব ৩৬১
উপকরণ ও মাধ্যম ৩৬২
প্রথম পাঠশালা ৩৬৩

সৎসঙ্গ ৩৬৪
বাহ্যিকের প্রতিক্রিয়া অভ্যন্তরে হয় ৩৬৫
আল্লামা রুমির ঘটনা ৩৬৭
বইপুস্তক ৩৬৮
আমানতের খেয়ানত ৩৬৯

নিজ নিজ পছন্দ

পছন্দনীয় জিনিস! ৩৭৬
কৌতুক ৩৭৯
রাসুল সা. এর পছন্দ ৩৮২
সুগন্ধি ৩৮২
রমণী ৩৮৬
একটি কৌতুক ৩৮৭
ভালোবাসার প্রতীক ৩৮৮
নামাজ ৩৯০
উম্মাহর অবস্থা ৩৯১
সিদ্দিকে আকবর রা.-এর পছন্দ ৩৯২
নবীজির পবিত্র চেহারা ৩৯২
সম্পদ বিলানো ৩৯৪
পবিত্র সম্পদ ৩৯৫
ভাগ্যবান কন্যা ৩৯৬
ফারুক রা. এর ভালো-লাগা ৩৯৮
একটি বিরল ঘটনা ৪০১
পুরাতন কাপড় ৪০২
একটি জিজ্ঞাসা ৪০৪
যুননুরাইন উসমান রা.-এর পছন্দ ৪০৪
কুরআন তেলাওয়াত ৪০৭
একটি সূক্ষ্ম বিষয় ৪০৮
যুননুরাইন রা.-এর আজমত ৪০৮
সাক্ষী ৪১০
আসাদুল্লাহ রা.-এর পছন্দ ৪১১

ইসলামি রীতিনীতি..৪১১
প্রশস্ত হৃদয় ৪১২
গরমের দিনে রোজা.. ৪১৩
তরবারির যুদ্ধ.. ৪১৫
জিবরিল আমিনের পছন্দ ৪১৭
নেককারদের মহব্বত.. ৪১৯
আত্মীয়স্বজনকে সাহায্য ৪২০
জগতের রবের পছন্দ.. ৪২১
অনুশোচনার অশ্রু ৪২৪
ক্ষুধার সময় ধৈর্য... ৪২৭
ইমাম আবু হানিফা রহ. এর পছন্দ...................................... ৪২৯
তালাক পতিত হয়নি ৪৩০
বিনয়.. ৪৩১
পরিচ্ছন্ন অন্তর ৪৩২
ইমাম মালিক রহ.-এর পছন্দ..৪৩৩
ইমাম শাফেয়ি রহ. এর পছন্দ ৪৩৫
ইমাম আহমাদ ইবনে হামবল রহ. এর পছন্দ...........................৪৩৫

ভণ্ড পির-ফকিরদের প্রতারণা

কামেল ইলম.. ৪৪২
ওলামায়ে সু ৪৪৩
আলেমের পদস্খলন.. ৪৪৫
এই প্রবণতা সবার মাঝে.. ৪৪৭
হজরত আবুল হাসান নুরি রহ..৪৪৮
এ যুগের পির!..৪৫০
আলেম না, ওয়ায়েজ ৪৫১
ভিক্ষা করো এবং ওয়াজ করো!.. ৪৫১
সফল ব্যবসা... ৪৫২
পুলসিরাত ও সরুপথ! ৪৫২
উঁচু মাকামের ৪৫৩
বিন্যাসে সূক্ষ্মতা.. ৪৫৪

গাধার সাথে তুলনা ৪৫৬
সবচেয়ে বড় ক্ষতি...৪৫৬
দীনে আকবর... ৪৫৭
চূড়ান্ত অন্ধকার...৪৫৮
ওলামায়ে সুয়ের ফেতনা ৪৫৯
চেঙ্গিসখানকে সংবর্ধনা ৪৬০
মিরাস...৪৬৩

আল্লাহর একত্ববাদ

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّيْ عَلى رَسُوْله الكَرِيْمِ
أَمَّابَعد، فَاعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

وَ مَآ اَرۡسَلۡنَا مِنۡ قَبۡلِکَ مِنۡ رَّسُوۡلٍ اِلَّا نُوۡحِیۡۤ اِلَیۡہِ اَنَّہٗ لَاۤ اِلٰہَ اِلَّاۤ اَنَا فَاعۡبُدُوۡنِ

আমি তোমার পূর্বে এমন কোনো রাসুল প্রেরণ করিনি তার প্রতি এই ওহি ব্যতীত যে আমি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। সুতরাং আমারই ইবাদত করো।[১]

وَقَالَ اللّٰہُ لَا تَتَّخِذُوۡۤا اِلٰـہَیۡنِ اثۡنَیۡنِ ۚ اِنَّمَا ہُوَ اِلٰہٌ وَّاحِدٌ ۚ فَاِیَّایَ فَارۡہَبُوۡنِ

আল্লাহ তায়ালা বলেন, তোমরা দুই ইলাহ গ্রহণ করো না। তিনিই একমাত্র ইলাহ। সুতরাং আমাকেই ভয় করো।[২]

قُلۡ اِنَّ صَلَاتِیۡ وَنُسُکِیۡ وَ مَحۡیَایَ وَ مَمَاتِیۡ لِلّٰہِ رَبِّ الۡعٰلَمِیۡنَ ﴿۱۶۲﴾ لَا شَرِیۡکَ لَہٗ ۚ وَ بِذٰلِکَ اُمِرۡتُ وَ اَنَا اَوَّلُ الۡمُسۡلِمِیۡنَ

বলো, আমার সালাত, আমার ইবাদত, আমার জীবন ও মরণ জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য। তার কোনো শরিক নেই। এবং আমি তারই জন্য আদিষ্ট হয়েছি আর আমি প্রথম মুসলমান।[৩]

قَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ الذَّنْبِ أَكْبَرُ عِنْدَ اللهِ؟ قَالَ : أَنْ تَدْعُوَ لِلهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ

[১] সুরা আমবিয়া, আয়াত ২৫
[২] সুরা নাহল, আয়াত ৫১
[৩] সুরা আনআম, আয়াত ১৬২

এক লোক জিজ্ঞাসা করলেন, আল্লাহর রাসুল, কোন গুনাহ আল্লাহর নিকট গুরুতর? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহর সাথে শরিক করা। কেননা, তিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন।[৪]

يَا مُعَاذُ! أَتَدْرِيْ مَا حَقّ اللهِ عَلَى الْعِبَادِ وَمَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ؟ قَالَ قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: "فَإِنّ حَقّ اللهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوا اللهِ وَلاَ يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئا. وَحَقّ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ لَّا يُعَذّبَ مَنْ لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئا

মুয়াজ, তুমি কি জানো বান্দার উপর আল্লাহর হক কী? আর আল্লাহর উপর বান্দার হক কী? আমি বললাম, আল্লাহ ও তার রাসুল ভালো জানেন। তিনি বললেন, বান্দার উপর আল্লাহর হক হলো তারা তার ইবাদত করবে। তার সাথে কাউকে শরিক করবে না। আর বান্দার প্রতি আল্লাহর হক হলো, তিনি এমন কাউকে শাস্তি দেবেন না, যে তার সাথে কাউকে শরিক করে না।[৫]

সম্মানিত উপস্থিতি, কুরআন ও হাদিসের সর্বাধিক আলোচিত বিষয় হলো তাওহিদ ও একত্ববাদ। সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ আকিদা হলো তাওহিদের আকিদা। আল্লাহ তায়ালা কুরআন মাজিদে বিভিন্ন শিরোনাম, বিভিন্ন পদ্ধতিতে এত অধিতবার এই বিষয়টির আলোচনা করেছেন, যা রীতিমতো বিস্ময়কর। এক লোকের একটি উক্তি মনে পড়ে গেল। ভদ্রলোক একজন সাধারণ ব্যবসায়ী। কিন্তু উক্তিটি ছিল অত্যন্ত চমৎকার। তিনি বলেছিলেন, মৌলবি সাহেব, আল্লাহ তায়ালা কুরআনুল হাকিমে তাওহিদের কথা এত বেশি উল্লেখ করেছেন, যদি অন্য কেউ একই কথা এভাবে বার বার বলতেন, তার সম্পর্কে আমাদের নির্ঘাত পাগলামোর সংশয় সৃষ্টি হতো। প্রতিটি সুরায় তাওহিদ সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে। প্রত্যেক রুকুতে তাওহিদের বর্ণনা এসেছে। প্রত্যেক পৃষ্ঠায় তাওহিদের কথা স্থান পেয়েছে।

[৪] বায়হাকি শরিফ, হাদিস নং ১৬২৪১
[৫] মুসলিম শরিফ, হাদিস নং ১৫৩

সকল আয়াতে তাওহিদ ও একত্ববাদের গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে। লোকটির উদ্দেশ্য আল্লাহর সাথে মশকরা করা কিংবা আল্লাহকে ছোট করা নয় মোটেই। বরং তিনি ছিলেন পাক্কা মুসলমান। তাওহিদের অপরিসীম গুরুত্ব বুঝানোর জন্য তিনি এভাবে বলেছেন। উত্তরে আমি বলেছি, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক হাদিসে বলেছেন, মমতাময়ী মা তার বাচ্চাদের যতটা ভালোবাসেন, তারচেয়ে বহুগুণ বেশি আল্লাহ তায়ালা তার বান্দাকে ভালোবাসেন। খেয়াল করে থাকবেন, একজন মা কীভাবে সন্তানকে বোঝান। নসিহত করেন। একটি কথা বার বার বলেন। ছেলে যৌবনে পা রাখে; কিন্তু মা সীমাহীন ভালোবাসার তাগিদে তার প্রতি নসিহত অব্যাহত রাখেন। এমন হয় না যে অবুঝ-উন্মাদ ছেলেকে বার বার বোঝাতে মায়ের মমতা ত্যক্ত হয়েছে। আবার সেই সাবালক ছেলে যখন সফরে বের হয়, তার প্রাক্কালে সেই একই কথা শত তরিকায় বুঝায়। সতর্ক করে। আল্লাহ তায়ালার তাওহিদের বিষয়টি এত অধিকবার উল্লেখ করাই প্রমাণ করে যে, তিনি তার বান্দার প্রতি কত দয়াবান! তিনি চান না তার একজন বান্দা জাহান্নামে যাক। আর তার প্রতি নিষ্ঠাপূর্ণ বিশ্বাস ছাড়া কেউ ক্ষমা পাবে না।

তাওহিদের বিপরীতে হলো শিরক। যে ব্যক্তি তাওহিদ থেকে মুখ ফিরিয়ে শিরকে লিপ্ত হয়, সে যতই দান-সদকা করুক, যত বড় আশেক হোক, মুজাহিদ কিংবা হাজি হোক, তার কপালে যতই সিজদার দাগ লেগে থাকুক, হাতে হাজার দানার তাসবিহ থাকুক, কখনোই তাকে ক্ষমা করা হবে না। অপার দয়ালু আল্লাহ চাইলে চোর ডাকাত মদ্যপ ব্যভিচারী ও ফাসেককে মার্জনা করতে পারেন; কিন্তু শিরকের গুনাহ কস্মিনকালেও মাফ করবেন না। কুরআনুল কারিমে এমনটিই ইরশাদ হয়েছে,

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغۡفِرُ اَنۡ يُّشۡرَكَ بِهٖ وَيَغۡفِرُ مَا دُوۡنَ ذٰلِكَ لِمَنۡ يَّشَآءُ ۚ وَمَنۡ يُّشۡرِكۡ بِاللّٰهِ فَقَدِ افۡتَرٰۤى اِثۡمًا عَظِيۡمًا

নিশ্চয় আল্লাহ তার সাথে যে শরিক করে, তাকে ক্ষমা করেন না। এ ছাড়া যে-কাউকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন আর যে আল্লাহর সাথে শরিক করে, সে এক মহাপাপ করে।[৬]

[৬] সুরা নিসা, আয়াত ৪৮

সুরা আনআমে আল্লাহ তায়ালা ইবরাহিম আলাইহিস সালাম, ইসহাক আলাইহিস সালাম, ইয়াকুব আলাইহিস সালাম, দাউদ আলাইহিস সালাম, সুলায়মান আলাইহিস সালাম, আইয়ুব আলাইহিস সালাম, ইউসুফ আলাইহিস সালাম, মুসা আলাইহিস সালাম, হারুন আলাইহিস সালাম, জাকারিয়া আলাইহিস সালাম, ইয়াসা আলাইহিস সালাম, ইউনুস আলাইহিস সালাম ও লুত আলাইহিস সালামের নাম উল্লেখ করেছেন আর বলেছেন,

وَلَوۡ اَشۡرَكُوۡا لَحَبِطَ عَنۡهُمۡ مَّا كَانُوۡا يَعۡمَلُوۡنَ

যদি তারা শিরক করত, তবে তাদেরও সকল আমল বাতিল হয়ে যেত।[৭]

যে মনীষীরা ছিলেন যুগের হেদায়েতের ধারক, যারা ছিলেন মানবজাতির সরদার, আলোর মিনার, খোদ আল্লাহ তায়ালা যাদের নির্বাচন করেছেন, সেই তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালার পরিষ্কার ঘোষণা হলো, তারাও যদি শিরকে লিপ্ত হন, তা হলে তাদের নবুওয়াত ছিনিয়ে নেওয়া হবে। দায়িত্ব থেকে বঞ্চিত করা হবে। তাদের ত্যাগ-তিতিক্ষা, ইবাদত-বন্দেগি, কেয়াম-কুউদ, রুকু-সিজদাসহ সমুদয় আমল ধ্বংস হয়ে যাবে। যেন তা এমন এক অগ্নিস্ফুলিঙ্গ, যদি তা নেকের স্তূপের উপরও পড়ে, জ্বালিয়ে ছারখার করে ফেলবে। বহু বছরের ইবাদত এক মুহূর্তে ভস্ম হয়ে যাবে শিরকের কারণে। এটা নিশ্চিত যে ইবরাহিম আলাইহিস সালাম থেকে শিরক প্রকাশ পাবে না। তিনি আল্লাহর মনোনীত বান্দা। তিনি নিষ্পাপ। তিনি জমিনবাসীকে তাওহিদের দাওয়াত দিতেই এসেছেন। মহান আল্লাহ অবগত আছেন যে তার থেকে শিরক প্রকাশ পেতে পারে না। কিন্তু তারপরেও আল্লাহ তায়ালা এমন কড়া ভাষা ব্যবহার করেছেন কেবল মানুষকে এ কথা বুঝানোর জন্য যে শিরকের কারণে নবী-রাসুলদের আমল যদি বাতিল হতে পারে, তুমি কোন বাগিচার মালি! কেবল অন্য নবীরাই না; সাইয়েদুল আমবিয়ার প্রতিও ছিল এই ঘোষণা। বলা হয়েছে,

لَئِنۡ اَشۡرَكۡتَ لَيَحۡبَطَنَّ عَمَلُكَ وَ لَتَكُوۡنَنَّ مِنَ الۡخٰسِرِيۡنَ

[৭] সুরা আনআম, আয়াত ৮৮

যদি আপনি শিরক করেন, তা হলে আপনার সকল আমল বাতিল হয়ে যাবে। যদি আপনি অমন হয়ে যান, তা হলে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়বেন।[৮]

আল্লাহ তায়ালা একটি বিস্তৃত মূলনীতি উল্লেখ করেন,

إِنَّه مَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الجَنَّةَ وَمَأْوَهُ النَّارُ، وَمَا لِلظَّالِمِيْنَ مِنْ أَنْصَارٍ

নিশ্চয় যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শিরক করবে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর জান্নাত হারাম করে দেন। এবং ঠিকানা জাহান্নাম। জালিমের জন্য কোনো সাহায্যকারী থাকে না।[৯]

মুশরিকের উপর জান্নাত হারাম

কারণ, জান্নাত পবিত্র স্থান। পবিত্র মানুষদের ঠিকানা। আর মুশরিক অপবিত্র। জান্নাত ওয়াদা রক্ষাকারী ও নেমকহালালদের ঠিকানা। মুশরিকরা নেমকহারাম। তারা মারাত্মক অবাধ্য। জান্নাত আল্লাহর বিশ্বাসী বান্দাদের জন্য। কিন্তু মুশরিক বহুশ্বরবাদী। সবশেষে আল্লাহ বলেন, 'জালিমদের কোনো সাহায্যকারী নেই'। এখানে জালিম দ্বারা উদ্দেশ্য মুশরিক। মুশরিকরা সবচেয়ে বড় জালিম। এটা বলার কারণ হলো মুশরিকরা মনে করে, অমুক-তমুক আল্লাহর শাস্তি থেকে মুক্ত করবে। অমুক কুতুব-আবদাল রক্ষা করবে। অমুক পির নিজহাতে রক্ষা করবে। আল্লাহ তায়ালা পরিষ্কার বলেছেন, 'আল্লাহর সঙ্গে শরিককারীদের কোনো সাহায্যকারী নেই।'

সত্যায়নের প্রমাণ

কুরআন হাকিমের এই ধরনের বক্তব্য একথাই প্রমাণ করে যে- এ মহান আল্লাহর কালাম; মানুষের কথা নয়। আল্লাহ মুশরিকদের অন্তরে ঘাপটি মেরে থাকা ধ্যানধারণা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত। তাদের কারো ভাবনা তাকে উজায়ের আলাইহিস সালাম মুক্তি দেবেন। কেউ চিন্তা করে ঈসা আলাইহিস সালাম তাকে রক্ষা করবেন। কেউ ভরসা করবে ওয়াদ, সুয়া,

[৮] সুরা যুমার, আয়াত ৬৫

[৯] সুরা মায়িদা, আয়াত ৭২

ইয়াগুস, ইয়াউক ও নাসরের উপর। কেউ আবার লাত-হুবুলের আশায় বুক বাঁধবে। কারো ভরসা আবার ওলি-আউলিয়া, কুতুব-আবদাল ও পির-বুজুর্গের উপর। কেননা, এরা আল্লাহর মাহবুব ও প্রিয় বান্দা। কোনোক্রমে আল্লাহকে মানিয়ে নেবেন। আমাদের সুরক্ষা দেবেন। মহান আল্লাহ অন্তরে সুপ্ত চিন্তাভাবনা সম্পর্কে পূর্ণ অবগত। ফলে পরিষ্কার করে দিয়েছেন যে কেয়ামত দিবসে প্রতারক ও মুনাফিক মুশরিকদের কোনো বন্ধু থাকবে না। সাহায্যকারী থাকবে না।

বিপরীত জিনিস

তাওহিদ সম্পর্কে আলোচনা চলছিল। আমি শিরকের মন্দ দিক বর্ণনা করছি, যা মূলত তাওহিদের পরিপন্থি। কেননা, কোনো কিছুর প্রকৃত অবস্থা তখনি জানা যায়, যখন তার বিপরীত জিনিসের পরিচয় সামনে আসে। হেমন্ত দিয়ে বসন্তের পরিচয় পাওয়া যায়। শীতের মাধ্যমে উপলব্ধ হয় গরমের পরিচয়। রাতের অন্ধকার পরিচয় করিয়ে দেয় আলোর সাথে। আর গোসসার আগুন চেনায় নম্রতার পরিমাণ। আপনি তাওহিদের শুদ্ধতার পরিমাপ তখনও করতে সক্ষম হবেন না, শিরকের কদর্যতা ও স্খলন যতক্ষণ না সামনে রাখবেন। তাওহিদ ও শিরক দুই মেরুর দুটি জিনিস। দুইয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল ব্যবধান। একটি আগুন, অন্যটি পানি। একটি জমিন, অন্যটি আসমান। একটি অন্ধকার, অন্যটি আলো। একটি ফুল, অন্যটি কাঁটা। আর চির সত্য কথা হলো, আগুন-পানি, ফুল-কাঁটা, আসমান-জমিন একাকার হতে পারে, একটি অপরটির সাথে মিলে যেতে পারে; কিন্তু তাওহিদ আর শিরক কস্মিনকালেও এক হবে না। এই দুটি পরস্পর এমন বিপরীত, কখনোই মিলন ঘটবে না। তাওহিদ যেখানে থাকবে, শিরক থাকবে না। শিরক যেখানে থাকবে, তাওহিদ থাকবে না। 'মসজিদেও যাবেন, মন্দিরেও পূজা দেবেন' এই টাইপের চিন্তা বাদ দিন। আপনি শিরক করবেন, গাইরুল্লাহর কাছে চাইবেন, কবরে সিজদা করবেন, পির-ফকিরের কাছে সাহায্য চাইবেন, এসব সত্ত্বেও আপনার তাওহিদে কোনো ত্রুটি হবে না! কবি আলতাফ হোসাইন হালি খুব চমৎকার বলেছেন,

کرے گر غیر کی پوجا تو کافر
جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر

جو ٹھرائے بیٹا خدا کا تو کافر

کواکب مین مانے کرشمہ تو کافر

مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں

پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں

مزاروں پہ دن رات نذریں چڑھائیں

شہید وں سے جا جاکے مانگیں دعائیں

نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں

اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں

نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے

نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے

যদি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছুর পূজা করো, তুমি কাফের। যদি মাথা ঝুঁকিয়ে আগুনকে সিজদা করো, তুমি কাফের। যে ব্যক্তি আল্লাহর পুত্রসন্তান স্থির করে, সে কাফের। আকাশের তারকাকে দেবতা স্বীকার করলেও কাফের তুমি। বাহ, মুসলমানদের বিচরণভূমি বিশাল বিস্তৃত; তাই আবেগের বশবর্তী হয়ে যার ইচ্ছা পূজা করবে, দিনরাত মাজার-দরগায় মানত করবে, প্রার্থনার ললাট ঠুকে দেবে পিরবাবার পায়ে, নবীকে ইচ্ছামতো খোদার আসনে বসিয়ে নেবে, ইমামদের স্থান দেবে নবী-রাসুলের উপর, এরপর নতুন করে কালিমা তাওহিদ পাঠ করবে না, কিন্তু চিন্তা করে বসে আছো দীন-ইসলাম অবিকৃত, ঈমানও হবে ত্রুটিযুক্ত (হতেই পারে না)!

নবীদের দাওয়াত

তাওহিদের এই বিশাল গুরুত্ব ও তাৎপর্যের ফলে সকল নবী-রাসুলের প্রথম এবং বুনিয়াদি দাওয়াত ছিল তাওহিদ সম্পর্কে। নবীদের মধ্যে নুহ আলাইহিস সালামকে সর্বপ্রথম মুশরিকদের মুখোমুখি হতে হয়েছিল। ইতিপূর্বে পৃথিবীতে নানান অপরাধ-অপকর্ম সংঘটিত হয়েছিল; তবে শিরক ছিল না। পবিত্র কুরআনে নুহ আলাইহিস সালাম সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে,

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖۤ اِنِّیْ لَكُمْ نَذِیْرٌ مُّبِیْنٌ ﴿۲۵﴾ اَنْ لَّا تَعْبُدُوْۤا اِلَّا اللّٰهَ ؕ اِنِّیْۤ اَخَافُ عَلَیْكُمْ عَذَابَ یَوْمٍ اَلِیْمٍ

আমি নুহকে তার সম্প্রদায়ের নিকট পাঠিয়েছিলাম। সে বলেছিল, আমি অবশ্যই তোমাদের জন্য প্রকাশ্য সতর্ককারী, যেন তোমরা আল্লাহ ব্যতীত কিছুর ইবাদত না করো।[১০]

হজরত নুহ আলাইহিস সালাম সাড়ে নয়শত বছর দাওয়াত দিয়েছেন। দিনরাত দাওয়াত দিয়েছেন। কিন্তু মুশরিকরা প্রভাবিত হলো না। কারণ, তাদের শিরক নিয়ে চিন্তা করার যোগ্যতাই ছিল না। মানুষ পশুর কাতারে শামিল হয়ে গিয়েছিল। এজন্যই আল্লাহ মুশরিকদের সম্পর্কে বলেছেন,

اُولٰٓئِكَ كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ

তারা চতুষ্পদ জন্তুর মতো; বরং তারচেয়ে ভ্রষ্ট।[১১]

চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে ঘোড়া-গাধাও আছে। আছে কুকুর-শূকরও; কিন্তু অবিরাম দাওয়াত দেওয়ার পরেও যখন শিরক ছাড়তে রাজি হলো না, তখন তাদের উপর ভয়াবহ তুফান নাজিল হয়েছিল। যার ভয়াবহ ধ্বংসলীলা থেকে হজরত নুহ আলাইহিস সালামের ছেলেও রেহাই পায়নি। কুরআনুল কারিমে হজরত হুদ আলাইহিস সালাম সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। তিনিও সর্বপ্রথম আপন সম্প্রদায়কে বলেছিলেন,

قَالَ یٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَیْرُهٗ

হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোনো ইলাহ নেই।[১২]

এ ছাড়াও অন্যান্য সকল নবীর জীবনী তালাশ করলে এমন তথ্যই উঠে আসবে। সর্বপ্রথম তাদের পয়গাম ও তাবলিগ ছিল তাওহিদ ও একত্বের। তারা সবচেয়ে বেশি জুলুমের শিকার হয়েছেন মানুষকে এই তাওহিদ-একত্বের দাওয়াত দেওয়ার কারণে।

হজরত মুসা আলাইহিস সালাম ফেরাউনকে তাওহিদের দাওয়াত দিতে গেলে সে বলল,

[১০] সুরা নুহ, আয়াত ২৫-২৬
[১১] সুরা আরাফ, আয়াত ১৭৯
[১২] সুরা আরাফ, আয়াত ৬৫

قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ اِلٰـهًا غَيْرِىْ لَاَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُوْنِيْنَ

যদি তুমি আমাকে ছাড়া অন্য ইলাহ নির্ধারণ করো, তা হলে আমি তোমাকে জেলখানায় বন্দি করব।[১৩]

হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালাম যখন তাওহিদের দাওয়াত দিতে গেলেন, তখন তার বাবা গোত্রের মুখপাত্র হয়ে বলল,

لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهِ لَاَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِىْ مَلِيًّا

যদি তুমি বিরত না থাক, তা হলে আমি তোমাকে প্রস্তরাঘাত করব। আর তুমি চিরতরে আমার থেকে দূর হয়ে যাও।[১৪]

যখন হজরত নুহ আলাইহিস সালাম শিরক প্রত্যাখ্যান করলেন, ঠিক তখনি তাকে ধমকি দেওয়া হলো,

لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ

হে নুহ, তুমি যদি (এই দাওয়াত) পরিত্যাগ না করো, তা হলে নিশ্চিত তোমাকে প্রস্তরাঘাত করব।[১৫]

হজরত সালেহ আলাইহিস সালামকে বলা হয়েছিল,

اِنَّمَا اَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ

তোমাকে কেউ হয়তো জাদু করেছে।[১৬]

হজরত লুত আলাইহিস সালামকে বলা হয়েছিল,

لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ

যদি তুমি বিরত না থাকো তা হলে তোমাকে বের করে দেওয়া হবে।[১৭]

সাইয়িদুল আমবিয়া সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন শিরক প্রত্যাখ্যান করলেন, কেউ তাকে জাদুকর, কেউবা পাগল আখ্যায়িত করল। কেউ

[১৩] সুরা শুয়ারা, আয়াত ২৯
[১৪] সুরা মারয়াম, আয়াত ৪৬
[১৫] সুরা শুয়ারা, আয়াত ১১৬
[১৬] সুরা শুয়ারা, আয়াত ১৫৩
[১৭] সুরা শুয়ারা, আয়াত ১৬৭

চেহারা মোবারকে থুথু নিক্ষেপ করল, যার সৌন্দর্যের কসম করেছেন মহান আল্লাহ, যার সৌন্দর্য স্বয়ং আল্লাহ রব্বুল আলামিন সৃষ্টি করেছেন, যার আলোঝলমল চেহারার সামনে পূর্ণিমার চাঁদ ম্লান হয়ে যেত। কেউ পথে কাঁটা বিছিয়ে দিলো। আবার কেউ পবিত্র দেহে ময়লা-আবর্জনা নিক্ষেপ করল।

তায়েফবাসীদের কথা আর কী বলব! তারা নবীজিকে ঘিরে ফেলল। ক্লান্ত বদনখানির উপর বৃষ্টির মতো পাথর নিক্ষেপ করতে লাগল। ফুলের থেকেও অধিক সুগন্ধিময়, কাচের চেয়েও বেশি স্বচ্ছ দুটি হাতই তারা আহত করল, যা তাদেরই হেদায়েতের জন্য আল্লাহর দরবারে উত্তোলিত হতো। এবং তার মোবারক সেই পদযুগলকে তারা রক্তে রঞ্জিত করল, যা তাদের দরজায় সত্যের আওয়াজ পৌঁছে দেওয়ার জন্য দীর্ঘ পরিশ্রম করেছিল।

ঝগড়া-বিবাদ

চিন্তার বিষয় হলো- তারা কেন নির্যাতন করত? পবিত্র দেহে কেন পাথর নিক্ষেপ করত? কুরআন-হাদিস অধ্যয়ন করলে উপলব্ধ হয়, বিতর্ক কেবল لَا اِلٰهَ নিয়ে। إِلَّا اللهُ নিয়ে কোনো বিতর্ক নেই। আল্লাহকে তারাও স্বীকার করত।

সুরা আনকাবুতে বর্ণিত আছে,

وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ

যদি আপনি তাদের জিজ্ঞাসা করেন, আসমান-জমিন কে সৃষ্টি করেছেন, সূর্য-চন্দ্র কে পরিচালনা করছেন, তারা বলবে, আল্লাহ।[১৮]

وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ نَّزَّلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ مِنْۢ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ

[১৮] সুরা আনকাবুত, আয়াত ৬১

> যদি তুমি তাদের জিজ্ঞাসা কর, আকাশ হতে বারি বর্ষণ করে কে, কে ভূমি সঞ্জীবিত করে তার মৃত্যুর পর, তারা অবশ্যই বলবে আল্লাহ।[১৯]

তা হলে তারা মূলত আল্লাহকে মানে। তার অস্তিত্ব স্বীকার করে। এবং এটাও বিশ্বাস করে যে, তিনিই সৃষ্টি করেছেন। তিনি রিজিক দেন। জীবনদাতা তিনি, আবার ফিরিয়ে নেবেন তিনিই। সকল বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দু ছিল কালিমা তাইয়েবার প্রথম অংশ لَا إِلٰهَ নিয়ে। যদি আল্লাহর রাসুল لَا إِلٰهَ এর জন্য পীড়াপীড়ি না করতেন, হয়তো তারাও রাসুলের সাথে একমত হতো। মক্কাবাসীরা ভাষায় বেশ পারদর্শী ছিল। তারা ভালোভাবেই জানত যে لَا إِلٰهَ এর আঘাত তাদের চিন্তাগত মতাদর্শের উপর। এটাও তারা জানত যে, এই দুই শব্দ তাদের সব পরিকল্পনা ধূলিসাৎ করে দেবে। শব্দ-দুটি উচ্চারণ করার পর রাজত্বের মালিকানা রাজাধিরাজ আল্লাহর বলে মেনে নিতে হবে। আহবার ও রুহবানদের মালিকানা অস্বীকার করতে হবে। একইসাথে ক্ষমতাসীন নেতাদের অবাধ্য হতে হবে। তখন তাদের এমন হুকুম তামিল করা বৈধ হবে না, যা মানলে আল্লাহর নাফরমানি হয়। হাদিস শরিফে আছে,

لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ

> খালিকের নাফরমানি করে কোনো মাখলুকের আনুগত্য জায়েজ নেই।

এগুলো পউলব্ধি করতে পেরেই তারা لَا إِلٰهَ বলতে অস্বীকৃতি জানায়। এই দুটি শব্দের মধ্যে তাদের সমগ্র বাতিল কল্পনা ভস্ম মনে হয়েছিল। আল্লামা ইকবার খুব চমৎকার বলেছেন,

چوں گویم مسلمانم بلرزم
که دانم مشکلات لا اله را

> ‘আমি মুসলমান’ বলার সঙ্গে সঙ্গে আমার দেহরাজ্যে কম্পন অনুভূত হতো। কেননা, আমি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর মর্ম উপলব্ধি করি।

[১৯] সুরা আনকাবুত, আয়াত ৬৩

আল্লামা ইকবাল রহ. যেহেতু ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’র দাবি, মাকসাদ ও সৌন্দর্য হৃদয়ে উপলব্ধি করতেন, ফলে ‘আমরা মুসলমান’ বলতেই তার দেহরাজ্যে কম্পন সৃষ্টি হতো। কিন্তু আমাদের অনেকের মধ্যে এই উপলব্ধি নেই যে তারা হিন্দুয়ানি রুসম-রেওয়াজ পালন করছে, কবরে সিজদা করছে। এমনকি গাইরুল্লাহর নামে মানতও করে যাচ্ছে। আল্লাহ ও তার রাসুলের হুকুমেরও অবাধ্যতা করে। আবার বীরদর্পে মুসলমান হওয়ার দাবি করে। ইত্যাদি, ইত্যাদি। আমাদের মুসলমানির উপর আফসোস হয়। আল্লাহ তায়ালা সেসব মুসলমান সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ

> তাদের অধিকাংশ লোক আল্লাহর উপর বিশ্বাস রাখে এবং সাথে সাথে শিরকও করে থাকে।[২০]

লা-ইলাহার মর্ম

আলেমগণ বলেন, لَا إِلٰهَ র কয়েকটি অর্থ হতে পারে।

১. لَا مَعْبُوْدَ إِلَّا اللّٰهُ আল্লাহ ছাড়া ইবাদতের উপযুক্ত কেউ না।

২. لَا مَحْبُوْبَ إِلَّا اللّٰهُ আল্লাহ ছাড়া কেউ মহব্বতের উপযুক্ত নয়।

৩. لَا مُتَصَرِّفَ فِيْ الْعَالَمِ إِلَّا اللّٰهُ দুনিয়ার উপর হস্তক্ষেপ করার অধিকার আল্লাহ ছাড়া কারো নেই।

৪. لَا مَرْجُوَّ إِلَّا اللّٰهُ আল্লাহ ছাড়া আকাঙ্ক্ষার কেন্দ্রবিন্দু কেউ না।

৫. لَا مَخُوْفَ إِلَّا اللّٰهُ আল্লাহ ছাড়া ভয় করার কেউ নেই।

সব ইবাদত একমাত্র আল্লাহর জন্য। হোক নামাজ, হোক রোজা, হজ কিংবা জাকাত। হোক দান-সদকা বা নজর-মানত। কুরআনুল কারিমে উল্লেখ আছে,

قُلْ إِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَ مَحْيَايَ وَ مَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

> বলো, আমার সালাত, ইবাদত আমার জীবন ও আমার মরণ জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহরই জন্য।[২১]

[২০] সুরা ইউসুফ, আয়াত ১১৬

[২১] সুরা আনআম, আয়াত ১৬২

বিষয়ভিত্তিক শ্রেষ্ঠ বয়ানসংকলন

নিদায়ে মিম্বার

(তৃতীয় খণ্ড)

মূল

মাওলানা মুহাম্মাদ আসলাম শেখোপুরী রহ.

অনুবাদ

আবু শিফা মুহাম্মদ আবদুল কুদ্দুস

শিক্ষক, জামেয়া ইসলামিয়া মুসলিমবাগ, ঢাকা

ইত্তিহাদ

পা ব লি কে শ ন

ইত্তিহাদ পাবলিকেশন

কওমি মার্কেট, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

০১৯৭৯-৭৬৪৯২৬, ০১৮৪৩-৯৮৪৯৮৪

Email : ettihadpub@gmail.com

facebook.com/Ettihadpublication

বই	নিদায়ে মিম্বার (তৃতীয় খণ্ড)
মূল	মাওলানা মুহাম্মাদ আসলাম শেখোপুরী রহ.
অনুবাদ	আবু শিফা মুহাম্মদ আবদুল কুদ্দুস
বানানসংশোধন	আহসান ইলিয়াস
প্রকাশকাল	জুন ২০২০
দ্বিতীয় মুদ্রণ	সেপ্টেম্বর ২০২২
প্রকাশক	মাওলানা মুহাম্মাদ ইসহাক
প্রচ্ছদ	শাহ ইফতেখার তারিক
অনলাইন পরিবেশক	রকমারি. কম, ওয়াফিলাইফ
সর্বস্বত্ব	ইত্তিহাদ পাবলিকেশন
মূল্য	৬৬০ (ছয়শত ষাট)

ISBN : 978-984-96895-6-0

অর্পণ

যিনি আমাদের আরামের চিন্তা করে নিজের সুখনিদ্রা বিসর্জন দিয়েছেন- সেই প্রিয় মায়ের সুস্বাস্থ্য ও নেকহায়াত কামনায় এই সামান্য প্রয়াস-

আবদুল কুদ্দুস

অনুবাদকের কথা

আল্লাহর অশেষ কৃপায় 'নিদায়ে মিম্বার'র তৃতীয় খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত হলো। আগের দুটি খণ্ডের ন্যায় এটাও বেশ গুরুত্বপূর্ণ। এই খণ্ডে বিভিন্ন শিরোনামে মোট পনেরোটি বিষয়ে সারগর্ভ আলোচনা করা হয়েছে। 'কুরআন ও কুরআনওয়ালা' প্রবন্ধ দ্বারা এর সূচনা। কুরআনের কোন আয়াত রাহমাতুললিল আলামিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন হালত ও চরিত্র-মাধুরির পরিচয় বহন করে—এ সবকিছুর বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে এই আলোচনায়। কেননা, প্রতিটি আয়াত নবীজির সিরাত ও কর্মের আখ্যান। আর নবীজির জীবনচরিতই তার উৎকৃষ্ট ব্যাখ্যা।

দ্বিতীয় শিরোনামটি নবীজির মুজিযার উপর। পঞ্চইন্দ্রিয় উপলব্ধি করতে অক্ষম—এমন কতক অলৌকিক ঘটনার অবতারণা হয় নবী-জীবনের বাঁকে বাঁকে। যুগে যুগে আল্লাহ তায়ালা নবী-রাসুলদের দ্বারা এসবের প্রকাশ ঘটিয়েছেন। নবীদের নবী হওয়ার জন্য শক্তিশালী দলিল এগুলো।

তৃতীয় প্রবন্ধ—প্রথম মানুষ ও দশটি পাঠ। এখানে আদি মানব হজরত আদম আলাইহিস সালামকে সৃষ্টির উপাখ্যান থেকে দশটি পাঠ আনা হয়। মানুষ সৃষ্টির পেছনে আল্লাহর মাকসাদ ও রহস্য কী? তার চমৎকার আলোচনা স্থান পেয়েছে এই আলোচনায়।

চতুর্থ শিরোনাম—হজরত নুহ আলাইহিস সালামের মহাপ্লাবন নিয়ে।

পঞ্চম আলোচনা, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ইসলাম সম্পর্কে। জ্ঞানচর্চায় ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি ও যুগে যুগে মুসলিম মনীষীদের অবদানের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে।

ষষ্ঠ নম্বরে যে বিষয়টি উঠে এসেছে, তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তা হলো, ইসলামি শরিয়ত শ্রম ও শ্রমিককে কোন চোখে দেখে? শ্রমিক ঠকানোর এই যুগে তাদের ন্যায্য ও যৌক্তিক অধিকার তুলে ধরা হয়েছে বিস্তারিত।

সপ্তম শিরোনাম—সুমহান অথচ মজলুম কিতাব। এখানেও কুরআনের মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে। তবে মানুষ একে সেভাবে গুরুত্ব দেয় না—এ নিয়ে আলোকপাত।

অষ্টম আলোচনা—মিস্টার বনাম মোল্লা। এখানে ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত আলেমদের কথায় কথায় সেকেলে-বলা মিস্টারদের কথা বলা হয়েছে। তাদের অবান্তর দাবি-দাওয়া অসার প্রমাণ করা হয়েছে।

তারপর জুমআ নিয়ে একটি চমৎকার আলোচনা। এরপর দশ নম্বরে আজান ও তার হাকিকত বর্ণনা করা হয়েছে। হজরত উমর রা. এর জীবন ও কর্মবিষয়ক একটি আকর্ষণীয় বক্তব্য রয়েছে এগারোতম শিরোনামে। এখানে তার রাজ্যবিস্তারসহ বহু কর্মকাণ্ড উঠে এসেছে।

গাফেলদের গালে চপেটাঘাত—এটা বারোতম আলোচনা। এখানে মুমিনদের প্রতি বিভিন্ন সতর্কবার্তা দেওয়া হয়েছে। তারপর 'অনুপম কিতাব' সম্পর্কে আরেকটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

চোদ্দতম শিরোনাম—ঘুষ। এখানে ঘুষ আদান-প্রদান সম্পর্কে আলোচনা বিদ্যমান। এর বিপক্ষে ইসলামি শরিয়ত কী বলে এবং সমাজ ও রাষ্ট্রে এর কী মন্দ প্রভাব পড়েছে—সে সম্পর্কে বিশদ বিবরণ। পনেরোতম এবং সর্বশেষ আলোচনা মাদক সম্পর্কে। জাতিধ্বংসের এই উপকরণ বর্তমান পৃথিবীর সবচেয়ে মারাত্মক ব্যাধি। বিশেষ করে যুবসমাজকে ধ্বংস করছে এই মাদক। ইসলাম ও চিকিৎসাবিজ্ঞানের আলোকে মাদকের কুফল তুলে ধরা হয়েছে এখানে।

প্রতিটি আলোচনাই প্রচুর তথ্য-উপাত্ত দ্বারা সমৃদ্ধ। অনুবাদক হিসাবে আমি রীতিমতো মুগ্ধ হয়েছি। আশাকরি পাঠকমহলও প্রীত হবেন। বিশাল কলেবরের এই গ্রন্থটি পাঠকের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য তৃতীয় বারের মতো ইত্তিহাদের স্বত্বাধিকারী মুফতি মুহাম্মদ ইসহাক হাফিজাহুল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। শুকরিয়া জানাই আমার কলম-গুরু আহসান ইলয়াস ভাইকেও। তিনি পুরো বইটির উপর সম্পাদনার পরশ বুলিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা সবার মেহনত কবুল করুন। আমিন।

সূচিপত্র

কুরআন ও তার বাহক

তার বান্দা ২২
আয় মুহাম্মদ! ২৪
বংশমর্যাদা ২৫
বাসভূমি ২৭
সতর্কবাণী ২৮
যুদ্ধ-জিহাদ ৩০
আখলাক-চরিত্র ৩২
নবীজির চরিত্র-মাধুর্য নিয়ে কুরআনের বক্তব্য ৩২
শিষ্টাচার ৩২
দুশমনদের প্রতি সমুচিত জবাব ৩৩
মহানুভব-নীতি ৩৫
নাতে রাসুল ৩৭

মুজিযা

শত্রুদের দাবি ৪২
ঈমান গ্রহণকারীগণ ৪৫
কিছু ব্যতিক্রম ঘটনা ৪৭
অসংখ্য মুজিযা ৪৮
রোগীর শিফা ৫০
দোয়া কবুল ৫১
বরকত ৫৪
আসল মুজিযা ৫৬
সবচেয়ে বড় অলৌকিক ঘটনা ৫৭
ইলমি মুজিযা ৫৯
সাহিত্য ও বাগ্মিতা ৬১

প্রথম মানুষের দশ পাঠ

কুরআনের মুজিযা ৬৮
প্রথম মানুষ ৬৯
ডারউইনের থিওরি ৬৯
আল্লাহর প্রতিনিধি ৭০
শ্রেষ্ঠ ও সুন্দর ৭২
অহংকার ও হিংসা ৭৪
অহংকারের নিন্দায় হাদিস ৭৭
চতুষ্পদ জন্তু ৭৮
চিরশত্রু ৭৯
কুমন্ত্রণা ৮০
ইসতিগফার ও হঠকারিতা ৮১
হালাল রিজিক ৮২
হাবিল-কাবিল ৮৩
হিংসা মারাত্মক অপরাধ ৮৫
গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ ৮৫
আসল বাড়ি ৮৭

নুহ আলাইহিস সালামের তুফান

হঠকারি বিশ্বাস ৯৩
নেতাদের দৃষ্টিভঙ্গি ৯৪
নুহ আলাইহিস সালামের উত্তর ৯৭
দাঈর অবিচলতা ৯৯
ইসতিগফারের বরকত ১০১
ভগ্ন-হৃদয়ের প্রার্থনা ১০২
নুহ আলাইহিস সালাম-এর কিশতি ১০৪
অবাধ্য সন্তান ১০৬
বুজুর্গ ব্যক্তির সন্তান হলে ১০৬
বাতির নিচে অন্ধকার ১০৯
আশ্চর্য সূক্ষ্ম কথা ১১১
জুলুমের পরিণতি ১১২

ইলম ও ইসলাম

প্রথম ঐশী আদেশ..১১৯
ইসলামের ইহসান ১২০
প্রথম মুজিযা..১২১
শ্রেষ্ঠত্বের কারণ ১২২
ইলম ও তাকওয়া..১২৪
ইলম বৃদ্ধির দোয়া ১২৫
নববি ইরশাদ..১২৬
তাওহিদের বরকত ১২৮
কুরআন ও বিজ্ঞান ১৩০
মুসলমানদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের সোনালি ইতিহাস ১৩১
কোনো উপমা আছে কি?..১৩২
প্রভাবিত হওয়া থেকে বেঁচে থাকা দরকার..............................১৩৫
ওঠো ও এগিয়ে যাও ১৩৭

মজদুরি ও ইসলাম

হালাল উপার্জন..১৪৫
দীন-দুনিয়া ১৪৭
কৃষির ফজিলত..১৪৭
নবীজির অনুগ্রহ ১৪৯
পরিশ্রমের ফজিলত..১৫১
ব্যবসা ও শিল্প ১৫১
এমন নেতা কি হয়!..১৫৩
আমলি নমুনা..১৫৬
সাহাবিদের অবস্থা ১৫৮
আমবিয়া আলাইহিমুস সালাম ১৬১
পূর্বসূরিদের জীবন..১৬৪
অধিকার..১৬৫
ইসলামি তালিম..১৬৬
শান্তি ও নিরাপত্তা ১৬৮
শ্রমিকের অধিকার ১৭১
অধিকারই অধিকার..১৭১
যাচাই-বাছাই করুন..১৭৪

সুমহান অথচ মজলুম কিতাব

একটি কৌতুক!..১৮১

কৃপণের সম্পদ ১৮২
কুরআনের মাকসাদ ১৮৫
বৈশিষ্ট্য..১৮৭
মূর্খতার উপর আবরণ..১৮৯
অনুপম গুণাবলি..১৯১
আরো কিছু বাড়তি জিজ্ঞাসা ১৯৪
নববি ইরশাদ..১৯৫
তারা কেমন লোক ছিলেন..১৯৮
অন্তরের মরিচা..২০২
সারকথ..২০৩

মিস্টার বনাম মোল্লা

ইউরোপের দাসত্ব..২১৩
অন্ধ-অনুসরণ..২১৩
মোল্লা ও উন্নতি ২১৫
লাগামহীন উন্নতি..২১৭
নয়া জামানা ২১৯
ছিঃ ছিঃ ২২১
আকার-আকৃতি ও পোশাক..২২২
আলেমদের মতানৈক্য ২২৪
বাহানা..২২৬
পর্দা ২২৭
শেষকথা..২২৯

জুমআতুল মোবারক

শ্রেষ্ঠ দিন ২৩৭
সার্বজনীনতার কারণ ২৩৮
মহা মিলন ২৪০
ভেতর-বাহির এক হওয়া..২৪২
উপস্থিতি বাধ্যতামূলক ২৪৩
উৎকৃষ্ট-নিকৃষ্ট..২৪৪
হৃদয় ও মস্তিষ্ক ২৪৫
রাহমাতুললিল আলামিন-এর অসন্তুষ্টি..২৪৬
ফজিলত..২৪৮

দুনিয়ার বিস্তৃত ময়দান ২৪৯
আদব ২৫১
আল্লাহর শাস্তির ভয় করুন ২৫২
বনি ইসরাইলের পরিণতি ২৫৪

আজান

উপদেশমূলক ঘটনা ২৬১
মুয়াজ্জিনদের তাচ্ছিল্য করা ২৬৩
হজরত থানবি রহ. এর বক্তব্য ২৬৩
ফজিলত ২৬৪
শয়তান পলায়ন করে কেন? ২৬৭
উত্তম মাজহাব ২৬৮
হজরত সালামাত ২৬৯
প্রথম হাকিকত ২৭০
আসল আজমত ২৭১
গোয়ার্তুমির পরিণতি ২৭৪
আবরাহার করুণ পরিণতি ২৭৫
নশ্বর সম্পদ ২৭৭
বড়ত্বের কারণ ২৭৯
সবকিছু অতুল ২৭৯
ইবাদতও তার জন্য ২৮৩
দ্বিতীয় হাকিকত ২৮৩
প্রকৃত মাহবুব ২৮৫
আরও কিছু মর্ম ২৮৬
তৃতীয় হাকিকত ২৮৭
চতুর্থ হাকিকত ২৯০

হজরত উমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহু

মুরাদে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ২৯৮
নবীজির (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দৃষ্টি ৩০১
নবীপ্রেম ৩০৩
ওহির সংবাদ উমরের পরামর্শের অনুকূলে ৩০৫
আল্লাহর ভয় ৩০৯

বিনয় ৩১২
মাপকাঠি ৩১৪
দুনিয়াবিমুখতা ও অল্পতুষ্টি ৩১৫
অনুপম খলিফা ৩১৭
উমর রা. এর খেলাফতকালে যেসব বিষয়ের সূচনা হয় ৩১৭
বিজয় ৩১৯
পরিষ্কার পার্থক্য ৩২০
শাসন-নীতি ৩২১
প্রতিবন্ধীদের পৃষ্ঠপোষকতা ৩২৪
ন্যায় ও ইনসাফ ৩২৪
নজরদারি ৩২৫
শাহাদাত ৩২৬

গাফেলদের গালে চপেটাঘাত

এই মক্কানগরী ৩৩৬
পাহাড়ি আহ্বান ৩৩৭
আবু লাহাবের ধৃষ্টতা ৩৩৮
জুলুম-নির্যাতনের জন্য কমিটি ৩৩৯
কুরাইশদের যন্ত্রণা ৩৪১
আবু তালিবের সংশয় ৩৪২
সামাজিক বয়কট ৩৪৩
সাহাবিদের দুঃখ-কষ্ট ৩৪৩
এই তায়েফ ৩৪৬
এই মদিনা ৩৫২
এই উহুদ ৩৫৩
শুধুই কুরবানি ৩৫৫
বক্তব্য পোক্ত কথা সত্য ৩৫৬
আমাদের করণীয় ৩৫৮

অনুপম কিতাব

তবে একটি কিতাব ৩৬৯
সত্যতার দালিল ৩৭১
ব্যর্থ চেষ্টা ৩৭২

উপদেশ ৩৭৫
জাদু-টোনা ৩৭৫
সব দিক থেকে অনুপম ৩৭৭
বালাগাত ৩৭৮
সৌন্দর্য ৩৭৮
একত্র হওয়া ৩৭৮
আসল উদ্দেশ্য ৩৮৪
অভিনব বিকৃতি ৩৮৭
কুরআনের মর্মও সংরক্ষিত ৩৮৮
কুরআনের বয়ান ৩৯০
প্রভাব সৃষ্টিকারী ৩৯২
মুহূর্তের ফয়সালা ৩৯৪
মুজিযার কারিগর ৩৯৫

ঘুষ

সৎকর্ম ও হালাল রিজিক ৪০৩
গুরুত্বপূর্ণ ফরজ ৪০৬
কপালপোড়া মানুষ ৪০৭
হারামের অভ্যাস ৪০৯
মাছির কাহিনি ৪১০
ঘুষখোর ৪১১
ঘুষ ছাড়া কিছুই হয় না ৪১২
বিদ্রুপের সীমারেখা ৪১৩
ধর্মের দৃষ্টিভঙ্গি ৪১৪
ঘুষ গ্রহীতা শয়তানের ভাই ৪১৫
ঘুষখোর ও নৃত্যশিল্পী ৪১৬
ঘুষখোর ও কুকুর ৪১৮
ঘুষদাতা ও ভিখারি ৪১৯
ঘুষখোরের স্বপ্ন ৪১৯
নববি ভাষ্য ৪২০
এমন কপালপোড়া ৪২৩
ঘুষ ও হাদিয়া ৪২৪
নিয়ম-নীতি ৪২৬

ঘুষ পরিত্যাগ করার সহজ উপায় ৪২৬
প্রথম তদবির ৪২৭
দ্বিতীয় তদবির ৪২৭
তৃতীয় তদবির ৪২৮
প্রথম কাজ ৪২৮
দ্বিতীয় কাজ : নিজের হিসাব নেওয়া ৪২৯

নেশা

সবার শীর্ষে আমেরিকা ৪৩৪
চিন্তার বিষয় ৪৩৫
মানব-রচিত আইন ৪৩৬
মদ হারাম ৪৩৭
দশবার ৪৩৯
নবীজির ইরশাদ ৪৪১
চূড়ান্ত কপালপোড়া ৪৪৪
দুনিয়াতে মদ্যপ ব্যক্তির শাস্তি ৪৪৪
চিকিৎসা বিজ্ঞানের আলোকে মদ ৪৪৬
এ তো খাদ্য নয় বিষ ৪৪৮
আকলের শত্রু ৪৫১
অন্যান্য নেশা ৪৫২
নেশার ক্ষতি ৪৫৩
মানবেতর জীবন ৪৫৪
রাঘব বোয়াল ৪৫৬
ধূমপান, সিগারেট, হুক্কা ও পান ৪৫৭
এত অপচয়? ৪৫৮
চিকিৎসাবিজ্ঞানীদের দৃষ্টিতে ক্ষতি ৪৫৯
দুর্গন্ধ ৪৬১

কুরআন ও তার বাহক

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّىْ عَلى رَسُوْله الكَرِيْمِ، أَمَّابَعد، فَاعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ، بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالنَّجْمِ اِذَا هَوٰى ﴿١﴾ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوٰى ﴿٢﴾ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى ﴿٣﴾ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُّوْحٰى

শপথ নক্ষত্রের, যখন তা অস্তমিত হয়, তোমাদের সঙ্গী বিভ্রান্ত নয়, বিপথগামীও নয়। এবং সে মনগড়া কথাও বলে না। তা তো ওহী, যা তার প্রতি প্রত্যাদেশ হয়।[১]

وَ الضُّحٰى ﴿١﴾ وَ الَّيْلِ اِذَا سَجٰى ﴿٢﴾ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَ مَا قَلٰى ﴿٣﴾ وَ لَلْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْاُوْلٰى ﴿٤﴾ وَ لَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰى ﴿٥﴾ اَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيْمًا فَاٰوٰى ﴿٦﴾ وَ وَجَدَكَ ضَآلًّا فَهَدٰى ﴿٧﴾ وَ وَجَدَكَ عَآئِلًا فَاَغْنٰى ﴿٨﴾ فَاَمَّا الْيَتِيْمَ فَلَا تَقْهَرْ ﴿٩﴾ وَ اَمَّا السَّآئِلَ فَلَا تَنْهَرْ ﴿١٠﴾ وَ اَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ

শপথ পূর্বাহ্নের, শপথ রজনীর যখন নিঝুম হয়, তোমার প্রতিপালক তোমাকে পরিত্যাগ করেননি এবং তোমার প্রতি বিরূপও হননি। অচিরেই তোমার প্রতিপালক তোমাকে অনুগ্রহ করবেন। আর তুমি সন্তুষ্ট হবে। তিনি কি তোমাকে এতিম অবস্থায় পাননি আর তোমাকে আশ্রয় প্রদান করেননি? তিনি তোমাকে পেলেন পথ সম্পর্কে অনবহিত। অতঃপর তিনি পথের নির্দেশ দিলেন। তিনি তোমাকে পেলেন নিঃস্ব অবস্থায়, অতঃপর অভাবমুক্ত করলেন। সুতরাং তুমি এতিমের প্রতি

[১] সুরা নাযম, আয়াত ১, ২, ৩, ৪।

কঠোর হয়ো না। এবং প্রার্থনাকারীকে ভর্ৎসনা করো না। তুমি তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহের কথা জানিয়ে দাও।[২]

সম্মানিত উপস্থিতি, সোনালিযুগ থেকে আজ পর্যন্ত রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনবৃত্তান্ত নিয়ে অসংখ্য বই-পুস্তক লিপিবদ্ধ হয়েছে। এখনো সেই ধারা চলমান। সব লেখকই তার ক্ষুরধার লেখনীশক্তি, প্রাণপণ সাধনা ও গবেষণার পর স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে যে- আমি এর হক আদায় করতে পারিনি। অথচ ওইসব গ্রন্থ গবেষণা ও সাহিত্যাঙ্গনে বেশ সাড়া ফেলেছে। আপনি কবি-লেখকদের প্রেম-অনুরাগের কথা একবার চিন্তা করুন; পদ্য ও গদ্যাকারে নববি-চরিতের উপর এমন কিতাবও কেউ কেউ লিখেছেন, যার মধ্যে একটি শব্দেও নুকতা নেই। অর্থাৎ পুরো গ্রন্থটি এমন শব্দ-বাক্য দিয়ে সাজিয়েছেন, যেখানে কোনো নুকতাযুক্ত হরফ নেই। চেষ্টা করে দেখুন-না, এভাবে এক লাইনও লিখতে পারবেন না আপনি। কিন্তু সত্যিকার ভালোবাসা বিশাল বিশাল ময়দানও পার করে দেয়। সাহিত্যিকদের জ্ঞান-সাধনা, লেখকদের গবেষণা স্ব-মহিমায় উজ্জ্বল। কিন্তু নবীজির জীবনধারাকে সর্বাধিক প্রমাণপুষ্ট করে যে গ্রন্থে বিবৃত হয়েছে, তা হলো আল-কুরআন।

হাকিমুল ইসলাম হজরত কারি তাইয়েব রহ. বলেন, ‘কুরআনুল কারিমের অজস্র আয়াত প্রকৃতপক্ষে পরিচ্ছন্ন সিরাতনির্ভর জ্ঞান-গবেষণার উৎকৃষ্ট পর্ব। অন্যদিকে সিরাতের হাজারো খুঁটিনাটি বিষয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের শক্ত ভিত। সুতরাং কুরআনুল কারিমে যেসব বিষয় বিবৃত হয়েছে, সবই নবীজির জীবনের হালচিত্র। কুরআনুল কারিমে যেসব সৌন্দর্য ও কারুকার্য রয়েছে, সেগুলো নবীজির সিরাত ও আমল। ফলে সিরাত থেকে কুরআনের আমলি নমুনা ফুটে ওঠে। একইসঙ্গে কুরআন থেকেও সিরাতের জ্ঞান বিচ্ছুরিত হয়। এই হেকমতপূর্ণ কুরআনের নানা বিষয় থেকে নবীজির সিরাতের বিভিন্ন দিক উঠে আসে। কুরআনে বিরাজমান জাত-সিফাতের আয়াত রাসুলে আরাবির আমল। জগৎ-সৃষ্টির আয়াত নবীজির দলিল। শরিয়ত-সংবলিত আয়াত নবীজির হালচিত্র। ঘটনা ও উপমার আয়াত রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপদেশ। অতীত ইতিহাসের আয়াত নবীজির ওয়াজ-নসিহত। মানবসেবার আয়াত রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উৎকৃষ্ট জীবনোপকরণ। মুআমালাতের আয়াত

[২] সুরা যোহা।

নবীজির সর্বোত্তম সমাজ-নীতি। দাওয়াহ ইলাল্লাহর আয়াত নবীজির নির্জনতা। আল্লাহর সৃষ্টির ইসলাহ ও তরবিয়ত, সংশোধন ও প্রশিক্ষণমূলক আয়াত নবীজির জ্ঞান-বিজ্ঞান। ক্রোধ ও বড়ত্বের আয়াত নবীজির শান-শওকত। রহমত-হৃদ্যতার আয়াত রাসুলের সৌন্দর্য। হক ও সত্যের আলোকিত আয়াত নবীজির পর্যবেক্ষণ। আল্লাহর সন্তুষ্টির আয়াত রাসুলের মোরাকাবা। দুনিয়াবিমুখতার আয়াত নবীজির সাধনা। হাশর সম্পর্কিত আয়াত নবীজির হিসাব-নিকাশ। নাফি' (নেতিবাচক) ও ইসবাত (ইতিবাচক)-এর আয়াত নবীজির জন্য আত্মবিস্মৃতি ও বিসর্জন। 'আনা-আনতা' (আমি-তুমি)-র আয়াত নবীজির আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ। 'হুয়া' (সে)-র আয়াত নবীজির জন্য না-দেখার। নেয়ামতসমৃদ্ধ জান্নাতের আলোচনা নবীজির অনুরাগ-আগ্রহ। জাহান্নামের আয়াত নবীজির ভাবনা। অনুকম্পার আয়াত নবীজির আকাঙ্ক্ষা। শাস্তির আয়াত রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শংকার। পুরস্কারের আয়াত নবীজির অনুপম প্রশান্তির। ক্রোধ-প্রতিশোধের আয়াত নবীজির চিন্তা। জিহাদ ও দণ্ডবিধির আয়াত নবীজির জন্য নিতান্তই 'বুগযু-ফিল্লাহর'র শামিল। শান্তি-নিরাপত্তার আয়াত নবীজির 'হুব্বু-ফিল্লাহ'। ওহি অবতীর্ণের আয়াত নবীজির সিঁড়ি। তালিম-তরবিয়ত সংক্রান্ত আয়াত নবীজির বাস্তবায়ন। হুকুম প্রতিষ্ঠার আয়াত নবীজির খেলাফত। সম্বোধন-সূচক আয়াত নবীজির ইবাদত। সারকথা হলো—যেকোনো আয়াতই হোক, তা নববি সিরাত এবং নববি কর্মের আখ্যান। নবীজির জীবনচরিত হলো তার তাফসির বা ব্যাখ্যা। এদ্দ্বারাই হজরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার সেই মূল্যবান উক্তির মর্ম ও সত্যতা উপলব্ধ হয়—

كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنُ

(নবীজির চরিত্র হলো আল-কুরআন)

আমি যখন কুরআনুল কারিমের কাছে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বরকতি নাম জিজ্ঞাসা করি, কুরআন আমাকে নবীজির নাম 'মুহাম্মদ' বলে مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ। আমাকে বলে দেয় 'আহমাদ' اِسْمُهٗ اَحْمَدُ। কুরআন নবীজির গুণবাচক নাম উচ্চারণ করে শাহিদ, মুবাশশির, নাজির, দায়ি-ইলাল্লাহ ও সিরাজাম মুনিরা। কুরআনের ভাষ্য-

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّاۤ اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّ مُبَشِّرًا وَّ نَذِيْرًا ﴿۴۵﴾ وَّ دَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَ سِرَاجًا مُّنِيْرًا

হে নবী! আমি তো তোমাকে প্রেরণ সাক্ষীরূপে এবং সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে। আল্লাহর অনুমতিক্রমে তার দিকে আহ্বানকারীরূপে এবং উজ্জ্বল প্রদীপরূপে। তুমি মুমিনদের সুসংবাদ দাও যে তাদের জন্য আল্লাহর নিকট রয়েছে মহা অনুগ্রহ।[৩]

আমাকে কুরআন বলে, তার নাম মুদ্দাসসির ও মুযযাম্মিল। কুরআনের ভাষ্য,

يٰۤاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ، يٰۤاَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ

হে বস্ত্রাচ্ছাদিত! হে বস্ত্রাবৃত!

কুরআন নবীজির নাম ঘোষণা দেয় 'রাহমাতুললিল আলামিন'। কুরআন আমাকে বলে, তার নাম 'খাতামুন নাবিয়্যীন'। কুরআন আমাকে নবীজির নাম 'নুর' ও 'বুরহান' বলে দিয়েছে।

তার বান্দা

এভাবে কুরআন মাজিদ নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মুস্তফা, রাসুল, আন-নাবী ও আর-রাসুলও বলেছে। কিন্তু অবাক-করা কথা হলো-যেখানেই রাসুলে আরাবির মহানুভবতা, শ্রেষ্ঠত্বের প্রকাশ করা উদ্দেশ্য ছিল, যেসব জায়গায় তার সম্মান-মর্যাদা বুলন্দ করার মাকসাদ ছিল, সেখানেই নবীজির 'বান্দা' হওয়ার অভিধাটি বড় অক্ষরে উপস্থাপন করা হয়েছে। উদাহরণত, যখন আল্লাহ তায়ালা অস্বীকারকারীদের চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছেন, সেখানে 'নবী' বা 'রাসুল' শব্দ চয়ন করার বদলে তার আবদিয়াত বা তার বান্দা হওয়ার অভিধাটি ব্যবহার করেছেন। ইরশাদ করেছেন,

وَ اِنْ كُنْتُمْ فِيْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ

---

[৩] সুরা আহযাব, আয়াত ৪৫, ৪৬, ৪৭

আমি আমার বান্দার প্রতি যা অবতীর্ণ করেছি তাতে তোমাদের কোনো সন্দেহ থাকলে তোমরা তার অনুরূপ কোনো সুরা আনয়ন করো।[৪]

তদ্রূপ মানব-ইতিহাসের চূড়ান্ত ও আজিমুশশান ঘটনা মিরাজের আলোচনা যখন এলো, সেখানেও আল্লাহ তাকে না রাহমাতুললিল আলামিন হওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করেছেন, না শাফিউল মুজনিবিন, না সাইয়েদুল আউয়ালিন ওয়াল আখিরিন, না বাশির-নাজির, না সিরাজুম-মুনিরা হওয়ার বিশেষণ উল্লেখ করেছেন। বরং নবীজির আবদ তথা বান্দা হওয়ার গুণটিই হাজির করেছেন,

سُبْحٰنَ الَّذِیْۤ اَسْرٰی بِعَبْدِهٖ لَیْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَی الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا

পবিত্র ও মহিমময় তিনি, যিনি তার বান্দাকে রজনীতে ভ্রমণ করিয়েছিলেন মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত।[৫]

অতঃপর যখন মিরাজের একান্ত আলাপচারিতার কথা বর্ণনা করেছেন, তখনও বান্দা বলে সম্বোধন করেছেন,

فَاَوْحٰۤی اِلٰی عَبْدِهٖ مَاۤ اَوْحٰی

তখন বান্দার প্রতি যা প্রত্যাদেশ করার প্রত্যাদেশ করলেন।[৬]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর পবিত্র কুরআন অবতরণকালেও 'বান্দা' সিফাতের প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন।

ইরশাদ করেছেন,

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْۤ اَنْزَلَ عَلٰی عَبْدِهِ الْکِتٰبَ

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই, যিনি তার বান্দার প্রতি এই কিতাব অবতীর্ণ করেছেন।[৭]

---

[৪] সুরা বাকারা, আয়াত ২৩

[৫] সুরা বনি ইসরাইল, আয়াত ১

[৬] সুরা নাযম, আয়াত ১০।

[৭] সুরা কাহাফ, আয়াত ১

নামাজে তাশাহহুদ পড়ার হুকুম দেওয়া হয়েছে, সেখানেও عَبْدُہٗ উল্লেখ করেছেন,

وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُه وَرَسُولُه

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, নিশ্চয় মুহাম্মদ আল্লাহর বান্দা এবং রাসুল।

তার কারণ হলো এভাবে তো তিনি মুস্তফা, মুজতবা, তাহির, মুত্তাহহির, মুজাক্কি, মুজাক্কা, বাশির, নাজির, তাহা, ইয়াসিন ও সিরাজুম-মুনিরাও। কিন্তু রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সবচেয়ে পূর্ণ ও উৎকৃষ্ট এবং সর্বাধিক শ্রেষ্ঠ দিক হলো, তিনি عَبْدُہٗ আল্লাহর বান্দা। গোলামের জন্য তার প্রকৃত মালিকের বন্দেগিতে বিলীন হওয়া তার জন্য সম্মানের এক প্রকৃষ্ট কারণ। তা ছাড়া যার সম্পর্কে আল্লাহ নিজে ঘোষণা করেছেন, তিনি আমার বান্দা, তার আজমত ও ফজিলতের কোনো অন্ত নেই।

আয় মুহাম্মদ!

আল্লাহর রাসুলের নাম সম্পর্কে এটাও এক গুরুত্বপূর্ণ দিক যে রাব্বে-কারিম তার 'মুহাম্মদ' নাম কয়েকটি স্থানে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু কুরআনের কোথাও 'ইয়া মুহাম্মদ' বলে সম্বোধন করেননি। অথচ, অন্যান্য নবীকে ইয়া আদম, ইয়া ইবরাহিম, ইয়া মুসা, ইয়া ঈসা, ইয়া জাকারিয়া ও ইয়া ইয়াহইয়া বলেও সম্বোধন করা হয়েছে।

তবে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইয়া মুহাম্মদ বলে ডাকা হয়নি। অথচ, মালিকে হাকিকির এখতিয়ার আছে, তার যেকোনো বান্দাকে যেভাবে ইচ্ছা ডাকতে পারেন। কিন্তু তিনি এমনটি করেননি। অবাক লাগে, নবীজির উম্মত ও আশেকে রাসুলের দাবিকারীরা চিৎকার করে 'ইয়া মুহাম্মদ' বলে ডেকে যাচ্ছে।

বংশমর্যাদা

আমি যখন কুরআনের কাছে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বংশমর্যাদার কথা জিজ্ঞাসা করি, কুরআন প্রথম কথাই বলে দিলো, তিনি এতিম ছিলেন। ইরশাদ হয়েছে,

اَلَمْ یَجِدْکَ یَتِیْمًا فَاٰوٰی

তিনি কি আপনাকে এতিম হিসাবে পাননি? অতঃপর আপনাকে আশ্রয় দেননি?[৮]

যিনি এতিম হন, সাধারণত তিনি সঠিক প্রতিপালন থেকে বঞ্চিত হওয়ার দরুন পথহারা হন। জীবন এলোমেলো হয়। কিন্তু فَاٰوٰى শব্দটি দ্বারা সেদিকেই ইশারা করেছেন, যদিও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এতিম ছিলেন, তবে আল্লাহ তার লালন-পালনের ভিন্ন ব্যবস্থা করেছিলেন। বাস্তবতা এমনই মনে হয়, যেন বাহ্যিক তত্ত্বাবধান থেকে তাকে ইচ্ছাকৃতভাবেই বঞ্চিত রাখা হয়েছে। বাবার লালন-পালন থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। মাতৃছায়া উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে। দাদার মমতাও বেশি দিন তার উপর স্থায়ী হয়নি। আলেমগণ বলেন, তার হেকমত ছিল, সাধারণত মানুষ সন্তানের সফলতাকে পিতা-মাতা ও পূর্বপুরুষদের দিকে সম্বোধন করে থাকে। শাগরিদদের কামিয়াবি উসতাদদের প্রতি নিসবত করে। কিন্তু আল্লাহ তায়ালার এমনটি পছন্দ ছিল না যে নবীজির জ্ঞান-বৈশিষ্ট্য ও চরিত্রগত সফলতা আল্লাহ ছাড়া অন্যকারো দিকে নিসবত করা হোক। দুনিয়াবাসী স্বীকার করে নিয়েছে, মক্কার এতিমের প্রতিপালন না বাবা করেছেন, না তার মা করেছেন, না তার দাদা করেছেন। বরং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মনস্তাত্ত্বিক ও চিন্তাগত প্রশিক্ষণ দিয়েছেন স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামিন। আল্লাহর রাসুল কারো থেকে ইলম শেখেননি। বরং তার বক্ষকে স্বয়ং আলেমুল গায়েব আল্লাহ ইলম দ্বারা আলোকিত করেছেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বংশধারা সম্পর্কে কুরআন আমাকে দ্বিতীয়ত তথ্য বলে দিচ্ছে-তার বংশগত সম্পর্ক হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালামের সঙ্গে গিয়ে মিলিত হয়েছে। হজরত ইবরাহিম এবং ইসমাইল আলাইহিস সালাম কাবা নির্মাণকালে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের দোয়া করেছিলেন,

وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَآ اُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَاَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴿١٢٨﴾ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيْهِمْ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْم

[৮] সুরা যোহা, আয়াত

এবং আমাদের বংশধর হতে তোমার এক অনুগত উম্মত সৃষ্টি করো। আমাদেরকে ইবাদতের নিয়ম-পদ্ধতি দেখিয়ে দাও। এবং আমাদের প্রতি ক্ষমাশীল হও। তুমি অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। হে আমাদের প্রতিপালক, তাদের মধ্য হতে একজন রাসুল প্রেরণ কর, যে তোমার আয়াতসমূহ তাদের নিকট তেলাওয়াত করবে, তাদেরকে কিতাব ও হেকমত শিক্ষা দেবে। এবং তাদের পবিত্র করবে। তুমি তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।[৯]

নবীজির আগমনের জন্য হজরত ইবরাহিম ও হজরত ইসমাইল আলাইহিস সালাম দোয়া করেছেন। তার আগমনের সুসংবাদ হজরত ঈসা আলাইহিস সালাম ছয়শত বছর পূর্বেই দিয়ে গেছেন,

وَ اِذْ قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ يٰبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرٰىةِ وَ مُبَشِّرًۢا بِرَسُوْلٍ يَّاْتِيْ مِنْۢ بَعْدِى اسْمُهٗٓ اَحْمَدُ

স্মরণ কর, মারিয়াম-তনয় ঈসা বলেছিল, হে বনি ইসরাইল, অবশ্যই আমি তোমাদের নিকট আল্লাহর রাসুল এবং আমার পূর্ব হতে তোমাদের নিকট যে তাওরাত রয়েছে, আমি তার কল্যাণ প্রত্যয়নকারী। এবং আমার পরে যে রাসুল আসবেন, আমি তার সংবাদদাতা।[১০]

এমনকি হজরত মুসা আলাইহিস সালামের উপর অবতীর্ণ তাওরাতেও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আলোচনা ছিল,

اَلَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِيَّ الْاُمِّيَّ الَّذِىْ يَجِدُوْنَهٗ مَكْتُوْبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرٰىةِ وَالْاِنْجِيْلِ

যারা অনুসরণ করে বার্তাবাহক উম্মি নবীর, যার উল্লেখ তাওরাত ও ইনজিলে রয়েছে, যা তাদের নিকট বিদ্যমান।[১১]

[৯] সুরা বাকারা, আয়াত ১২৮, ১২৯।
[১০] সুরা সাফফ, আয়াত ৬
[১১] সুরা আরাফ, আয়াত ১৫৭

বিষয়ভিত্তিক শ্রেষ্ঠ বয়ানসংকলন

নিদায়ে মিম্বার

(চতুর্থ খণ্ড)

মূল
মাওলানা মুহাম্মাদ আসলাম শেখোপুরী রহ.

অনুবাদ
মাওলানা আবুজারীর মুহাম্মাদ আবদুল ওয়াদুদ
উসতাদ : বেজগাঁতী মিফতাহুল উলুম মাদরাসা, সিরাজগঞ্জ

ইত্তিহাদ
পা ব লি কে শ ন

ইত্তিহাদ পাবলিকেশন
কওমি মার্কেট, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
০১৯৭৯-৭৬৪৯২৬, ০১৮৪৩-৯৮৪৯৮৪
Email : ettihadpub@gmail.com
facebook.com/Ettihadpublication

বই	নিদায়ে মিম্বার (চর্তুথ খণ্ড)
মূল	মাওলানা মুহাম্মাদ আসলাম শেখোপুরী রহ.
অনুবাদ	মাওলানা আবুজারীর মুহাম্মাদ আবদুল ওয়াদুদ
বানানসংশোধন	আহসান ইলিয়াস
প্রকাশকাল	জুন ২০২০
দ্বিতীয় মুদ্রণ	সেপ্টেম্বর ২০২২
প্রকাশক	মাওলানা মুহাম্মাদ ইসহাক
প্রচ্ছদ	শাহ ইফতেখার তারিক
অনলাইন পরিবেশক	রকমারি. কম, ওয়াফিলাইফ
সর্বস্বত্ব	ইত্তিহাদ পাবলিকেশন
মূল্য	৫৬০ (পাঁচশত ষাট) টাকা মাত্র

ISBN : 978-984-96895-6-0

অনুবাদকের কথা

দুই হাজার পাঁচ থেকে আট। দাওরায়ে হাদিস সম্পন্ন করার পর শিক্ষকতা-কর্মজীবনের প্রথমপর্ব শুরু হয় হজরত প্রফেসর মুহাম্মাদ হামিদুর রহমান সাহেব দামাত বারাকাতুহুমের উত্তরা মুহাম্মাদিয়া মাখজানুল উলুম মাদরাসায়। এই সময়ে মাদরাসার একটি কক্ষে সর্বপ্রথম দেখতে পাই 'নিদায়ে মিম্বার ও মিহরাব' কিতাবটি। মাঝেমধ্যে কিতাবটির কিছু কিছু অংশ মুতালা করি। কয়েকটি বয়ান সেই ২০০৬-এর দিকে অনুবাদও করি, বই আকারেও প্রকাশিত হয়। আলহামদুলিল্লাহ। আজ দীর্ঘ প্রায় পনের বছর পর সেই 'নিদায়ে মিম্বার ও মিহরাবে'র দুটি খণ্ড অনুবাদ করার তাওফিক নসিব হলো। লাকাল হামদু ওয়া লাকাশ শুকরু।

কিতাবটি পাকিস্তানের প্রখ্যাত আলেমে দীন হজরত মাওলানা আসলাম শেখপুরি রহ. এর নির্বাচিত বয়ান সংকলন। মোট আট খণ্ডে কিতাবটি প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। বিষয়-বৈচিত্র্য ও ভাষা উপস্থাপনার দিক থেকে সংকলনটি এক কথায় অসাধারণ। দীনি জ্ঞানপিপাসু সাধারণ মুসলমান থেকে নিয়ে জ্ঞানী-গুণী সকলের জন্যই রয়েছে সহজ সরল ভাষায় দীনি হেদায়েত ও রাহনুমায়ি।

আল্লাহর শোকর মুহতারাম আহসান ইলিয়াস ভাইয়ের অনুরোধে সজ্জন মুহতারাম ইসহাক ভাইয়ের ইত্তিহাদ থেকে কিতাবটির দুটি খণ্ড প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। বয়সের দিক থেকে দেখতে দেখতে বুড়ো হতে চললেও লেখার মান অপরিপক্বই রয়ে গেছে। তবে হজরতের দরদমাখা হৃদয়নিসৃত বার্তাগুলো সহজ ভাষায় সুধী পাঠকের হাতে

পৌঁছাতে আন্তরিক ছিলাম। জানি এরপরেও কমতি রয়ে গেছে। এরপরেও আল্লাহ যেন বইটিকে উপকারী এবং হেদায়েতের অসিলা বানান, এই দোয়া রইলো।

আবুজারীর মুহাম্মাদ আবদুল ওয়াদুদ
বেজগাঁতী, ফুলকোচা, সিরাজগঞ্জ
০৬/০৩/২০২০

সূচি

সাইয়িদিনা ইবরাহিম খলিল আইলাইহিস সালাম

একটি প্রশ্ন ২০
ইবরাহিম আলাইহিস সালাম-এর প্রথম পরীক্ষা..........................২২
ইবরাহিম আলাইহিস সালাম-এর দ্বিতীয় পরীক্ষা ২৬
যুদ্ধের ঘোষণা..২৮
ইবরাহিম আলাইহিস সালাম এর তৃতীয় পরীক্ষা ৩৬
আগুন শীতল হয়ে যাওয়া ৪০
তারই নির্দেশ চলে প্রতিটি জিনিসের উপর..............................৪২
ইবরাহিম আলাইহিস সালাম এর চতুর্থ পরীক্ষা ৪২
হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালাম-এর পঞ্চম পরীক্ষা ৪৪
ত্যাগীদের দোয়া ৪৬
ইবরাহিম আলাইহিস সালাম-এর কুরবানির পর..........................৪৮
হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালাম-এর ষষ্ঠ পরীক্ষা ৫১
শিক্ষা ও চিন্তার বিষয় ৫৫

মজলুম শহিদ হজরত উসমান রা

একটি আফসোসের কথা ৬০
উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর ইসলামগ্রহণ................................ ৬০
প্রথম দান ৬২
ধনাঢ্যতা মন্দ নয়..৬৪
হজরত উসমান রা. এর দানশীলতা....................................৬৫
নবিজি সা. এর নির্বাচন.. ৬৮
আল্লাহর ভয়.. ৬৯
নবিজির প্রতি উসমান রা.-এর সম্মান ৭১
ঈর্ষণীয় গোলামি লাভ..৭২
হজরত উসমান রা.-এর লজ্জাশীলতা ৭৩
উসমান রা.-এর প্রতি নবিজির আস্থা ও ভালোবাসা......................৭৫
নবিজির গায়েব না জানার দলিল......................................৭৯
হজরত উসমান রা.-এর শাহাদাত.......................................৮১
বিশৃঙ্খলা প্রতিকারে সংশোধন ৮৫

বিশৃঙ্খলার চূড়ান্ত অবস্থা ৮৬
খেলাফত থেকে পদত্যাগ করার দাবি................................. ৮৮
হজরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর বাসভবন অবরোধ................ ৮৮
হৃদয়-ছোঁয়া খুতবা.. ৮৯
শুভাকাঙ্ক্ষীদের পরামর্শ ৯২
হাবিলের পর উসমান..৯৪
শাহাদাতের প্রস্তুতি গ্রহণ...৯৪
অপূর্ব শাহাদাত! অতুলনীয় শাহাদাত!!....................................৯৭
আল্লাহ তায়ালাই দেখে নেবেন ৯৭
হায় নিষ্ঠুরতা! ৯৯
সাহাবায়ে কেরামের প্রতিক্রিয়া ৯৯

সাহাবায়ে কেরামের বৈশিষ্ট্য

সাহাবায়ে কেরামের পরিচিতি.. ১০৪
প্রকৃত মুমিন তো তারাই..১০৬
তারা কারা?.. ১০৭
নিষ্ঠুর জুলুম-নির্যাতনের মুখেও অবিচলতা..............................১০৯
সম্পর্কের কুরবানি...১১২
অভাব ও দরিদ্রতা ১১৪
আত্মবিসর্জনের জজবা ১১৬
কোথায় পাবে এমন উপমা...১১৯
আনুগত্যের অবস্থা.. ১২২
কেমন দৃঢ় ছিল তাদের বিশ্বাস ১২৪
কেমন ছিল তাদের ইবাদত...১২৬
সাহাবায়ে কেরামের লেনদেনের অবস্থা.................................১২৯
রোজা ১২৯
সাহাবায়ে কেরামের ত্যাগ ও কুরবানি.................................. ১৩১
সাহাবায়ে কেরামের খেলাফতের দায়িত্ব পালন ১৩৩
সারকথা...১৩৫

তাওবা

তাওবা ও ইসতিগফারের গুরুত্ব... ১৫২
তাওবার দরজা.. ১৪৪
একটি বিস্ময়কর বিষয়..১৪৮
আল্লাহর প্রিয় বন্দাদের অবস্থা...১৫০

আল্লাহর রহমতের প্রতি নজর রাখুন ১৫২
উত্তম গুনাহগার ১৫৪
আমবিয়ায়ে কেরামের অভ্যাস ১৫৭
নির্বুদ্ধিতা নাকি নির্লজ্জতা ১৬০
তাওবার ক্রমধারা ১৬২
মাগফিরাতের শান ১৬২
ইসতিগফারের বরকত ১৬৫
সব সমস্যার সমাধান ১৬৭
যত বেশি ইসতিগফার তত বেশি রহমত ১৬৯
তাওবার ব্যাপারে উদাসীনতার কারণ ১৭১

নামাজ

সকল ধর্মে নামাজ ১৮২
ইসলামধর্মে নামাজ ১৮৪
নামাজ এবং কুরআন ১৮৫
নামাজ সর্বাবস্থায় ফরজ ১৮৯
মডার্ন ইমাম ১৯১
আরেকটি পার্থক্য ১৯১
হাদিস শরিফে নামাজ ১৯৩
একটি আপত্তি ১৯৪
নামাজ ত্যাগকারীদের ব্যাপারে ধমকি ১৯৫
সাহাবায়ে কেরামের নামাজের ইহতিমাম ১৯৭
সাহাবায়ে কেরাম নফলেরও প্রতি যথাযথ গুরুত্ব দিতেন ২০০
পরিবার-পরিজনের চিন্তা ২০১
সময় নেই, অবসর নেই ২০৪
যার আলোচনায় ইতিহাস পেয়েছে পূর্ণতা, হয়েছে আলোকিত ২০৭
বাইশ বছর পর তাকবিরে তাহরিমা ছুটেছে ২০৮
জামেউল ইবাদাত ২১১
শুকরিয়া ও কৃতজ্ঞতা আদায় করুন ২১৩
গোলাম ২১৪
একটি শিক্ষণীয় ঘটনা ২১৫
সীমাহীন উপকার আর উপকার ২১৬

আলোকিত বিশ্ববিনির্মাণে

আলকুরআনের ছয় কর্মসূচি

আন্তর্জাতিক কর্মসূচি ২২৩
ছয় কথা ২২৪
আদল ও ইনসাফ ২২৫
আল্লাহ যেমন জীবন চান ২২৮
আদল দ্বিতীয় মাকাম বা ইনসাফের দ্বিতীয় স্তর ২৩০
ভুল চিন্তা ২৩২
রুহানি হালাকাত ও আত্মিক ধ্বংসাত্মকতা ২৩৩
আদলের তৃতীয় মাকাম বা ইনসাফের তৃতীয় স্তর ২৩৪
ইনসাফ কীভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে? ২৩৬
জান্নাতি সমাজ ২৩৮
কুরআন এবং আদল ২৩৯
ইহসান ২৪১
ইহসানের দ্বিতীয় অর্থ ২৪৩
একটি সূক্ষ্ম বিষয় ২৪৬
আত্মীয় ও আপনজনদের হক ২৪৬
নষ্ট সমাজ ২৪৮
সাহাবায়ে কেরামের অবস্থা ২৫০
আমাদের সমাজের সাধারণ চিত্র ২৫২
অশ্লীল ও নিষিদ্ধ কাজ ২৫৪
দুনিয়ার শাস্তি ২৫৬

জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ

বিস্ময়ের বিষয় ২৬৩
জিহাদ বিল ইলম বা ইলমের মাধ্যমে জিহাদ ২৬৪
জিহাদ বিল কলম বা কলমের মাধ্যমে জিহাদ ২৬৭
জিহাদ বিল মাল বা সম্পদ দ্বারা জিহাদ ২৬৯
প্রিয়তম নবিজির দীক্ষা ২৭২
জিহাদের ভেতর সব ধরনের মুজাহাদা রয়েছে ২৭৬
জিহাদের সর্বোচ্চ স্তর ২৭৮
মুজাহিদের সওয়ারি ২৭৯
মুজাহিদদের সকাল-সন্ধ্যা ২৮০
মুজাহিদদের আমল ২৮২
মুজাহিদদের ধুলোমাখা পা ২৮৩

সাহাবায়ে কেরাম ২৮৪
মুজাহিদের মৃত্যু ২৮৫
জিহাদের আকাঙ্ক্ষা.. ২৮৭
হজরত উকবা রাদিয়াল্লাহু আনহুর ঈমানদীপ্ত ঘটনা ২৮৮
তিনি যার সন্ধানে ছিলেন ২৯০
কোথায় হারিয়ে গেলো সেই জজবা! ২৯১
সময়ের ডাক.. ২৯৪

মুজাহিদের গুণ ও বৈশিষ্ট্য

মুজাহিদের গুণাবলি ৩০০
উটের বৈশিষ্ট্য.. ৩০১
আসমান, জমিন এবং পাহাড় ৩০২
শিক্ষা ও উপদেশ.. ৩০৩
কষ্টসহিষ্ণুতা ৩০৫
মজা তো এতেই ৩০৭
সিরিয়ার গভর্নরের সাদাসিধা জীবনযাপন.. ৩০৭
সবর ও ধৈর্য ৩১১
সবর সফলতার দরজা.. ৩১৪
এতায়াত ও আনুগত্য ৩১৫
আনুগত্যের অতুলনীয় গল্প.. ৩১৬
উচ্চতা.. ৩১৮
দৃঢ়তা ও অবিচলতা.. ৩২০
বিনয় ও নম্রতা.. ৩২৩
একিন.. ৩২৫
ইবাদত.. ৩২৬
শত্রুর সাক্ষ্য ৩২৬
আল্লাহর সাহায্য ৩২৮
আসমান থেকে নুসরত তখনই আসবে... .... ৩৩০

কেয়ামত

পরকাল বিশ্বাসের ফল ৩৩৭
একটি শিক্ষণীয় ঘটনা.. ৩৩৯
ইনসাফের দাবি ৩৪২

ঈমান বিল গায়েব ৩৪৪
মহা ভূমিকম্প ৩৪৫
একটি শিক্ষণীয় ঘটনা.. ৩৪৭
সবচেয়ে বড় সংবাদ ৩৪৮
কেয়ামতের আরও কিছু নাম ৩৫০
সবাই নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকবে ৩৫১
যাচাইয়ের দিন.. ৩৫৩
কী হবে আজ!.. ৩৫৫
দুর্বল মানুষ এবং ভয়ঙ্কর শাস্তি.. ৩৫৮
অদ্ভুত মেজাজ.. ৩৬২
ভাণ্ডার ৩৬৫
একটি সূক্ষ্ম বিষয়.. ৩৬৬

জালিমের পরিণতি

কাবিলের পরিণতি ৩৭৩
ফেরাউনের পরিণতি.. ৩৭৩
কারুনের পরিণতি ৩৭৪
হজরত উসমান রাদি.- এর হত্যাকারীদের পরিণতি ৩৭৬
হজরত হুসাইন রাদি. এর হত্যাকারীদের পরিণতি.................... ৩৭৭
আবু মুসলিম খোরাসানির পরিণতি.. ৩৭৮
রুহাইলা ও শাহ আলমের পরিণতি.. ৩৭৯
আল্লাহওয়ালাদের সাথে বাড়াবাড়ির পরিণতি ৩৮৩
লাশ নিখোঁজ.. ৩৮৩
মনের আগুন.. ৩৮৩
হাজ্জাজ বিন ইউসুফের পরিণতি ৩৮৪
কৃত্রিম পাগল ৩৮৬
আখেরাতের আগুন.. ৩৮৭
আল্লাহর দৃষ্টিতে জালিম ৩৮৮
রাসুলুল্লাহ সা.-এর দৃষ্টিতে জালিম ৩৯০
বদদোয়ার ভয় করুন.. ৩৯১

সাইয়িদিনা ইবরাহিম খলিল আইলাইহিস সালাম

نحمده ونصلى على سيد الانبياء والمرسلين امَّا بَعْدُ :

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ، بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ :

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ اِبْرٰهِيْمَ ﴿٦٩﴾ اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ وَقَوْمِهٖ مَا تَعْبُدُوْنَ ﴿٧٠﴾
قَالُوْا نَعْبُدُ اَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عٰكِفِيْنَ ﴿٧١﴾ قَالَ هَلْ يَسْمَعُوْنَكُمْ اِذْ تَدْعُوْنَ
﴿٧٢﴾ اَوْ يَنْفَعُوْنَكُمْ اَوْ يَضُرُّوْنَ ﴿٧٣﴾ قَالُوْا بَلْ وَجَدْنَاۤ اٰبَآءَنَا كَذٰلِكَ
يَفْعَلُوْنَ ﴿٧٤﴾ قَالَ اَفَرَءَيْتُمْ مَّا كُنْتُمْ تَعْبُدُوْنَ ﴿٧٥﴾ اَنْتُمْ وَ اٰبَآؤُكُمُ
الْاَقْدَمُوْنَ ﴿٧٦﴾ فَاِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّيْۤ اِلَّا رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٧٧﴾ الَّذِيْ خَلَقَنِيْ فَهُوَ
يَهْدِيْنِ ﴿٧٨﴾ وَالَّذِيْ هُوَ يُطْعِمُنِيْ وَ يَسْقِيْنِ ﴿٧٩﴾ وَاِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِ
﴿٨٠﴾ وَالَّذِيْ يُمِيْتُنِيْ ثُمَّ يُحْيِيْنِ ﴿٨١﴾ وَالَّذِيْۤ اَطْمَعُ اَنْ يَّغْفِرَ لِيْ خَطِيْٓـَٔتِيْ
يَوْمَ الدِّيْنِ ﴿٨٢﴾ رَبِّ هَبْ لِيْ حُكْمًا وَّ اَلْحِقْنِيْ بِالصّٰلِحِيْنَ ﴿٨٣﴾ وَاجْعَلْ لِّيْ
لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْاٰخِرِيْنَ ﴿٨٤﴾ وَاجْعَلْنِيْ مِنْ وَّرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيْمِ ﴿٨٥﴾
وَاغْفِرْ لِاَبِيْۤ اِنَّهٗ كَانَ مِنَ الضَّآلِّيْنَ ﴿٨٦﴾ وَلَا تُخْزِنِيْ يَوْمَ يُبْعَثُوْنَ ﴿٨٧﴾ يَوْمَ
لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَّلَا بَنُوْنَ ﴿٨٨﴾ اِلَّا مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ

আয়াতের তরজমা

(হে নবী,) তাদেরকে শোনাও ইবরাহিমের বৃত্তান্ত, যখন সে তার পিতা ও সম্প্রদায়কে বলল, তোমরা কীসের ইবাদত করো। তারা বলল, আমরা প্রতিমাদের ইবাদত করি এবং তাদেরই সামনে ধরনা দিয়ে থাকি।

ইবরাহিম বলল, তোমরা যখন তাদেরকে ডকো, তখন তারা কি তোমাদের কথা শোনে কিংবা তারা কি তোমাদের কোনো উপকার বা ক্ষতি করতে পারে? তারা বলল, আসল কথা হলো, আমরা আমাদের বাপ-দাদাদের এমনই করতে দেখেছি। ইবরাহিম বলল, তোমরা কি কখনো গভীরভাবে লক্ষ্য করে দেখছো তোমরা কীসের ইবাদত করো? তোমরা এবং তোমাদের পূর্ববর্তী পিতৃপুরুষগণ? এরা সব আমার শত্রু– এক রাব্বুল আলামিন ছাড়া, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। তারপর

তিনিই আমার পথপ্রদর্শন করেন। এবং আমাকে খাওয়ান ও পান করান। এবং আমি যখন পীড়িত হই, আমাকে শেফা দান করেন। এবং যিনি আমার মৃত্যু ঘটাবেন ফের আমাকে জীবিত করবেন। এবং যার কাছে আমি আশা রাখি, হিসাব-নিকাশের দিন তিনি আমার অপরাধ ক্ষমা করবেন। হে আমার প্রতিপালক, আমাকে হেকমত দান করুন এবং আমাকে নেককার লোকদের অন্তর্ভুক্ত করুন। এবং পরবর্তীকালীন লোকদের মধ্যে আমার পক্ষে এমন রসনা সৃষ্টি করুন, যা আমার সততার সাক্ষ্য দেবে। এবং আমাকে সেই সকল লোকের অন্তর্ভুক্ত করুন, যারা হবে নেয়ামতপূর্ণ জান্নাতের অধিকারী। এবং আমার পিতাকে ক্ষমা করুন। নিশ্চয় তিনি পথভ্রষ্টদের একজন। এবং আমাকে সেইদিন লাঞ্ছিত করবেন না, যেদিন মানুষকে পুনরায় জীবিত করা হবে, যেদিন কোনো অর্থ-সম্পদ কাজে আসবে না। তবে যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে উপস্থিত হবে সুস্থ মন নিয়ে (সে মুক্তি পাবে)।[১]

সম্মানিত সুধীমণ্ডলী, আজ আমরা মহান একত্ববাদী, মূর্তিসংহারক, বাইতুল্লাহ নির্মাণকারী হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালাম-এর 'জিকরে খাইর' শোনার এবং শোনানোর জন্য সমবেত হয়েছি।

সম্মানিত সুধীমণ্ডলী ও প্রিয় বন্ধুরা আমার, দুনিয়াতে মানুষ বড় হওয়ার জন্য অনেক সময় অবৈধ পন্থা অবলম্বন করে। অযোগ্যরা সুপারিশের মাধ্যমে বড় বড় পদ বাগিয়ে নেয়। নকল করে ও ঘুষ দিয়ে মূর্খরা ডিগ্রি লাভ করে। প্রতারক ও ধান্ধাবাজরাও আইন প্রণয়ন পরিষদের সদস্য হয়ে যায়।

প্রিয় বন্ধুরা আমার, মনে রাখবেন, আল্লাহর নিকট বড় হওয়ার জন্য, আল্লাহর কুরবত ও নৈকট্যশীল হওয়ার জন্য এগুলো কোনো কাজে আসে না। আল্লাহ যাকে তার প্রিয়ভাজন বানান, কুরবত ও নৈকট্য দান করেন, মহব্বত ও ভালোবাসা দেন, তাদের কঠিন কঠিন পরীক্ষা নেন।

[১] সুরা শুআরা : ৬৯-৮৯

ইসলামের ইতিহাস ও ঐতিহ্য এ কথাই বলে যে, আল্লাহর যে যত বেশি প্রিয়, যে যত বেশি কাছের, তাকে তত বেশি কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়। আল্লাহ তায়ালার কাছে শুধু মুখের দাবিই যথেষ্ট নয়।

তিনি বারবার পরীক্ষা নেন, পরখ করেন, বাজিয়ে দেখেন– বান্দার দাবি সত্য নাকি কথার ফুলঝুরি। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْٓا اَنْ يَّقُوْلُوْٓا اٰمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ

মানুষ কি মনে করে 'আমরা ঈমান এনেছি' বললেই তাদের পরীক্ষা না করে ছেড়ে দেওয়া হবে?[২]

প্রিয় বন্ধুরা আমার, আল্লাহর এই নিয়ম, এই ধারা নতুন কিছু না। যে ব্যক্তিই আল্লাহর প্রিয়ভাজন হওয়ার দাবি করেছে, তাকে কঠিন থেকে কঠিনতর পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হয়েছে। পরীক্ষা দিয়েই তাকে তার দাবি প্রমাণ করতে হয়েছে।

সুরা আনকাবুতের তৃতীয় নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِيْنَ

অথচ তাদের পূর্বে যারা গত হয়েছে, তাদেরও আমি পরীক্ষা করেছি। সুতরাং আল্লাহ অবশ্যই জেনে নেবেন কারা সত্যনিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছে এবং তিনি অবশ্যই জেনে নেবেন কারা মিথ্যাবাদী।[৩]

একটি প্রশ্ন

এখানে একটি প্রশ্ন জাগে যে, আল্লাহ তায়ালা তো 'আল্লামুল গুয়ুব, আলিমুন বি-যাতিস সুদূর'। তিনি সব জানেন। মানুষের হৃদয়ের গভীর মণিকোঠায় কী লুকিয়ে আছে, এমনকি কার অন্তরে কী কল্পনা অতি গোপনে লালিত হয়, তিনি তার সবই জানেন।

[২] সুরা আনকাবুত : ২

[৩] সুরা আনকাবুত : ৩

তিনি খুব ভালো করেই জানেন–

কে খাঁটি, কে ভেজাল।

কে সত্যবাদী, কে মিথ্যুক।

কে মুনাফিক আর কে ধোঁকাবাজ।

কে তাকে ভালোবাসে মুখে মুখে আর কে তাকে ভালোবাসে হৃদয় থেকে। সবই তিনি জানেন। তা হলে তিনি পরীক্ষা নেন কেন? তার পরীক্ষা নেওয়ার প্রয়োজন কী?

এই প্রশ্নের উত্তর হলো, আল্লাহ তায়ালা দুই কারণে পরীক্ষা নেন। কখনো কখনো ওই ব্যক্তির মধ্যে তার দাবিকৃত যোগ্যতা সত্যি সত্যি আছে কি না, তা দেখার জন্য। আবার কখনো কখনো অন্যদেরকে এ বিষয়টি দেখানো উদ্দেশ্য থাকে যে, দেখো, এই ব্যক্তির ভেতর কোন কোন যোগ্যতা রয়েছে। এ কত উন্নত গুণের অধিকারী!

দেখুন, পিতা অনেক সময় তার প্রজ্ঞা-দীপ্ত সন্তানের, শিক্ষক তার মেধাবী ছাত্রের অন্যদের সম্মুখে কঠিন কঠিন প্রশ্ন করে। এই প্রশ্নের উদ্দেশ্য কি তাকে অন্যদের সামনে ছোট করা? অপমানিত করা? তার যোগ্যতার পরীক্ষা নেওয়া?

না। পিতা বা শিক্ষকের উদ্দেশ্য কখনোই তা থাকে না। তারা তো আগের থেকেই তার মেধা, বুদ্ধিমত্তা, বিচক্ষতা ও গুণাবলি সম্পর্কে পূর্ণ অবগত। সবার সামনে তাদের প্রশ্ন করার আসল উদ্দেশ্য থাকে, সন্তান ও ছাত্রের যোগ্যতার প্রকাশ ঘটানো। সবাইকে তার যোগ্যতা সম্পর্কে অবগত করা। সেই সঙ্গে এই উদ্দেশ্যও থাকে যে, আমি যে আমার এই ছেলেকে, আমার এই ছাত্রকে এত ভালোবাসি, তার কারণ এই...। এ-ই সত্যিকার ভালোবাসা পাওয়ার হকদার।

প্রিয় বন্ধুরা আমার, আল্লাহ তায়ালা যখন তার কোনো বান্দার আযমত ও মর্যাদা বাড়াতে চান, মহব্বত ও ভালোবাসা দিতে চান, তাকে কঠিন কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন করেন। যা কল্পনা করলে অন্যদের শরীরে কম্পন শুরু হয়ে যায়।

আল্লাহ তায়ালা হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালামকে তার খলীল বানিয়েছেন। দুনিয়াতে নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব দিয়েছেন। বিশ্বজোড়া খ্যাতি ও

সম্মান দিয়েছেন। এজন্য কেউ এ কথা ভাবতে পারে যে, আচ্ছা, হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালাম-এর মধ্যে এমন কী গুণ আর বৈশিষ্ট্য ছিল, যার কারণে তাকে এমন সম্মান ও মর্যাদা দেওয়া হলো? এমন খ্যাতি ও ক্ষমতা দেওয়া হলো?

আল্লাহ তায়ালা তার যেসব কঠিন পরীক্ষা নিয়েছেন, পবিত্র কুরআনে সেসবের বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। প্রতি পদে তাকে পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়েছে।

কখনো পরিবারের মুখোমুখি হতে হয়েছে...।

কখনো ক্ষমতাশালীদের মুখোমুখি হতে হয়েছে...।

কখনো স্ত্রী-সন্তানদের নিয়ে পরীক্ষা দিতে হয়েছে...।

আল্লাহ তায়ালা পদে পদে এই মহান একত্ববাদী নবীর পরীক্ষা নিয়েছেন। কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যও তিনি বিচলিত হননি। তার পায়ে কম্পন সৃষ্টি হয়নি। প্রতিটি পরীক্ষাতেই তিনি কৃতকার্য হয়েছেন। সফলতা লাভ করেছেন। তার সেই সফলতার কথা আল্লাহ তায়ালা তার পবিত্র কালাম কুরআন মাজিদেও বর্ণনা করেছেন। সুরা বাকারায় ইরশাদ করেন–

وَاِذِ ابۡتَلٰۤى اِبۡرٰهٖمَ رَبُّهٗ بِكَلِمٰتٍ فَاَتَمَّهُنَّ

> এবং (সেই সময়কে স্মরণ করো) যখন ইবরাহিমকে তার প্রতিপালক কয়েকটি বিষয় দ্বারা পরীক্ষা করলেন এবং সে তা পূরণ করল।[৪]

ইনশাআল্লাহ, আল্লাহ তায়ালা তাওফিক দিলে, হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালাম-এর সেসব পরীক্ষা আপনাদের সম্মুখে সংক্ষেপে আলোচনা করব।

প্রিয় বন্ধুরা আমার, দোয়া করুন, আল্লাহ তায়ালা যেন আমাদেরকেও প্রতিটি পরীক্ষায় কৃতকার্য করেন, সফলতা দান করেন।

ইবরাহিম আলাইহিস সালাম-এর প্রথম পরীক্ষা

[৪] সুরা বাকারা : ১২৪

হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালাম প্রথম পরীক্ষার সম্মুখীন হন, যখন তিনি পৃথিবীতে আগমন করেন। তিনি যেই পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন, সেই পরিবারের তত্ত্বাবধায়ক অর্থাৎ তার পিতা আজার ছিল মূর্তিপূজারি। শুধু মূর্তিপূজারিই না, সে একজন মূর্তি-নির্মাণকারী ও মূর্তি-বিক্রেতাও ছিল। যেকোনো মানুষের জন্য পারিবারিক ঐতিহ্যকে অগ্রাহ্য করা, পারিবারিক ঐতিহ্যের বিরোধিতা করে বিপরীত স্রোতে চলা অনেক কঠিন কাজ। অসংখ্য মানুষ পথভ্রষ্ট হয়েছে শুধু এই কারণে। তারা তাদের পিতৃপুরুষের ঐতিহ্যের বাইরে আসতে পারেনি। পারিবারিক ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে পারেনি। পারিবারিক ঐতিহ্যের অনুকরণ করাকেই তারা জাতীয় ও বংশীয় দায়িত্ব মনে করেছে। এ ধরনের বংশপূজাকে পবিত্র কুরাআন জাহালত ও মূর্খতা বলেছে।

কিন্তু হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালাম পিতার সম্মানের প্রতি যথাযথ খেয়াল রেখে অত্যন্ত দুঃসাহসিকতার সঙ্গে তার ভুল ধরিয়ে দিয়েছেন। পবিত্র কুরআনের সুরা মারয়ামে ঘটনাটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে–

وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ اِبْرٰهِيْمَ ۬ اِنَّهٗ كَانَ صِدِّيْقًا نَّبِيًّا ﴿٤١﴾ اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ يٰۤاَبَتِ لِمَ
تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَ لَا يُبْصِرُ وَ لَا يُغْنِيْ عَنْكَ شَيْـًٔا

এ কিতাবে ইবরাহিমের বৃত্তান্তও বিবৃত করো। নিশ্চয় সে ছিল সত্যনিষ্ঠ নবী। স্মরণ করো, যখন সে নিজ পিতাকে বলেছিল, বাবা, আপনি এমন কেন কিছুর ইবাদত করেন, যা কিছু শোনে না, দেখে না এবং আপনার কোনো কাজও করতে পারে না।[৫]

আপনি এসব নিষ্প্রাণ মূর্তির তার অনুসরণ করেন, যা শুনতেও পায় না, দেখতেও পায় না; ক্ষতিও করতে পারে না, উপকারও করতে পারে না। সে তো এতটাই অসহায় যে, নিজেই উঠতে পারে না, বসতে পারে না। অন্যের সাহায্যের মুখাপেক্ষী সে নিজেই।

বাবা, আপনি আল্লাহকে পাওয়ার যে পথ গ্রহণ করেছেন, তা পুরোই ভ্রান্ত! আপনি এই ভ্রান্ত পথ পরিহার করে আমার অনুসরণ করুন। তাওহিদ একমাত্র মুক্তির পথ। হাতে বানানো এসব মূর্তি কোনোভাবেই আপনাকে মুক্তি দিতে পারবে না।

[৫] সুরা মারয়াম : ৪১, ৪২

বাবা, আপনি যদি আমার ইত্তেবা করেন, অনুসরণ করেন, আমি ইনশাআল্লাহ আপনাকে মুক্তির পথ দেখাতে পারব। আপনার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে পারব।

আমার অনুসরণ করবেন কেন? কারণ আমার নিকট যে ইলম আছে, আপনার নিকট তা নেই।

হ্যাঁ, আমি মানি, আপনি অনেক কিছু জানেন। দুনিয়ার বাহ্যিক অনেক বিষয়ের জ্ঞান আপনার আছে। আপনি অনেক বড়মাপের শিল্পী। পাথর কেটে উন্নতমানের মূর্তি বানাতে পারেন। এই শিল্প-জ্ঞান আপনার আছে। কিন্তু অহির ইলম আপনার নেই। অহির ইলম কেবল আমার কাছেই আছে। মারেফাত ও হেদায়েতের ইলম কেবল আমার কাছেই। কোন পথ অবলম্বন করলে আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছা যাবে, বাবা, আপনি তা জানেন না। জানি আমি।

يٰۤاَبَتِ اِنِّيْ قَدْ جَآءَنِيْ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَاْتِكَ فَاتَّبِعْنِيْۤ اَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا ﴿٤٣﴾
يٰۤاَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطٰنَ ؕ اِنَّ الشَّيْطٰنَ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ عَصِيًّا

বাবা, আমার নিকট এমন এক জ্ঞান এসেছে, যা আপনার কাছে আসেনি। কাজেই আপনি আমার কথা শুনুন, আমি আপনাকে সরল পথ বাতলে দেব।[৬]

এখান থেকে এ কথা জানা যায় যে, দীনি ইলম যার কাছে আছে, বয়সে সে ছোট হলেও জ্ঞানী। চক্ষুষ্মান। আর বয়স, অর্থ-সম্পদ ও পদ-পদবির দিক থেকে বড় হলেও, প্রকৃতপক্ষে সে মূর্খ। অন্ধ। কোনো অন্ধ ব্যক্তি যদি শুধু এ কারণে চক্ষুষ্মান ছোটর হাত ধরতে লজ্জা অনুভব করে যে, ও ছোট, আমি কেন ওর হাত ধরব, ওর সহযোগিতা নেব, তা হলে সে নিশ্চিত গর্তের ভেতর নিপতিত হবে। হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালাম তার পিতা মূর্তিপূজারি আজারকে স্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছেন, বাবা, আপনি যদি আমার অনুসরণ না করেন, আপনাকে আল্লাহর আজাব থেকে কেউ বাঁচাতে পারবে না।

يٰۤاَبَتِ اِنِّيْۤ اَخَافُ اَنْ يَّمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ فَتَكُوْنَ لِلشَّيْطٰنِ وَلِيًّا

[৬] সুরা মারয়াম : ৪৩-৪৪

> বাবা, শয়তানের ইবাদত করবেন না। নিশ্চয়ই শয়তান দয়াময়ের অবাধ্য।[৭]

পবিত্র কুরআনের ভাষা-অলঙ্কারের প্রতি কুরবান হোন। এখানে পবিত্র কুরআন عذاب من القهار বা عذاب من الجبار বাক্য ব্যবহার করেনি। অথচ আল্লাহ তায়ালা যেখানে তার আজাবের ভয় দেখান, সতর্ক করেন, সেখানে قهاريت (কাহহার) جباريت (জাব্বার) শব্দই ব্যবহার করে থাকেন। তার জাব্বারিয়াত ও কাহহারিয়াতের আলোচনাই করেন। কিন্তু এখানে আল্লাহ তায়ালা عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمٰنِ বাক্য ব্যবহার করেছেন। এই বাক্য ব্যবহার করে আল্লাহ তায়ালা এই বার্তাই দিতে চেয়েছেন যে, তিনি কাউকে আজাবে ফেলতে চান না। তিনি চান প্রতিটি মখলুকই যেন আজাব থেকে নিরাপদ থাকে। কিন্তু কোনো দুর্ভাগা যখন শিরক, কুফর ও মূর্তিপূজার পথ গ্রহণ করে, নিজেকে জাহান্নামের ইন্ধনে পরিণত করে, তখন সে রহমান হওয়া সত্ত্বেও তাকে আজাব থেকে বাঁচাতে পারেন না।

হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালাম ভদ্রতা, শিষ্টতা ও পিতার মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রেখে অত্যন্ত মার্জিত এবং বোধগম্য ভাষা ব্যবহার করেন। কিন্তু উত্তরে পিতা আজার অত্যন্ত রূঢ় এবং কঠোর শব্দে ধমক দেন। পবিত্র কুরআন আজারের সেই শব্দমালাও তুলে ধরেছে। ইরশাদ হচ্ছে–

قَالَ اَرَاغِبٌ اَنْتَ عَنْ اٰلِهَتِیْ یٰۤاِبْرٰهِیْمُ ۚ لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهِ لَاَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِیْ مَلِیًّا

> তার পিতা বলল, ইবরাহিম, তুমি কি আমার উপাস্যদের থেকে বিমুখ? তুমি যদি এর থেকে নিবৃত্ত না হও, তবে আমি অবশ্যই তোমার উপর পাথর নিক্ষেপ করব। আর এখন তুমি চিরদিনের জন্য আমার থেকে দূর হয়ে যাও।[৮]

---

[৭] সুরা মারয়াম : ৪৫
[৮] সুরা মারয়াম : ৪৬

বিষয়ভিত্তিক শ্রেষ্ঠ বয়ানসংকলন

নিদায়ে মিম্বার

(পঞ্চম খণ্ড)

মূল

মাওলানা মুহাম্মাদ আসলাম শেখোপুরী রহ.

অনুবাদ

মুহাম্মাদ নূরুয্যামান

তাকমিল, মাদরাসা বাইতুল উলূম, ঢালকানগর, ঢাকা

ইফতা, মারকাজুল বুহুস আল ইসলামীয়া, মিরপুর, ঢাকা

ইত্তিহাদ

পা ব লি কে শ ন

ইত্তিহাদ পাবলিকেশন

কওমি মার্কেট, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

০১৯৭৯-৭৬৪৯২৬, ০১৮৪৩-৯৮৪৯৮৪

Email : ettihadpub@gmail.com

facebook.com/Ettihadpublication

বই	নিদায়ে মিম্বার (পঞ্চম খণ্ড)
মূল	মাওলানা মুহাম্মাদ আসলাম শেখোপুরী রহ.
অনুবাদ	মুহাম্মাদ নূরুয্যামান
বানানসংশোধন	আহসান ইলিয়াস
প্রকাশকাল	জুন ২০২০
দ্বিতীয় মুদ্রণ	সেপ্টেম্বর ২০২২
প্রকাশক	মাওলানা মুহাম্মাদ ইসহাক
প্রচ্ছদ	শাহ ইফতেখার তারিক
অনলাইন পরিবেশক	রকমারি. কম, ওয়াফিলাইফ
সর্বস্বত্ব	ইত্তিহাদ পাবলিকেশন
মূল্য	৫০০ (পাঁচশত)

ISBN : 978-984-96895-6-0

উৎসর্গ

আমার আল্লাহ, কত মেহেরবান তিনি, কত অফুরান তার দয়া; চাইলেও দেন, না চাইলেও দেন। যে চায় তাকে আরও বেশি দেন। যে চায় না তাকে চাওয়ার প্রেরণা দেন। আর যে অন্যকে চাইতে শেখায় তাকে নিজের চাওয়ার ভুল ধরিয়ে দেন। শুধু এজন্য যে, তিনি সবাইকে দিতে চান।

হে চির দয়াময়, হে মহাদানশীল, কাউকে মাহরুম কর না। যেভাবে চাইলে পাব, যে পথে চললে পাব, যেভাবে ভাবলে পাব, সেভাবে চাওয়ার ভাষা দাও, সে পথে চলার শক্তি দাও, সেভাবে ভাবার তাওফিক দাও। আজকের এ নজরানাটুকু কবুল করো। বঞ্চিত করো না হে মালিক! দেবে বলেই তো রেখেছ, তবে কেন আমরা বঞ্চিত হবো। দাও, আরো দাও, যা আমাদের মনে আছে তা-ও দাও। যা মনে নেই, তুমি জান, তা-ও দাও।

যদি ধারণ করতে না পারি, ধারণ করার তাওফিক দাও। যত দুর্বলতা আছে সব ঘুচিয়ে দাও। মনের সব সংকীর্ণতা মুছে দাও। সাফ করে দাও আত্মার সব জঞ্জাল। তবু আমরা পেতে চাই তোমার করুণা, কিছুতেই মাহরুম হতে চাই না।

-অনুবাদক

অনুবাদকের আরজ

দয়াময় আল্লাহর দরবারে কোটি কোটি শোকর, 'নিদায়ে মিম্বার' পঞ্চম খণ্ডটি পাঠকের হাতে তুলে দেওয়ার তাওফিক দিয়েছেন- আলহামদুলিল্লাহ। তার একান্ত দয়া না হলে এত অল্প সময়ে কাজ শেষ করার কোনো উপায় ছিল না। সুতরাং সকল প্রশংসা একমাত্র তার।

এটি মূলত পাকিস্তানের খ্যাতিমান আলেম শহিদ মাওলানা মুহাম্মাদ আসলাম শেখপুরি রহ. এর ভাষণের সংকলন। বাংলাভাষায় এটিই এর প্রথম প্রকাশ। উদ্যোগটি সত্যিই যুগান্তকারী। এজন্য ইত্তিহাদ-এর স্বত্বাধিকারী মাওলানা মুহাম্মদ ইসহাককে আন্তরিক মোবারকবাদ। সময়োপযোগী এ পদক্ষেপের জন্য কোটি কোটি বাঙালি পাঠকের পক্ষ থেকে তিনি পাবেন সাধুবাদ। বাংলাভাষার গ্রন্থভাণ্ডারে এ নতুন সংযোজনের জন্য ইতিহাসে তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

বাংলাভাষায় ভাষণসংকলনের পরিমাণ মোটামুটি সমৃদ্ধ। তবে সিংহভাগই অনুবাদ। আরবি থেকে যেমন হয়েছে, তেমন উর্দু থেকেও। হাদিস ছাড়াও খুলাফায়ে রাশেদিন থেকে শুরু করে সোনালি যুগের বহু মনীষীর বাণী ও ভাষণের আরবিসংকলন বাংলায় অনূদিত হয়েছে। উর্দু থেকে অনুবাদকৃত কয়েকটি বৃহৎ কলেবরের বয়ানসংকলন বাজারে আছে। তবে আরবি-উর্দু উভয় ভাষায় এ বিষয়ে কাজ করার এখনো প্রচুর সুযোগ আছে।

দুঃখজনক হলো বাংলার বিষয়টি। স্বাধীনতার পর থেকে এদেশে বড় বড় বুজুর্গ আলেম অতিবাহিত হয়েছেন। কিন্তু তাদের বয়ান সেভাবে সংকলিত হয়নি। যারা অতীত হয়ে গেছেন চেষ্টা করলে তাদের বয়ানগুলো এখনো গুছিয়ে প্রকাশ করা যায়। উম্মাহর অনেক ফায়দা হতে পারে তাতে। বর্তমানে যারা আছেন, তাদের বয়ানগুলো অতি যত্ন সহকারে সংকলন করা উচিত। সত্যিকার দীনি চেতনাবোধসম্পন্ন প্রকাশকরা যদি এগিয়ে আসেন তা হলে এক্ষেত্রে অনেক কাজের সুযোগ আছে। আমাদের বড়রা যে পরিমাণ বয়ান করেন, সে পরিমাণ লেখেন না। দেখা যায় তাদের ইলম ও অভিজ্ঞতার ফল বয়ানের মাধ্যমেই তারা বিতরণ করেন। সুতরাং যদি গ্রন্থবদ্ধ করা না হয় তা হলে একসময় হারিয়ে যাওয়াটাই স্বাভাবিক। হয়তো অনেক হারিয়েও গেছে।

মাওলানা মুহাম্মাদ আসলাম শেখপুরি রহ. ছিলেন একবিংশ শতাব্দীর একজন দরদি আলেম ও বিদগ্ধ চিন্তাবিদ, সর্বদা যিনি মুসলিম উম্মাহর অধঃপতন নিয়ে ভাবতেন। উম্মাহর ক্রমবর্ধমান অবক্ষয় তার বুকে খচখচ করে বিঁধত।

তিনি ছিলেন প্রকৃত ওয়ারিসে নবির মূর্তপ্রতীক। উম্মাহর ব্যথায় নবির হৃদয় যেমন কাঁদত, তেমনি ছিল উম্মাহর জন্য তার হৃদয়ের কান্না। তাই যেদিন থেকে তিনি ওয়ারিসে নবির দস্তার মাথায় পরেছিলেন, সেদিন থেকে নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন উম্মাহর কল্যাণে। সেদিন থেকে তার মিশন ছিল উম্মাহর দ্বারে-দ্বারে নবির আহ্বান পৌঁছে দেওয়া। তার চাওয়া ছিল একটাই, কী করে উম্মাহ ফিরে আসে নবির পথে, কী করে আবার জেগে ওঠে উম্মাহর জীবনে নবির আদর্শ।

তাই তার প্রতিটি কথা ও কর্ম এবং প্রতিটি চিন্তা ও মর্ম থেকে ঠিকরে পড়ত নববি চেতনা ও উম্মাহর বেদনা। তার ভাষণের প্রতিটি বাক্য যেন চেতনার এক একটি মশাল। প্রতিটি ভাষণই মুক্ত হৃদয়ের যেকোনো পাঠককে সরল পথের দিশাদানের জন্য যথেষ্ট।

***

এ কিতাবের অনুবাদের জন্য কয়েকজনকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। পঞ্চম খণ্ডটি ছিল আমার দায়িত্বে। অনুবাদের ক্ষেত্রে আমি চেষ্টা করেছি মূলের মর্ম ও আবেদন যথাযথভাবে ফুটিয়ে তুলতে। ভাষার দৈন্য ও সময়ের স্বল্পতা বার বার আমাকে চিন্তিত করেছে সত্য, তবে চেষ্টায় কোনো খাদ ছিল না। জানি না কতটুকু সফল হয়েছি।

অনুবাদের মান সম্পর্কে কিছু বলতে চাই না। কেমন হয়েছে বিজ্ঞ পাঠক ভালো বলতে পারবেন। ভালো কিছু হলে তা সম্পূর্ণই দয়াময়ের দান। তবে যেহেতু এটি কোনো রচনা নয়, বরং সাধারণ কথ্যরূপে উপস্থাপিত ভাষণ, তাই পাঠকসমীপে অনুরোধ থাকবে, পড়ার সময় বিষয়টি মনে রাখবেন। আমি ভাষণের মূল মর্ম অক্ষুণ্ণ রেখে সাধ্যমতো চেষ্টা করেছি লেখায় রূপ দিতে। কিন্তু লেখা ও কথার গতি যেহেতু এক নয়, তাই সর্বক্ষেত্রে হয়তো লেখার গতি আসেনি।

প্রকাশক মহোদয় 'অনুবাদকের আরজ' লিখতে বলার পর থেকে একটি কথা বার বার মনে পড়ছে। তা হলো দুজন মানুষের 'কৃতজ্ঞতা স্বীকার'। প্রথমত প্রকাশক মাওলানা মুহাম্মদ ইসহাক এবং দ্বিতীয়ত নাশাত পাবলিকেশন-এর স্বত্বাধিকারী মাওলানা আহসান ইলিয়াস। এ অনুবাদকর্মে আমার কৃতিত্বের কিছু নেই। শুরু থেকে শেষ পুরোটা আল্লাহর দান এবং এ দুজনের এহসান। এ কাজের জন্য আমাকে নির্বাচন করে তারা যে অকৃত্রিম স্নেহবোধের পরিচয় দিয়েছেন, তা আজীবন মনে থাকবে। যোগ্যতার মাপকাঠিতে আমার নাম

আসার কথা ছিল না। সুতরাং তাদের এ ঋণ কোনোদিন শোধ করতে পারব না।

বিশেষ করে মাওলানা আহসান ইলিয়াস ভাইয়ের উপকারের কথা কখনোই ভুলতে পারব না। শত ব্যস্ততার মধ্যেও তিনি পুরো পাণ্ডুলিপিটি মনোযোগ সহকারে দেখে দিয়েছেন। আমার প্রথম বইটিও তার হাত ধরেই আলোর মুখ দেখেছিল। সেই থেকে তার সাথে পরিচয়। তবে এখন তিনি আমার লেখালেখির শিক্ষক। বানানসংশোধনে তার দক্ষতা সত্যিই অবাক হওয়ার মতো।

অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে এ দুজনকে জানাই জাযাকাল্লাহ। কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, প্রকাশনার ময়দানে আল্লাহ যেন তাদের স্বপ্ন পূরণ করেন। আমিন।

পরিশেষে পাঠকের সমীপে রইল দোয়ার মিনতি। আল্লাহ যেন এ অনুবাদের মাধ্যমে সবাইকে যথাযথভাবে উপকৃত হওয়ার তাওফিক দান করেন। স্পষ্টভাষণ ও সত্যকথনের অপরাধে নিহত মাওলানা শেখপুরি রহ. কে শাহাদাতের মর্যাদা দান করেন। সেই সাথে সংকলক, প্রকাশক, অনুবাদক, সম্পাদক এবং সংশ্লিষ্ট সকলের শ্রমকে তার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কবুল করেন এবং সবার পরকালের নাজাতের ওসিলা বানিয়ে দেন। আমিন।

বিনয়াবনত

মুহাম্মাদ নূরুয্যামান

সূচিপত্র

প্রিয়নবি সা. এর অন্তিম উপদেশ

হাদিসে এ তিন আয়াতের গুরুত্ব ২৩
১. শিরক না করা ২৪
২. পিতা-মাতার সঙ্গে উত্তম আচরণ ২৯
১. 'উফ' বলো না ৩১
২. নরম ও মিষ্টি ভাষায় কথা বলবে ৩১
৩. ভালবাসার সাথে, নম্রভাবে মাথা নত করে দাও ৩২
৪. তাদের জন্য দোয়া করো ৩২
৫. অন্তর থেকে তাদেরকে সম্মান ও ভক্তি-শ্রদ্ধা করা ৩২
৩. সন্তান হত্যা না করা ৩৩
পরিবার পরিকল্পনা ৩৫
আল্লাহর রীতি ৩৬
আত্মিকভাবে হত্যা ৩৮
৪. অশ্লীলতা ৩৯
লজ্জা ঈমানের অংশ ৪১
৫. অন্যায় হত্যা ৪৩
মুসলমানদের রক্ত ঝরানো ৪৪
এতিমের সম্পদ ৪৬
এতিমের মালের বৈশিষ্ট্য ৪৭
সাহাবায়ে কেরামের সতর্কতা ৪৮
৭. ওজনে বেশকম না করা ৫০
বিস্ময়কর তত্ত্ব ৫১
আল্লাহকে ভয় করার শুভ পরিণাম ৫২
কম-বেশ করার আরো কিছু ক্ষেত্র ৫৪
ন্যায় ও ইনসাফ ৫৪
ইসলামের বিজয় ৫৫
দীন ও আখেরাতের ক্ষতি ৫৬
অঙ্গীকার পালন ৫৮
অঙ্গীকার পূরণ ৬০
দলাদলি ৬২
উম্মাহর জন্য মায়া ৬৩

হজরত ইউসুফ আ. এর ঘটনা থেকে শিক্ষা

হিংসার ব্যাধি ৬৮
ধৈর্য ও অবিচল বিশ্বাস ৭১
আরেক পরীক্ষা ৭৫
সংযম ও দৃঢ়তা ৭৭
আল্লাহর সাহায্য ৭৯
একটি শিক্ষণীয় ঘটনা ৮০
হায়রে মানুষ! ৮৪
নিষ্কলঙ্ক ও নিষ্কলুষ ৮৬
ভদ্রতা ৮৭
কথা তো সেটি... ....৮৮
কষ্টের পরে সুখ ৯১
ক্ষমতাসীনদের দাপট ৯২
আল্লাহর মহিমা ৯৪
কৃতজ্ঞতা ৯৫
আল্লাহর সম্মুখে নবিগণও অসহায় ৯৬
ক্ষমা ও মার্জনা ৯৬
একটি সূক্ষ্ম তত্ত্ব ৯৭
আমার প্রিয়নবির আদর্শ ৯৯

রোজার গুরুত্ব ও তাৎপর্য

মধুর ডাক ১০৫
সব ধর্মে রোজা ১০৮
সমস্ত শিক্ষার সারমর্ম ১১০
রোজার তাৎপর্য ১১১
অনুশীলনী ১১২
রোজার ফজিলত ১১৪
সবচে বড় পুরস্কার ১১৬
মুসলিম উম্মাহর বৈশিষ্ট্য ১১৯
এ মাস আর আসবে না ১১৯
দুর্ভাগা ১২১
রমজানের মহত্ত্ব সম্পর্কে অবগত ১২২
সাহাবিদের অবস্থা ১২৩

রোজার আদব ১২৬
চোখের হেফাজত ১২৭
জবানের হেফাজত ১২৭
কানের হেফাজত ১২৯
সমস্ত অঙ্গের হেফাজত ১২৯
বেশি খাবেন না ১৩০
ভয় ও আশা ১৩২
চেষ্টা ও দোয়া ১৩৩

হযরত আলী রা.

ভাগ্যবান মানুষ ১৩৮
পূর্ণাঙ্গ ঈমান ১৪১
আল্লাহ ও তার রাসুলের ভালোবাসা ১৪৩
অতুলনীয় ভালোবাসা ১৪৪
শ্রদ্ধা ও ভক্তি ১৪৫
বীরত্বের প্রতীক ১৪৬
বদর ১৪৬
উহুদ ১৪৭
খন্দক ১৪৭
খায়বার ১৪৮
শ্রেষ্ঠ বিচারক ১৪৮
দুনিয়াবিমুখতা এবং অমুখাপেক্ষিতা ১৪৯
ন্যায়পরায়ণতা ১৫০
প্রথম খলিফার আস্থা ও তার সাথে সম্পর্ক ১৫২
দ্বিতীয় খলিফার আস্থা ও তার সাথে সম্পর্ক ১৫৩
তৃতীয় খলিফার আস্থা ও তার সাথে সম্পর্ক ১৫৫
হজরত আলি রা. এর শাহাদাত ১৫৬
শাহাদাত ১৫৯
ইলম ও হেকমতকে হত্যা ১৬০

জান্নাত ও জান্নাতের আমল
(প্রথম পর্ব)

সম্বোধন এবং সুসংবাদ ১৬৮
একটি সূক্ষ্ম কথা ১৬৯

জান্নাতিদের বৈশিষ্ট্য ১৭০
প্রকৃত আনন্দ ১৭২
অফুরন্ত সুখ ১৭৪
জান্নাতের নেয়ামতরাজি ১৭৫
জান্নাতের খাবার ও পানীয়সমূহ ১৭৬
হুর-গেলমান ১৭৭
দারুস সালাম ১৮০
জান্নাতের আরও কিছু নাম ১৮১
সবচেয়ে বড় নেয়ামত ১৮২
নৈকট্যের মর্যাদা ১৮৪
কয়েকটি প্রশ্ন ও তার উত্তর ১৮৪
নিজের সাথে তুলনা! ১৮৫

জান্নাতের আমলের বর্ণনা
(দ্বিতীয় পর্ব)

জান্নাতের আমল ১৮৯
এক. ঈমান ও নেক আমল ১৯০
ইমানের গুরুত্ব ১৯১
নেক আমল ১৯২
বান্দার হক আদায় করা ১৯৩
এতিম ১৯৩
বিধবা ও অসহায় ১৯৪
পিতা-মাতা ১৯৪
সৃষ্টির সেবা ১৯৫
উত্তম চরিত্র ১৯৭
ধৈর্য ১৯৮
শোকর ১৯৯
সততা ও ওয়াদা রক্ষা ২০০
নম্র আচরণ ২০১
জিহাদ ২০২
যাদের হৃদয়ে ছিল দৃঢ় বিশ্বাস ২০৩

জাহান্নাম ও জাহান্নামের আমল
(প্রথম পর্ব)

আল্লাহ তায়ালার গুণাবলি....২০৮
আল্লাহর গুণ সম্পর্কে ভুল ধারণা.... ২১০
মায়াবী ভাষা....২১১
ও আমার পিয়াসী!.... ২১২
একটি চমকপ্রদ তথ্য....২১৩
জাহান্নামের শাস্তি....২১৪
জাহান্নামের বেড়ি ও শেকল....২১৭
জাহান্নামিদের খাদ্য ও পানীয়....২১৮
জাহান্নামের পোশাক.... ২২১
জাহান্নামিদের ঝগড়া.... ২২১
জাহান্নামিদের আবদার....২২২
দোষ তো আমাদের.... ২২৪
একটি সিন্ধি গল্প....২২৬
বিশ্বাস যাদের দৃঢ়....২২৬

জাহান্নাম ও জাহান্নামের আমল
(দ্বিতীয় পর্ব)

প্রথম আমল : কুফুর-শিরক.... ২৩১
দ্বিতীয় আমল : নামাজ না পড়া....২৩২
জাকাত না দেওয়া.... ২৩৩
হারাম সম্পদ উপার্জন করা....২৩৫
অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অবৈধ ব্যবহার....২৩৭
সিনেমা ও যাত্রা....২৩৯
বান্দার হক নষ্ট করা.... ২৪০
আত্মিক রোগ....২৪১
চারিত্রিক অবক্ষয়.... ২৪২
মিথ্যা বলা.... ২৪২
ওয়াদা ভঙ্গ ও খিয়ানত.... ২৪২
নির্লজ্জতা.... ২৪২

ইহুদি ও তাদের দোসর

ইহুদিদের অনুকরণে মুসলিম উম্মাহ.... ২৪৯
ইহুদিবাদী আলেমদের অপকর্ম.... ২৪৯
প্রথম অপরাধ.... ২৫০
দ্বিতীয় অপরাধ....২৫১
তৃতীয় অপরাধ : বিকৃতি ও পরিবর্তন....২৫২
চতুর্থ অপরাধ : দলাদলি....২৫৩
পঞ্চম অপরাধ : অসৎ কাজে বাধা না দেওয়া....২৫৩
আখেরাত সম্পর্কে ভুল আকিদা....২৫৫
জাদু-টোনা....২৫৬
লেনদেনে গড়মিল.... ২৫৭
গোটা জাতির স্বভাব বিকৃতি....২৫৮
জীবনের জন্য কঠিন ভালোবাসা....২৫৯
অকৃতজ্ঞতা.... ২৬১
শুনত কিন্তু মানত না....২৬৩
চিরস্থায়ী লাঞ্ছনা.... ২৬৪
আমরাই বা বাদ কেন?....২৬৫
মুকতাদি নয়, ইমাম হোন....২৬৬
সুন্নতের জন্য সাহাবিগণের প্রেরণা....২৬৬
কোথায় তারা, কোথায় আমরা.... ২৬৭

মুসলিম রমণী
(নারীদের এক সমাবেশে প্রদত্ত ভাষণ)

মুসলিম রমণীদের ১০টি গুণ....২৭১
সবার জন্য দশ গুণ.... ২৭৫
ইতিহাসের সাক্ষ্য....২৭৭
হজরত হাজেরা আ.....২৭৭
হজরত মুসা আ. এর জননী.... ২৭৯
হজরত মারিয়াম আ..... ২৭৯
হজরত খাদিজা রা..... ২৮১
নারীর মর্যাদা....২৮২
হজরত আয়েশা সিদ্দিকা রা..... ২৮৪

প্রথম শাহাদাত ২৮৫
হজরত ফাতিমা বিনতে খাত্তাব রা. ২৮৭
তাওহিদের নেশা ২৮৮
উম্মে হাকিম রা. ২৮৯
হজরত উম্মে সুলাইম রা. ২৯০
হজরত ফাতিমাতুয যাহরা রা. ২৯২
নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য জানুন ২৯৩
আদর্শ কে? ২৯৪
ধ্বংসের উপকরণ ২৯৫
একটি গৌরবোজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ২৯৬
নিজেকে বদলে ফেলুন ২৯৮
একজন খোদাভীরু বাদশাহর ঘটনা ২৯৮
ঈর্ষণীয় জননীগণ ২৯৯
হজরত নিজামুদ্দীন আউলিয়া রহ. এর জননী ৩০১
ইমাম শাফেয়ি রহ. এর জননী ৩০২
হজরত উমর বিন আবদুল আজিজ রহ. এর স্ত্রী ৩০৩
প্রয়োজন তো এর-ই ৩০৪

নাটক ও সিনেমা

যোগাযোগ মাধ্যমের অনৈতিক ব্যবহার ৩১০
বিজ্ঞাপণ বাণিজ্য ৩১২
সবচেয়ে শক্তিশালী ভূমিকা ৩১২
সময়ের অপচয় ৩১৩
পাঁচটি মূল্যবান বিষয় ৩১৫
নতুন প্রজন্ম ধ্বংস ৩১৮
আছে কেউ উপদেশ গ্রহণ করার? ৩১৯
অপর দিক ৩২০
ঘরের সাক্ষ্য ৩২১
ঘরের খবর নিন ৩২২
স্বাস্থ্য নষ্ট ৩২৩
সম্পদ নষ্ট ৩২৪
লজ্জাশীলতা বিলুপ্তি ৩২৭

প্রেমের ভূত ৩২৮
চরম নির্দয়তা ৩২৯
দীনদারি ধ্বংস ৩৩০
আখেরাতের ক্ষতি ৩৩২
কবরের আজাব ৩৩৩

পবিত্রতা ও পরিশুদ্ধতা

সর্বময় পবিত্রতা ৩৪০
অন্তরের পরিশুদ্ধতা ৩৪১
নবিদের কর্মপন্থা ও পার্থিব আইনের মধ্যে পার্থক্য ৩৪২
যাদের অন্তর পরিশুদ্ধ হয়েছিল ৩৪৪
আত্মার ব্যাধি ৩৪৬
উপায়-উপকরণ ৩৪৯
দৃষ্টির পবিত্রতা ৩৫০
এমন সওয়াব, এমন আজাব ৩৫২
কানের পবিত্রতা ৩৫৫
জবানের পবিত্রতা ৩৫৭
গিবত ও মিথ্যা অপবাদ ৩৫৯
মিথ্যা ও অশ্লীল কথা ৩৬০
চিন্তা ও মস্তিষ্কের পবিত্রতা ৩৬১
পানাহারের পবিত্রতা ৩৬২
পবিত্র খাবার ৩৬৪
অপবিত্র খাবারের পার্থিব প্রতিক্রিয়া ৩৬৪
বাহ্যিক পবিত্রতা ৩৬৬
সবেচেয়ে পবিত্র ধর্ম ৩৬৮
পরিবেশের পবিত্রতা ৩৬৯
বংশীয় পবিত্রতা ৩৭১
শিক্ষাঙ্গন ৩৭২
রাজনীতির পবিত্রতা ৩৭২
জীবনের সর্ব অঙ্গনে পবিত্রতা ৩৭৩
প্রথমে নিজেকে নিয়ে ভাবুন ৩৭৪

প্রিয়নবি সা. এর অন্তিম উপদেশ

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ
إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا
تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ
إِلَّا بِالْحَقِّ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٥١﴾ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ
إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا
نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْ
فُوا ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾ وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا
فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ: 153 151

(১৫১) আপনি বলুন, এসো, আমি তোমাদেরকে ঐসব বিষয় পাঠ করে শোনাই, যেগুলো তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ করেছেন। তা এই যে, তোমরা আল্লাহর সাথে কোনো কিছুকে শরিক করবে না। পিতা-মাতার সাথে সুন্দর আচরণ করবে। অভাবের কারণে স্বীয় সন্তানদের হত্যা করো না। আমিই তোমাদের রিজিক দিই এবং তাদেরও দিই। তোমরা অশ্লীলতার কাছেধারেও যাবে না, প্রকাশ্য হোক কিংবা অপ্রকাশ্য। যাকে হত্যা করা আল্লাহ হারাম করেছেন, তাকে হত্যা করবে না; তবে ন্যায়ভাবে। তিনি তোমাদের এ নির্দেশ দিয়েছেন যেন তোমরা বুঝ।

(১৫২) তোমরা এতিমদের সম্পদের কাছেও যেয়ো না, তবে উত্তম পন্থায়; যতদিন সে পরিণত বয়সে উপনীত না হয়। ওজন ও মাপ পূর্ণ করো ন্যায় সহকারে। আমি কাউকে তার সাধ্যাতীত কষ্ট দিই না। যখন তোমরা কথা বল, তখন সুবিচার কর, যদিও সে আত্মীয় হয়। আল্লাহর অঙ্গীকার পূর্ণ কর। তিনি

তোমাদের এ নির্দেশ দিয়েছেন, যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।

(১৫৩) নিশ্চিত এটি আমার সরল পথ। অতএব, এ পথে চল এবং অন্যান্য পথে চলো না। তা হলে সেসব পথ তোমাদেরকে তার পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে। তিনি তোমাদের এ নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে তোমরা সংযত হও।[১]

সম্মানিত শ্রোতৃমণ্ডলী,

আমি আপনাদের সম্মুখে সুরা আনআমের ১৫১ থেকে ১৫৩ নং আয়াত তিলাওয়াত করেছি। এ আয়াত তিনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এতে যে দশটি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে, তা মেনে চলতে পারলে আমাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক উভয় জীবন সংশোধন ও সুন্দর হতে পারে। সাথে সাথে আজ আমরা সর্বত্র যে নিরাপত্তাহীনতা, দলাদলি, হত্যা ও রাহাজানি, মিথ্যা ও বিশ্বাসঘাতকতা, লুটপাট, অশ্লীলতা ও নির্লজ্জতা এবং পারিবারিক ও সামাজিক অবক্ষয় ও অনৈতিকতার শিকার, সব দূর হয়ে যেতে পারে। অধিকন্তু আমরা প্রত্যেকে একজন আদর্শ মানুষ ও সত্যিকার মুসলমান হয়ে যেতে পারি।

যদি আল্লাহ তায়ালা আপনাকে তাওফিক দান করেন, তা হলে প্রতিদিন সকালে অর্থ ও মর্মের প্রতি লক্ষ্য রেখে উক্ত আয়াতগুলো পাঠ করে দিনের কাজকর্ম শুরু করুন। তারপর রাতে ঘুমানোর পূর্বে নিজের কাছে হিসাব দিন যে, দশটি বিষয়ের উপর আপনি কতটুকু আমল করেছেন। কোন কোন বিষয় এখনও মানা হয়নি, কোথায় কোথায় দুর্বলতা রয়ে গেছে তা ভেবে দেখুন। এভাবে যখন নিজের জবাবদিহিতা গ্রহণ করবেন, সাথে সাথে প্রতিনিয়ত আরও চেষ্টা অব্যাহত রাখবেন, তখন ইনশাআল্লাহ এক সময় সকল বিষয়ের উপরই আমাদের আমল হয়ে যাবে। আর এর ফলে আমরা লাভ করব- অন্তরের প্রশান্তি, চরিত্রের পবিত্রতা, আল্লাহর সন্তুষ্টি, দুনিয়ার সম্মান ও মর্যাদা এবং সর্বোপরি আখেরাতের সফলতা।

হাদিসে এ তিন আয়াতের গুরুত্ব

---

[১] সুরা আনআম, আয়াত ১৫১-১৫৩

উক্ত আয়াত তিনটির গুরুত্ব ও মহত্ত্ব কত বেশি তা এ হাদিস থেকে অনুমান করা যায়। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, 'যে ব্যক্তি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সেই অসিয়তনামা দেখতে চায়, যাতে তিনি স্বীয় সিল লাগিয়ে দিয়েছেন, সে যেন এ তিন আয়াতের উপর আমল করে। কারণ এতে যেসব উপদেশ রয়েছে, তা আল্লাহর নির্দেশে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতকে দিয়ে গেছেন।'

আমরা জানি অসিয়তের গুরুত্ব কত বেশি। একজন মানুষ মৃত্যুর পর তার পরিবার, সন্তান, আত্মীয়স্বজন ও ভক্ত-অনুরক্তদের জন্য যে বিষয়গুলোকে অত্যন্ত জরুরি মনে করে, মৃত্যুর পূর্বে সে সেগুলোর অসিয়ত করে যায়। যেহেতু উক্ত দশটি বিষয় এমনই গুরুত্বপূর্ণ, তাই হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. এগুলোকে রাসুলের মোহরাঙ্কিত অসিয়ত বলে আখ্যায়িত করেছেন।

হজরত উবাদা ইবনে সামেত রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে সম্বোধন করে বলেছেন, 'কে আছে, যে আমার কাছে তিনটি আয়াতের উপর বাইআত গ্রহণ করবে'? অতঃপর তিনি এ আয়াত তিনটি তিলাওয়াত করেন এবং ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি এ বাইআতকে পূর্ণ করবে তার প্রতিদান আল্লাহ তায়ালার দায়িত্বে থাকবে।

লক্ষ্য করুন, প্রথম হাদিসে অনাগত উম্মতকে উক্ত বিষয়গুলোর উপর আমলের অসিয়ত করা হয়েছে। আর দ্বিতীয় হাদিসে যারা রাসুলের সম্মুখে উপস্থিত ছিল, তাদেরকে আমল করার জন্য উৎসাহ দেওয়া হয়েছে।

এগুলো শুধু যে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অসিয়ত তাই নয়, বরং আল্লাহ তায়ালাও প্রতিটি আয়াতের শেষে বলেছেন-

ذٰلِكُمْ وَصّٰىكُمْ بِهٖ

আল্লাহ তায়ালা তোমাদের এগুলোর অসিয়ত করেছেন।

তিন আয়াতের শেষে একই কথা তিনবার বলেছেন এবং প্রতিবার অত্যধিক গুরুত্বারোপের উদ্দেশ্যে বলেছেন- 'যাতে তোমরা বুঝতে পার, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর, যাতে তোমরা সংযত ও খোদাভীরু হও।

তাফসিরশাস্ত্রের সেরা ইমাম বিখ্যাত সাহাবি হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, আল্লাহ তায়ালা সুরা আলে ইমরানে যে মুহকাম আয়াতের কথা বলেছেন, তা মূলত এ তিন আয়াত। এখানে যে দশটি বিষয়ের কথা বলা হয়েছে, তা এমনই ঐতিহাসিক যে, হজরত আদম আ. থেকে শুরু করে হজরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত সকল নবির শরিয়তে এগুলো নিষিদ্ধ ছিল। কোনো শরিয়তেই এ বিধানগুলো রহিত হয়নি।

রাসুলের বিখ্যাত সাহাবি হজরত কা'বে আহবার রা. প্রথমে ইহুদি ছিলেন এবং তাওরাতের অনেক বড় আলেম ছিলেন। তিনি বলেন, আল্লাহর কিতাব 'তাওরাত' 'বিসমিল্লাহ'র পর এ বিষয়গুলো দ্বারাই শুরু করা হয়েছে।

বর্ণিত আছে, এ দশটি বিষয় হজরত মুসা আ. এর উপরও নাজিল করা হয়েছিল।

এবার এ দশ বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ পেশ করা হবে।

১. শির্ক না করা

সর্বপ্রথম যে কথা বলা হয়েছে এবং যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তা হলো- আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক না করা।

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেছেন, বান্দার যেকোনো গুনাহ তিনি ক্ষমা করবেন, কিন্তু শির্ক ক্ষমা করবেন না। সুরা নিসাতে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন,

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ ۚ

নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা তার সাথে শরিক করাকে ক্ষমা করবেন না, কিন্তু এ ছাড়া যা আছে তা তিনি যাকে চান ক্ষমা করবেন।[২]

এমনিভাবে সুরা মায়িদাতে ইরশাদ করেন,

[২] সুরা নিসা, আয়াত ১১৬

إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ ۖ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ

> নিশ্চয় যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার সাথে শরিক করে আল্লাহ তায়ালা তার জন্য জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন এবং তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম আর জালেমদের কোনো সাহায্যকারী নেই।[৩]

একজন মুশরিক যতই দানশীল হোক, যতই উত্তম চরিত্রের অধিকারী হোক, যতই ইবাদতকারী বা সাধনাকারী হোক, যতই নামাজি বা হাজি হোক, যতই বাহাদুর এবং মুজাহিদ হোক, যতই জিকির ও ধ্যানকারী হোক, তার জন্য জান্নাত হারাম। জাহান্নাম ছাড়া তার কোনো স্থান নেই। কারণ, শির্ক এমন ভয়ঙ্কর অঙ্গার, যা নেক আমলের পাহাড়ও জ্বালিয়ে শেষ করে দেয়। এমনকি আল্লাহ তায়ালা সুরা যুমারে ইরশাদ করেন,

وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

> নিশ্চয় আপনার প্রতি এবং আপনার পূর্বের নবিগণের প্রতি এই অহি নাজিল করা হয়েছিল যে, যদি আপনি শির্ক করেন তা হলে আপনার আমল নষ্ট হয়ে যাবে এবং আপনি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবেন।[৪]

একথা স্বীকৃত যে, নবিগণ যেমন মাসুম (নিষ্পাপ) হয়ে থাকেন তেমনি তারা মাহফুজও (সুরক্ষিত) থাকেন। অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা তার নবিদেরকে নিজেই সুরক্ষিত রাখেন। অতএব, কোনো নবির জন্য শির্কের গুনাহে লিপ্ত হওয়ার কল্পনাও করা যায় না। কিন্তু তথাপি আমাদেরকে বুঝানোর উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে, শিরক এমনই ভয়ানক গুনাহ যে, যদি কোনো নবি থেকেও প্রকাশ পায় তা হলে তার আমলও নষ্ট হয়ে যাবে। তা হলে তোমাদের অবস্থা কী হতে পারে তা বুঝে নাও!

মুশরিক এমনই হতভাগা যে, যদি আল্লাহর কোনো নবিও তার জন্য মাগফিরাত কামনা করে তবু তাকে ক্ষমা করা হবে না। মদিনার মুনাফিক

[৩] সুরা মায়িদা, আয়াত ৭২

[৪] সুরা যুমার, আয়াত ৬৫

আবদুল্লাহ বিন উবাই বিন সালুল মুখে কালিমা পড়েছিল বটে, কিন্তু তার অন্তরে ছিল কুফর ও শিরকের কালিমা। তার মৃত্যুর পর দোজহানের শ্রেষ্ঠ নবি জানাজা পড়িয়েছিলেন। তবু আল্লাহ তায়ালা তাকে ক্ষমা করেননি এবং কখনও ক্ষমা না করার কথাও জানিয়ে দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে-

اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ

> আপনি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন বা না করুন, এমনকি যদি তাদের জন্য সত্তর বারও ক্ষমা প্রার্থনা করেন, তবু আল্লাহ কখনও তাদেরকে ক্ষমা করবেন না।[৫]

বুখারি শরিফের এক হাদিস থেকে জানা যায়, এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর আল্লাহর নবি তাদের জন্য সত্তর বারেরও বেশি ক্ষমা প্রার্থনা করার ইচ্ছা করেন। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তাকে নিষেধ করেন।[৬]

এমনিভাবে মুশরিক যদি সারা জীবন রোজা রাখে, কিংবা আজীবন আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে, কিংবা ইবাদত-বন্দেগি করে, কিংবা মসজিদ নির্মাণ করে, এমনকি যদি কাবাঘরও নির্মাণ করে, তবু এতে তার কোনো সওয়াবই হবে না। বরং শিরকের কারণে তার সমস্ত নেক আমলই বরবাদ হয়ে যাবে।

আপনাদের কী ধারণা, মক্কার মুশরিকরা কি ইবাদত করত না? অবশ্যই করত। পবিত্র কুরআন সাক্ষী, তারা দান-খয়রাতও করত। নিজেদের উৎপাদিত ফসল থেকে একটি অংশ তারা আল্লাহর নামে দান করত আর একটি অংশ মূর্তির নামে উৎসর্গ করত। হজরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবি রহ. তার বিখ্যাত কিতাব 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ'তে লিখেছেন, তৎকালীন আরবের মুশরিকদের মাঝে নামাজেরও প্রচলন ছিল। শুধু তাই নয়, তারা হাজিদেরকে পানি পান করাত। নিজেরাও হজ ও উমরা করত। কাবাঘরের পাহারা দিত এবং এটাকে তারা নিজেদের জন্য গর্বের মনে করত। সেখানে তারা ইতেকাফও করত।

[৫] সুরা তাওবা, আয়াত ৮০

[৬] সহিহ বুখারি

আর এটা তো স্পষ্ট যে, এসব তারা এজন্যই করত যে, আল্লাহ তায়ালার উপর তাদের ঈমান ছিল। তারা আল্লাহর অস্তিত্বের প্রতি যেমন বিশ্বাসী ছিল তেমনি তিনি যে আসমান ও জমিনের সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা সে কথাও তারা বিশ্বাস করত।

কিন্তু এতকিছু সত্ত্বেও যেহেতু তারা আল্লাহর সাথে দেবতাদেরও উপাসনা করত এবং তাদেরকে বিপদ থেকে রক্ষাকারী এবং বিভিন্ন প্রয়োজন পূরণকারী মনে করত, তাই কুরআনে তাদেরকে মুশরিক ঘোষণা করা হয়েছে। আল্লাহর প্রতি ঈমান, দান-খয়রাত, হজ-উমরা, নামাজ-ইতেকাফ, কাবাঘরের পাহারা এবং হাজিদের খেদমত এই সমস্ত নেক আমল তাদের কোনো কাজে আসেনি। এক শিরকের কারণে সব ধ্বংস হয়ে গেছে।

মক্কার এক কাফের ছিল আবদুল্লাহ বিন জাদআন। তার ব্যাপারে হজরত আয়েশা রাযি. আল্লাহর নবির কাছে জানতে চাইলেন যে, সে তো জাহিলি যুগে খুব অতিথিপরায়ণ ও আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষাকারী ছিল, প্রতিবেশীদের সাথে সদয় আচরণ আর গরিব-অসহায়দের খাবার দান করত। এসব ভালো কাজ কি তার কোনো কাজে আসবে?

আল্লাহর হাবিব উত্তরে বললেন, 'যদি সে আল্লাহ তায়ালার প্রতি ঈমান এনে থাকে তা হলে এসব তার কাজে আসতে পারে।'[৭]

আমার প্রিয় বন্ধুগণ,

এ আলোচনা থেকে পরিষ্কার হয়ে গেল যে, এমন ধারণা করে বসে থাকার সুযোগ নেই যে, আমরা তো আল্লাহ তায়ালাকে বিশ্বাস করি। আমরা তো নামাজ পড়ি, দান-খয়রাত করি, মসজিদ-মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করি, হজ করি, উমরা করি, সুতরাং আমরা কী করে মুশরিক হতে পারি?

কারণ এমন অনেক মানুষ আছে, যারা মুসলমান দাবি করে, আল্লাহকে বিশ্বাস করে, নামাজ পড়ে এবং অন্যান্য নেক কাজও করে, কিন্তু তারা মাজারে এবং ভণ্ড পিরের সামনে সিজদাও করে। মাজারে গিয়ে সন্তান প্রার্থনা করে, সম্পদ এবং সুস্থতা কামনা করে। এভাবে তারা অলি কিংবা নবিদের জন্য সেই সব গুণ বিশ্বাস করে, যা একমাত্র আল্লাহ তায়ালার জন্যই নির্দিষ্ট।

[৭] মুসনাদে আবু আওয়ানাহ

যেমন কেউ মনে করে, নবি ও অলিগণ সর্বত্র বিরাজমান থাকতে পারেন। তারা মনে করে, নবি ও অলিদেরকে ডাকলে যেকোনো স্থানে তারা উপস্থিত হন এবং বিপদে সাহায্য করেন। এমনকি কেউ একথাও বিশ্বাস করে যে, কেয়ামতের দিন যদি তাদেরকে আটক করা হয় তা হলে নবি ও অলিগণ জোর করে তাদের মুক্ত করে দেবেন। অনেকের ধারণা, নবি ও অলিগণ আমাদেরকে গায়বের সংবাদ দিতে পারেন।

এগুলো সবই শিরকি আকিদা এবং শিরকি কাজ। আমাদের মধ্যে কেউ যদি ইচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায় এ ধরনের কোনো আকিদা পোষণ করে, তা হলে এখনই তার তাওবা করা উচিত এবং সঠিক আকিদায় ফিরে আসা উচিত। কারণ, কোনো দল বা ব্যক্তির সাথে জেদ করে নিজের আখেরাত বরবাদ করা কখনও বুদ্ধিমানের কাজ হতে পারে না। আখেরাত যদি বরবাদ হয় তবে তো সবই শেষ। কারণ, আখেরাত ধ্বংস হওয়ার অর্থ হলো, চিরদিনের জন্য জান্নাত হারাম এবং জাহান্নাম ওয়াজিব। তখন কোনো তাওবায়ও কাজ হবে না, কারও সুপারিশও কাজে আসবে না। একারণেই উক্ত আয়াতে সর্বপ্রথম শির্‌ক থেকে বেঁচে থাকতে বলা হয়েছে।

২. পিতা-মাতার সঙ্গে উত্তম আচরণ

উক্ত আয়াতসমূহে দ্বিতীয় আদেশ দেওয়া হয়েছে পিতা-মাতার সঙ্গে উত্তম আচরণ সম্পর্কে।

এ সম্পর্কে স্মরণ রাখার বিষয় হলো, পবিত্র কুরআনের কয়েক স্থানে প্রথমে আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে তাওহিদের আকিদা পোষণ এবং তার সাথে কাউকে শরিক না করার কথা বলা হয়েছে, আর এর সঙ্গে সঙ্গেই বলা হয়েছে 'পিতা-মাতার সঙ্গে উত্তম আচরণ করো'। যেমন সুরা বনি ইসরাইলে ইরশাদ হয়েছে-

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ وَ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا

আপনার রব আদেশ করেছেন যে, তোমরা তিনি ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করো না এবং পিতা-মাতার সঙ্গে সদয় আচরণ করো।[৮]

সুরা বাকারাতে ইরশাদ হয়েছে-

وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَ بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ لَا تَعْبُدُوْنَ اِلَّا اللّٰهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا

আর স্মরণ করুন, যখন আমি বনি ইসরাইল থেকে অঙ্গীকার নিয়েছি যে, তোমরা আল্লাহ ছাড়া কারো উপাসনা করো না এবং পিতা-মাতার সঙ্গে সুন্দর আচরণ করো।[৯]

সুরা নিসায় ইরশাদ হয়েছে-

وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا

আর তোমরা আল্লাহ তায়ালার ইবাদত করো, এবং তার সাথে কোনো কিছু শরিক করো না। আর পিত-মাতার সঙ্গে উত্তম আচরণ করো।[১০]

উল্লিখিত প্রতিটি আয়াতে আল্লাহ তায়ালার একত্ববাদের পরই মা-বাবার সাথে সদাচারের কথা বলা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে বার বার এভাবে উপস্থাপন থেকে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, নেক আমলের মধ্যে আল্লাহ তায়ালার ইবাদতের পরই রয়েছে পিতা-মাতার খেদমতের স্থান। কারণ, মানুষের প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা তো আল্লাহ তায়ালা। কিন্তু বাহ্যদৃষ্টিতে এ পৃথিবীতে আসার একমাত্র মধ্যম মা-বাবা। তাই আল্লাহ তায়ালা কুরআনের বহুস্থানে স্বীয় ইবাদতের হক আলোচনার পরই পিতা-মাতার সঙ্গে উত্তম ব্যবহারের কথা উল্লেখ করেছেন।

একদিকে আল্লাহ তায়ালার হক হলো তার ইবাদত করা, অন্যদিকে পিতা-মাতার হক হলো তাদের খেদমত করা। আল্লাহ তায়ালার হক হলো তাকে এক বলে বিশ্বাস করা, আর পিতা-মাতার হক হলো তাদের আরামের ব্যবস্থা করা, তাদের সাথে উত্তম ব্যবহার করা। এমনিভাবে আল্লাহ

[৮] সুরা বনি ইসরাইল, আয়াত ২৩
[৯] সুরা বাকারা, আয়াত ৮৩
[১০] সুরা নিসা, আয়াত ৩৬

তায়ালার হক হলো নামাজ পড়া, রোজা রাখা, আর পিতা-মাতার হক হলো তাদের সামনে বিনয়ের সাথে অসহায়ের মতো নতজানু হয়ে বসা।

যারা আল্লাহর সাথে শরিক করে তারা মরদুদ-বিতাড়িত। আর যারা মা-বাবার অন্তরে ব্যথা দেয় তারা আল্লাহর আজাব ও গজবে নিপতিত। দেখুন আল্লাহ তায়ালা সুরা বনি ইসরাইলে কী বলেছেন-

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ؕ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ
اَحَدُهُمَآ اَوْ كِلٰهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَآ اُفٍّ وَّلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا ○ وَ
اخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِىْ صَغِيْرًا
○ رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَا فِىْ نُفُوْسِكُمْ ؕ اِنْ تَكُوْنُوْا صٰلِحِيْنَ فَاِنَّهٗ كَانَ لِلْاَوَّابِيْنَ
غَفُوْرًا

যদি পিতা-মাতার কোন একজন কিংবা তারা উভয়ে তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হয় তা হলে কখনও তাদেরকে ‘উহ’ শব্দটি বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না। তাদের সাথে সম্মানসূচক কথা বলো। আর তাদের সম্মুখে ভালোবাসার সাথে, নম্রভাবে মাথা নত করে দাও, এবং বলো- হে আমার রব, তাদের উভয়ের প্রতি দয়া করুন, যেভাবে শৈশবে তারা আমাকে প্রতিপালন করেছে। তোমাদের রব তোমাদের অন্তরের বিষয় সম্পর্কে খুব ভালোভাবেই অবগত আছেন। যদি তোমরা নেককার হও তবে তিনি তাওবাকারীদের জন্য অনেক ক্ষমাশীল।[১১]

উক্ত আয়াতে পিতা-মাতা সম্পর্কে মোট ৫টি উপদেশ দেওয়া হয়েছে। নিম্নে সেগুলোর ব্যাখ্যা প্রদান করা হলো।

৬. ‘উফ’ বলো না

প্রথম উপদেশ হলো, পিতা-মাতা উভয়ে কিংবা তাদের কোনো একজন বার্ধক্যে উপনীত হলে তাদেরকে ‘উফ’ শব্দটিও বলো না। উফ দ্বারা

[১১] সুরা বনি ইসরাইল, আয়াত ২৩-২৫

বিষয়ভিত্তিক শ্রেষ্ঠ বয়ানসংকলন

নিদায়ে মিম্বার

(ষষ্ঠ খণ্ড)

মূল
মাওলানা মুহাম্মাদ আসলাম শেখোপুরী রহ.

অনুবাদ
মাওলানা আবুজারীর মুহাম্মাদ আবদুল ওয়াদুদ
উসতাদ : বেজগাঁতী মিফতাহুল উলুম মাদরাসা, সিরাজগঞ্জ

ইত্তিহাদ
পা ব লি কে শ ন

ইত্তিহাদ পাবলিকেশন
কওমি মার্কেট, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
০১৯৭৯-৭৬৪৯২৬, ০১৮৪৩-৯৮৪৯৮৪
Email : ettihadpub@gmail.com
facebook.com/Ettihadpublication

বই	নিদায়ে মিম্বার (ষষ্ঠ খণ্ড)
মূল	মাওলানা মুহাম্মাদ আসলাম শেখোপুরী রহ.
অনুবাদ	মাওলানা আবুজারীর মুহাম্মাদ আবদুল ওয়াদুদ
বানানসংশোধন	আহসান ইলিয়াস
প্রকাশকাল	জুন ২০২০
দ্বিতীয় মুদ্রণ	সেপ্টেম্বর ২০২২
প্রকাশক	মাওলানা মুহাম্মাদ ইসহাক
প্রচ্ছদ	শাহ ইফতেখার তারিক
অনলাইন পরিবেশক	রকমারি. কম, ওয়াফিলাইফ
সর্বস্বত্ব	ইত্তিহাদ পাবলিকেশন
মূল্য	৬০০ (ছয়শত)

ISBN : 978-984-96895-6-0

অ র্প ণ

গোমরাহির আঁধারে যিনি জ্বেলেছেন আলোর প্রদীপ,
পথহারা জাতির মাঝে যিনি ভরে দিয়েছেন দীনের উদ্দীপ্ত চেতনা,
যিনি হাজার অন্তরে পুরে দিয়েছেন হেরার জ্যোতি এবং আলিফ বা ও
বিসমিল্লাহ'র ঐশী সুরমূর্ছনা
সেই মহান পুণ্যাত্মা মুকুটহীন সম্রাট উসতাযুল আসাতিযা
হজরত আলহাজ হাফেজ ছামান আলী রহ.-এর রুহের মাগফিরাত ও
দারাজাত বুলন্দির উদ্দেশ্যে
এবং তাঁর নাড়িছেঁড়া ধনতুল্য প্রতিষ্ঠান, কলিজার রক্ত দিয়ে গড়া কালের
বাতিঘর 'শাহপুর মাদরাসা'র
মকবুলিয়াত কামনায়

হে আল্লাহ,
তুমি তাঁকে তোমার ভালোবাসার পুষ্পক্রোড়ে ঠাঁই দাও
তাঁর স্বপ্নের প্রতিষ্ঠানটিকে তোমার শান অনুযায়ী কবুল করে নাও
আর আমাদেরকে বানাও তাঁর উলুম ও মাআরিফের
সত্যিকার ওয়ারিশ।

-অনুবাদক

অনুবাদকের কথা

দুই হাজার পাঁচ থেকে আট। দাওরায়ে হাদিস সম্পন্ন করার পর শিক্ষকতা-কর্মজীবনের প্রথমপর্ব শুরু হয় হজরত প্রফেসর মুহাম্মাদ হামিদুর রহমান সাহেব দামাত বারাকাতুহুমের উত্তরা মুহাম্মাদিয়া মাখজানুল উলুম মাদরাসায়। এই সময়ে মাদরাসার একটি কক্ষে সর্বপ্রথম দেখতে পাই 'নিদায়ে মিম্বার ও মিহরাব' কিতাবটি। মাঝেমধ্যে কিতাবটির কিছু কিছু অংশ মুতালা করি। কয়েকটি বয়ান সেই ২০০৬-এর দিকে অনুবাদও করি, বই আকারেও প্রকাশিত হয়। আলহামদুলিল্লাহ। আজ দীর্ঘ প্রায় পনের বছর পর সেই 'নিদায়ে মিম্বার ও মিহরাবে'র দুটি খণ্ড অনুবাদ করার তাওফিক নসিব হলো। লাকাল হামদু ওয়া লাকাশ শুকরু।

কিতাবটি পাকিস্তানের প্রখ্যাত আলেমে দীন হজরত মাওলানা আসলাম শেখপুরি রহ. এর নির্বাচিত বয়ান সংকলন। মোট আট খণ্ডে কিতাবটি প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। বিষয়-বৈচিত্র্য ও ভাষা উপস্থাপনার দিক থেকে সংকলনটি এক কথায় অসাধারণ। দীনি জ্ঞানপিপাসু সাধারণ মুসলমান থেকে নিয়ে জ্ঞানী-গুণী সকলের জন্যই রয়েছে সহজ সরল ভাষায় দীনি হেদায়েত ও রাহনুমায়ি।

আল্লাহর শোকর মুহতারাম আহসান ইলিয়াস ভাইয়ের অনুরোধে সজ্জন মুহতারাম ইসহাক ভাইয়ের ইত্তিহাদ থেকে কিতাবটির দুটি খণ্ড প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। বয়সের

দিক থেকে দেখতে দেখতে বুড়ো হতে চললেও লেখার মান অপরিপক্কই রয়ে গেছে। তবে হজরতের দরদমাখা হৃদয়নিঃসৃত বার্তাগুলো সহজ ভাষায় সুধী পাঠকের হাতে পৌঁছাতে আন্তরিক ছিলাম। জানি এরপরেও কমতি রয়ে গেছে। আল্লাহ যেন বইটিকে উপকারী এবং হেদায়েতের অসিলা বানান, এই দোয়া রইলো।

আবুজারীর মুহাম্মাদ আবদুল ওয়াদুদ
বেজগাঁতী, ফুলকোচা, সিরাজগঞ্জ
০৬/০৫/২০২০

সূচিপত্র

নবীজি সা. এর শুভজন্ম
(জন্ম থেকে নবুওয়াতপ্রাপ্তি)

নবীজির জন্ম........২২
জাহেলি যুগ........২২
একটি বড় ঘটনা........২৪
হেমন্তের পর বসন্ত........২৬
অনন্তকালের অপেক্ষা........২৬
নবীজির শুভজন্ম........২৭
আলো আর আলো........২৮
দুগ্ধপান........২৯
মক্কার এতিম........৩২
প্রিয়তম নবীজির দীক্ষা ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা........৩৩
প্রিয়তম নবীজির ঈর্ষণীয় শৈশবকাল........৩৪
সিদ্দিক ও আমিন........৩৫
এভাবেই হেফাজত করা হয়........৩৫
দ্বিতীয় কারণ........৩৭
নবীজির যৌবনকাল........৩৮
তবিয়তই শরিয়ত........৩৯
দাম্পত্য জীবন........৪০
প্রজ্ঞাসম্পন্ন জীবন........৪২

নবুওয়াত থেকে হিজরত

নবুওয়াত থেকে হিজরত........৪৯
নারীদের অবদান........৫১
প্রকাশ্যে ইসলামের দাওয়াত........৫২
বুদ্ধিদীপ্ত কৌশল........৫৩
আবু তালেবের সাথে কথোপকথন........৫৪
সীমাহীন নির্যাতন........৫৬
প্রিয়তম নবীজির সাহস........৫৮

সাহাবায়ে কেরামের অবস্থা........৫৯
শোকের বছর........৬০
নবীজির স্মরণীয় দোয়া........৬১
কবুলিয়ত........৬২

হিজরত থেকে গাজওয়া

অনেক বড় কোরবানি........৬৮
লাভজনক ব্যবসা........৬৯
নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবার শেষে........৭১
কেয়ামতের রাত........৭২
আমানতদারির নমুনা........৭৩
ঐতিহাসিক সফর........৭৪
মদিনায় অভিবাদন........৭৫
এতিমদের ভাগ্য........৭৭
ভ্রাতৃত্বের বন্ধন........৭৮
ইহুদি এবং মুনাফিক........৭৯
কিতালের অনুমতি........৮০

গাজওয়ায়ে বদর

ইতিহাস সৃষ্টিকারী যুদ্ধ........৮৬
প্রকৃত পার্থক্য........৮৮
আশ্চর্য দৃশ্য........৯১
শুরু ও পরিণতি........৯২
দুটি দোয়াই কবুল হয়........৯৪
প্রতিশোধ প্রতিশোধ........৯৬

গাজওয়ায়ে উহুদ

গাজওয়ায়ে উহুদ........৯৯
দূরদর্শী সমরবিদ........১০১
যুদ্ধ শুরু........১০২
শাহাদাত লাভের দোয়া........১০২
শাহাদাতের আকাঙ্ক্ষা........১০৪

পাশার দান উলটে গেল........ ১০৫
অতুলনীয় বীরত্ব........১০৭
ভয়ঙ্কর গুজব........১০৮
ওরা কেমন মানুষ!........১১০

গাজওয়ায়ে খন্দক

কয়েক ঝলক ১১৬
গাজওয়ায়ে খন্দক........১১৭
প্রতিরোধ প্রস্তুতি........১১৮
ঈমানি শক্তি........১১৯
সকল পিরের পির........১২০
শ্রেষ্ঠ সিপাহসালার ১২১
সত্য ভবিষ্যদ্বাণী........১২৩
কুফর এবং শিরকের ঝড় ১২৪
‘হেকমত’ মুমিনের প্রিয় পাথেয় ১২৫
ভয়ঙ্কর সেই দিনগুলো........১২৬
কুরআনের বর্ণনা ১২৬
আনসারদের দৃঢ়তা ১২৭
অভাবনীয় সাহায্য........১২৮

হুদায়বিয়ার সন্ধি

নবীজির জীবনী পাঠ করুন........১৩৩
একটি মোবারক স্বপ্ন ১৩৪
দুটি কথা........১৩৬
অন্ধের গৌরব........ ১৩৭
হুদায়বিয়ায় যাত্রীছাউনি ১৩৭
অতুলনীয় আদব ১৩৮
নবীজি ছাড়া তাওয়াফ অসম্ভব........১৩৯
বাইয়াতে রিজওয়ান ১৪০
ধৈর্য ও সহনশীলতা........১৪১
জোশে নয়, হুঁশের সঙ্গে চলো ১৪২
আবেগের কঠিন পরীক্ষা ১৪৩

ধৈর্য ও ওয়াদা পূরণ ১৪৪
অনুসরণ........১৪৬
তাবার্‌রুক ১৪৮
ফাতহে মুবিন বা সুস্পষ্ট বিজয় ১৪৯

গাজওয়ায়ে খাইবার

খাইবারের যুদ্ধ ১৫৫
আল্লাহওয়ালা ১৫৭
সচেতন নবী........ ১৫৮
ইকদামি জিহাদ........ ১৫৯
একিনে কামেল........ ১৬০
আবেগ ও উদ্যম........১৬২
কাফেরদের দুর্গ........১৬৪
অপেক্ষার রাত ১৬৫
হায়দারি আঘাত ১৬৬
দুই মহা সৌভাগ্যবান ১৬৮

মক্কা বিজয়

আবেগ এবং উত্তেজনার ফল ১৭৪
মক্কার প্রস্তুতি........১৭৫
সচেতন কারা আর অসচেতন কারা? ১৭৫
স্মরণীয় দিন ১৭৬
বিজয়ী বেশে নয়, বিনয়ী বেশে........১৭৮
একটা হাত আর একটা হরফ পরিবর্তন........১৭৯
সবচেয়ে বড় মানুষ ১৮২
হারাম পরিষ্কার করা ১৮২
নবীজির সদাচরণ........১৮৩
ফয়সালার অপেক্ষা ১৮৪
ইনসাফ এবং সমতা ১৮৬

গাজওয়ায়ে তাবুক

সুপার-পাওয়ারের সঙ্গে মোকাবিলা........১৯১
আত্মত্যাগের প্রতিযোগিতা ১৯৩

কেমন মানুষ ছিলেন তারা ১৯৫
আক্ষেপের অশ্রুমালা ১৯৬
একেই বলে কবুলিয়াত..১৯৮
হায় লাশটি যদি আমার হতো..১৯৯
ইসলামের লশকর.. ২০১
পরীক্ষা এবং সফলতা ২০২
তারা ছিলেন সত্যবাদী.. ২০৪
এমন সময়ও দেখতে হয়েছে..২০৫
কঠিন পরীক্ষা এবং অপূর্ব সুসংবাদ.. ২০৭
অপরাধীর মনোরঞ্জন..২০৮

বিদায় হজ

অসংখ্য মানুষ..২১৪
ঐতিহাসিক খুতবা ২১৫
আলো না অন্ধকার..২১৬
কিতাবুল্লাহ.. ২১৯
হক আদায় করে দিয়েছি.. ২২১
তাবলিগের হক.. ২২৪
দীন পূর্ণতাদানের নেয়ামত ২২৭
আল ইয়াউম–আজ ২২৮
অপেক্ষা ২৩০

প্রিয়তম নবীজির বিদায়ী সফর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)

খুব বেশি বেশি তাসবিহ-ইসতিগফার পাঠ ২৩৭
হজরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার সৌভাগ্য.. ২৩৮
শেষ সেনাবাহিনী প্রেরণ ২৪০
নামাজের গুরুত্ব..২৪১
ইমামত ও খেলাফত.. ২৪২
হাদিসে কিরতাস..২৪৩
খতিবে আজম..২৪৬
আনসারদের হক.. ২৪৯

মিম্বার আজ শূন্য.. ২৫০
শেষদৃষ্টি ২৫১
শেষমুহূর্তগুলো ২৫৩
শেষ অসিয়ত ২৫৪
কিয়ামতের মুহূর্ত ২৫৫
আজ তিনি দুনিয়া থেকে চলে গেলেন ২৫৬
হজরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর দৃষ্টান্তহীন দৃঢ়তা ২৫৭
জাজিরাতুল আরবের শাসক..২৫৯

মিলাদুন-নবী না সিরাতুন-নবী

নবীজির জন্ম ২৬৩
তিন রবি.. ২৬৪
সঠিক কথা..২৬৬
বিদআত তো বিদআতই.. ২৬৭
বর্তমান যুগের অবস্থা ২৬৮
প্রতিটি মুহূর্তে মিলাদ.. ২৭০
এ যুগের আশেক..২৭১
কাজের আশেক.. ২৭৩
পরিচয় সঙ্কটের কারণ..২৭৪
নবীজি তিনবার জন্ম গ্রহণ করেছেন ২৭৬

অতুলনীয় মানব-সত্তা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

প্রিয়তম নবীজির প্রশংসা বর্ণনা করতে আমরা অক্ষম ২৮৩
প্রিয়তম নবীজির জুতার ফিতা ২৮৫
আমার প্রিয়তম নবীজি সর্বদিক থেকে অতুলনীয়........................২৮৬
নবীজির নিষ্পাপ শৈশব ২৮৬
নবীজির পবিত্র যৌবন..২৮৮
প্রেমময় স্বামী ২৮৮
নবীজি ছিলেন একজন দরদি মুবাল্লিগ..২৯২
জাহেদ এবং আবেদরূপে আমার প্রিয়তম নবীজি ২৯৫
সরলতাপ্রিয় শাসক ২৯৭

মহান সেনাপতি
(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)

বর্বরতা ৩০৪
জিহাদ ও কিতাল ৩০৫
মহান সেনাপতি ৩০৬
নবীজির যুদ্ধনীতি ৩০৭
যুদ্ধের উদ্দেশ্য ৩০৮
কুরআনের বর্ণনা ৩০৯
জিহাদের আদব বা শিষ্টাচার ৩১০
জিহাদের ময়দান যেন খানকাহ এবং দরসগাহ ৩১১
সমর কুশলতা ৩১৫
উত্তম সৈনিক ৩১৬
উত্তম সিপাহসালার ৩১৭
বিজিতদের সঙ্গে নবীজির আচরণ ৩২১
তুলনা ৩২৩
নগ্ন সাম্প্রদায়িকতা ৩২৫

প্রিয়তম নবীজির ছয়টি
বিশেষ অনুগ্রহ

প্রথম অনুগ্রহ ৩৩৪
বিস্ময়ের বিষয় ৩৩৪
নবীজির শিক্ষা ৩৩৫
মানুষ কী থেকে কী হয়ে গেছে ৩৩৮
দ্বিতীয় অনুগ্রহ ৩৪০
ঐতিহাসিক ঘোষণা ৩৪২
সবাই ভাই ভাই ৩৪৩
তৃতীয় অনুগ্রহ ৩৪৪
আল্লাহর পরিবার ৩৪৫
হাদিসে মুসালসাল ৩৪৭
চতুর্থ অনুগ্রহ ৩৪৯
নিরাশার কিছুই নেই ৩৫৫
আমবিয়ায়ে কেরামের বৈশিষ্ট্য ৩৫৬

পঞ্চম বড় অনুগ্রহ ৩৫৮
অবিস্মরণীয় অনুগ্রহ ৩৫৯
নবীজির ষষ্ঠ বড় অনুগ্রহ ৩৬১
পরকালের কথা বার বার স্মরণ করিয়ে দেওয়ার ফল ৩৬৩

নবীজিকে প্রেরণের উদ্দেশ্য

নবীজিকে প্রেরণের প্রথম উদ্দেশ্য : তেলাওয়াতে কুরআন ৩৭০
পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতকারী ৩৭২
দুটি শব্দের পার্থক্য ৩৭৩
উদ্দেশ্য ভিন্ন ভিন্ন ৩৭৪
প্রিয়তম নবীজির কুরআন তেলাওয়াত ৩৭৯
তালিমে কিতাব ৩৮২
কিতাবুল্লাহ ও রিজালুল্লাহ ৩৮৫
তালিমে হেকমত ৩৮৬
হেকমতের দ্বিতীয় অর্থ ৩৮৭
তাজকিয়া বা আত্মশুদ্ধি ৩৮৮

নবীজির চল্লিশ কথা
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

হাদিস মুখস্থ করার গুরুত্ব ও তার ফজিলত ৩৯৩
আল্লাহর উপর ঈমান ৩৯৬
পরকালের প্রতি ঈমান ৩৯৮
ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান ৪০০
কিতাবের প্রতি ঈমান ৪০১
নবীদের প্রতি ঈমান ৪০৩
মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হওয়ার প্রতি ঈমান ৪০৫
তাকদিরের প্রতি ঈমান ৪০৬
শাহাদাত তথা সাক্ষ্য প্রদান ৪০৯
ইকামাতে সালাত ৪০৯
জাকাত প্রদান ৪১১
রমজান মাসের রোজা ৪১৩
হজ ৪১৪

বারো রাকাত নামাজ ৪১৬
বিতির নামাজ ৪১৭
শিরক ৪১৮
মাতা-পিতার নাফরমানি ৪২০
এতিমের সম্পদ ৪২১
মদ্যপান ৪২২
জিনা-ব্যভিচার ৪২৩
মিথ্যা শপথ ৪২৪
মিথ্যা সাক্ষ্য ৪২৫
প্রবত্তির অনুসরণ ৪২৭
গিবত ও পরনিন্দা চর্চা ৪২৯
অপবাদ আরোপ ৪৩০
খেয়ানত ৪৩১
খেলাধুলা ৪৩৩
গাফলত ও উদাসীনতা ৪৩৩
তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা ৪৩৫
ঠাট্টা করা ৪৩৬
চোগলখোরি ৪৩৮
শোকর বা কৃতজ্ঞতা ৪৩৯
সবর বা ধৈর্য ৪৪২
আল্লাহর আজাবের ব্যাপারে নির্ভয় হওয়া ৪৪৪
আত্মীয়তা বন্ধন ছিন্ন করা ৪৪৫
অভিশাপ ৪৪৭
জিকির ৪৪৯
জুমা এবং ঈদের নামাজ ৪৫১
প্রাপ্তি ও মাহরুমি ৪৫৩
তেলাওয়াতে কুরআন ৪৫৪

নবীজি সা. এর শুভজন্ম

(জন্ম থেকে নবুওয়াতপ্রাপ্তি)

نحمده ونصلى على سيد الانبياء والمرسلين امَّا بَعْدُ :

فَأَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ. بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ :

وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ * فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ*

এবং (তাদেরকে সেই সময়ের কথা স্মরণ করাও) যখন আল্লাহ নবীদের থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন, আমি যদি তোমাদেরকে কিতাব এবং হেকমত দান করি, তারপর তোমাদের নিকট কোনো রাসুল আগমন করে, যে তোমাদের কাছে যে কিতাব আছে তার সমর্থন করে, তবে তোমরা অবশ্যই তার প্রতি ঈমান আনবে এবং অবশ্যই তার সাহায্য করবে। আল্লাহ (সেই নবীদেরকে) বলেছিলেন, তোমরা কি একথা স্বীকার করছো এবং আমার পক্ষ হতে প্রদত্ত এ দায়িত্ব গ্রহণ করছো? তারা বলেছিল, আমরা স্বীকার করছি। আল্লাহ বলেন, তবে তোমরা (একে অন্যের স্বীকারোক্তি সম্পর্কে) সাক্ষী থাকো এবং আমিও তোমাদের সঙ্গে সাক্ষী থাকলাম।

এরপরও যারা (হেদায়েত থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেবে, তারাই নাফরমান।[১]

[১] সুরা আলে ইমরান, আয়াত : ৮১-৮২

নবীজির জন্ম

সম্মানিত সুধীমণ্ডলী ও প্রাণপ্রিয় বন্ধুরা আমার, রবিউল আউয়াল মাস শুরু হলে আমরা প্রতি বছরই নবীজির সিরাতবিষয়ক আলোচনা শুনি। আমারও মন চাচ্ছে আপনাদেরকে নবীজির জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত পুরো জীবনী শোনাব। এরপর আল্লাহ তাওফিক নসিব করলে সিরাতের অন্যান্য দিক নিয়েও কিছু কিছু আলোচনা করব।

আমাদের এইসব আলোচনার উদ্দেশ্য কিন্তু একটাই; আমাদের অন্তরে যেন নবীজির মহব্বত আর ভালোবাসা জন্ম নেয়। আমরা যেন নবীজির সত্যিকার গোলাম হতে পারি। আলোচক এবং শ্রোতা, সবাইকে আল্লাহ তায়ালা এই সৌভাগ্য নসিব করুন।

জাহেলি যুগ

প্রিয় ভাইয়েরা আমার, আপনারা বই-পুস্তকে বহুবার 'জাহেলি যুগ' শব্দটা পড়েছেন। বয়ান-ভাষণে আলোচকদের মুখেও শুনেছেন। নবীজির আগমনের পূর্বকালকে জাহেলি যুগ বলা হয়। নবীজির জন্ম শতাব্দী তথা খ্রিষ্ট ষষ্ঠ শতাব্দীকালে জাহালত ও বর্বরতা ছিল তুঙ্গে। পৃথিবীর বড় ধর্মগুলো ব্যর্থ হয়ে পড়েছিল। ধর্মগুলোতে এ পরিমাণ রদবদল আর কাটছাঁট হয়েছিল যে আসল চেহারা চেনার উপায়ই ছিল না। ধর্মগুলোর প্রবর্তক নবীগণ যদি দুনিয়াতে আবার আসতেন, তারা নিজেরাও তাদের ধর্ম চিনতে পারতেন না। আর সেটা যে তারই আনীত ধর্ম, তাও তিনি কোনোভাবে মেনে নিতেন না।

ইহুদিধর্মে ছিল কিছু রুসম-রেওয়াজ আর প্রথাপালন। তা ছাড়া ইহুদি এক বিশেষ জাতির ধর্ম। তারা সেই জাতি ছাড়া অন্যকাউকে ইহুদি হওয়ার দাওয়াতও দেয় না।

খ্রিষ্টানধর্মে ত্রিত্ববাদের বিশ্বাস এমনভাবে প্রবেশ করেছিল যে তারা মূর্তিপূজায় নিমজ্জিত হয়ে পড়ে। মূর্তিপূজার সকল আচার তারা খ্রিষ্টান ধর্মের নামেই করতে থাকে।

ইরানের অগ্নিপূজকরা মৌলিক চার উপাদানের উপাসনা করত। এর মধ্যে সবচেয়ে বড় উপাদান ছিল আগুন। তারা আগুনের উপাসনার জন্য নির্দিষ্ট উপাসনালয় এবং অগ্নিকুণ্ড তৈরি করে রেখেছিল।

ভারতবর্ষ আর মধ্য-এশিয়ায় বিস্তৃত বৌদ্ধধর্ম মূর্তিপূজার ধর্মে পরিণত হয়েছিল।

আর খ্রিষ্ট ষষ্ঠ শতাব্দীতে হিন্দুধর্মে মূর্তিপূজার ছিল রমরমা অবস্থা। অনেকের মন্তব্য হলো, এই শতাব্দীতে হিন্দুধর্মাবলম্বীদের উপাসকের সংখ্যা ছিল তেত্রিশ কোটি।[২]

আর আরবদের সম্মানিত পূর্বপুরুষ হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালাম ও হজরত ইসমাইল আলাইহিস সালাম আল্লাহর ইবাদত করার জন্য পবিত্র কাবা নির্মাণ করেছিলেন। সেই কাবার ভেতরেই ছিল তিনশ ষাটটি মূর্তি![৩]

চারিত্রিকভাবে তারা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

মদ-জুয়ার রমরমা অবস্থা ছিল।

কন্যাসন্তানদের জীবন্ত পুঁতে ফেলত।

কাফেলা ও পথচারীদের সম্পদ লুট করত।

নির্দোষদেরও নির্দ্বিধায় খুন করত।

নারীদের কোনো সম্মান ছিল না। জীব-জন্তু ও অন্যান্য বস্তুর মতো নারীরাও ওয়ারিশদের মধ্যে বণ্টিত হতো। বিশেষ কিছু খাবার পুরুষদের জন্য নির্ধারিত ছিল, যা নারীরা খেতে পারত না। একজন পুরুষ যত ইচ্ছা বিবাহ করতে পারত।

যুদ্ধবিগ্রহ আরবদের রক্তে মিশে গিয়েছিল। কোনো কোনো যুদ্ধ চল্লিশ বছর পর্যন্ত গড়িয়েছে। হাজার হাজার মানুষ প্রাণ হারিয়েছে। অঢেল ধনসম্পদ ক্ষয় হয়েছে।

একটি বড় ঘটনা

খুব সংক্ষেপে বলছি। ওই যুগটা সত্যি সত্যিই অন্ধকার ও মূর্খতার ছিল। এই অন্ধকার ও মূর্খতা বিশেষ কোনো এলাকায় সীমাবদ্ধ ছিল না। গোটা দুনিয়াই অন্ধকারে ডুবে ছিল। সবাই এমন একজন সংস্কারকের প্রয়োজন অনুভব করছিল, যিনি এই বৈশ্বিক অন্ধকার দূর করার জন্য বিশ্বব্যাপী

[২] নবিয়ে রহমত : ৩৫-৪৩

[৩] সহিহ বুখারি, কিতাবুল মাগাজি, ৬১৫

আলোর প্রদীপ জ্বালাবেন। কিন্তু চারদিকে হতাশা ছাড়া কিছুই ছিল না। বুকের ভেতর মিথ্যা স্বপ্ন দেখারও কোনো অবস্থা ছিল না।

এমনই এক পরিস্থিতিতে অনেক বড় একটি ঘটনা ঘটে, যা আরবদের অন্তরে আশার প্রদীপ জ্বালায়। নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখায়। পুরো আরব এবার কুরাইশদের প্রতি মনোযোগী হয়।

ঘটনাটা হলো, নাজাশির নিয়োগপ্রাপ্ত সানাআর গভর্নর আবরাহা সানাআয় অনেক বড় একটা গির্জা নির্মাণ করে। নাম দেয় 'আলকুলাইস'। আবরাহার উদ্দেশ্য ছিল আরবদেরকে কাবা শরিফ থেকে ফিরিয়ে তার গির্জামুখী করা।

আবরাহা যখন দেখল মানুষ কাবা শরিফকে অসম্ভব সম্মান করে, কাবা শরিফ জিয়ারত করার জন্য দূরদূরান্ত থেকে সফর করে আসে, তার সহ্য হলো না। মনে মনে সে জ্বলতে থাকল। অপূর্ব নির্মাণশৈলীতে সে আলকুলাইস নামক একটি গির্জা নির্মাণ করল, যাতে মানুষ কাবা শরিফ ছেড়ে আলকুলাইসকে মহব্বত করে এবং আলকুলাইস জিয়ারত করার জন্য মানুষ দূরদূরান্ত থেকে দলে দলে আসে।

কিন্তু আরবদের জন্য এটা ছিল অসম্ভব এবং অকল্পনীয় ব্যাপার!

আরবরা নিঃসন্দেহে কাফের ছিল। মুশরিক ছিল। মূর্তিপূজারি ছিল। মদ্যপ এবং ব্যভিচারী ছিল। কিন্তু কাবার ভালোবাসা তাদের রক্তে মিশে ছিল। অঢেল সম্পদের বিনিময়েও তারা কাবা ছাড়তে প্রস্তুত ছিল না।

সব জায়গায় আবরাহার এই অপকৌশল নিয়ে কানাঘুষা চলছিল। এরই-মধ্যে কিনানি নামক এক ব্যক্তি ওই গির্জার ভেতরটা পায়খানা করে নষ্ট করে দিয়ে আসে। আবরাহা এতে ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে পড়ে। সে তখনই শপথ করে কাবা ধ্বংস না করে সে স্থির হবে না।

যাই হোক, আবরাহা প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী এক বিশাল হস্তীবাহিনী নিয়ে নিজেই কাবা অভিমুখে রওনা হয়।

কুরাইশরা জানত, নিশ্চিতভাবেই জানত যে এই বাহিনীর মোকাবিলা করার সামর্থ্য তাদের নেই। কিন্তু তাদের এই বিশ্বাসও সুদৃঢ়ভাবে ছিল যে কাবা আল্লাহর ঘর। তিনিই তার ঘর হেফাজত করবেন। বাস্তবে তা-ই

হয়। আল্লাহ তায়ালা নিজেই তার ঘর হেফাজত করেন। তিনি আবরাহার বাহিনীর বিরুদ্ধে ছোট ছোট পাখির ঝাঁক পাঠিয়ে দেন। প্রতিটি পাখির ঠোঁটে ছিল ছোট ছোট পাথর। পাথরগুলো যার উপরই পড়ত, সেই ধ্বংস হয়ে যেত। পবিত্র কুরআনের সুরা ফিলে আল্লাহ তায়ালা এই ঘটনা উল্লেখ করেছেন।

اَلَمۡ تَرَ كَيۡفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصۡحٰبِ الۡفِيۡلِ ؕ﴿۱﴾ اَلَمۡ يَجۡعَلۡ كَيۡدَهُمۡ
فِيۡ تَضۡلِيۡلٍ ﴿۲﴾ وَّ اَرۡسَلَ عَلَيۡهِمۡ طَيۡرًا اَبَابِيۡلَ ﴿۳﴾ تَرۡمِيۡهِمۡ بِحِجَارَةٍ
مِّنۡ سِجِّيۡلٍ ﴿۴﴾ فَجَعَلَهُمۡ كَعَصۡفٍ مَّاۡكُوۡلٍ

তুমি কি দেখনি তোমার প্রতিপালক হাতিওয়ালাদের সাথে কীরূপ ব্যবহার করেছেন? তিনি কি তাদের কৌশল ব্যর্থ করে দেননি? তিনি তাদের বিরুদ্ধে ঝাঁকে-ঝাঁকে পাখি ছেড়ে দিয়েছিলেন, যারা তাদের উপর পাকা-মাটির পাথর নিক্ষেপ করেছিল। সুতরাং তিনি তাদের খেয়ে-ফেলা ভুসির মতো করে ফেলেন।[৪]

এই ঘটনা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। সবাই ধারণা করতে থাকে যে অচিরেই বড় ধরনের কোনো দুর্ঘটনা ঘটবে। এই ঘটনা স্পষ্ট নিদর্শন ছিল আল্লাহর এমন এক বান্দার আগমনের, যিনি কাবা শরিফ সব ধরনের নাপাকি ও অপবিত্রতা থেকে পাক-সাফ করবেন। কাবার শান ও মর্যাদা মহিমান্বিত করবেন।[৫]

হেমন্তের পর বসন্ত

হেমন্তের পর বসন্ত আসে। বসন্ত আসার আগেই গাছের শাখা-প্রশাখায় তার আগমনী বার্তা ঝিলিক দেয়...।

কিংবা বলতে পারেন, রাত্রি শেষে ভোর হওয়ার পূর্বে পূর্বদিগন্তজুড়ে যেমন লালিমা ছড়িয়ে পড়ে...।

---

[৪] সুরা ফিল : ১-৫

[৫] সিরাতে ইবনে হিশাম, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪৩-৫৭

কিংবা বৃষ্টি শুরু হওয়ার আগে যেমন শীতল বাতাস প্রবাহিত হয়...।

এমনিভাবে বিশ্বজাহানের প্রিয়তম নবীজির জন্মের পূর্বেও এমন কিছু ঘটনা ঘটে, যা দুনিয়াবাসীকে এ বার্তাই দিচ্ছিল যে জুলুমের হেমন্তকাল বিদায়ের পথে।

এমন কিছু নিদর্শন প্রকাশ পেতে থাকে, যা দেখে জ্ঞানী ব্যক্তিরা বুঝে ফেলে, অচিরেই অজ্ঞতার সুদীর্ঘ অন্ধকার রাতের অবসান ঘটতে যাচ্ছে।

এমন কিছু আলামত দেখা যায়, যার দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছিল যে অবিরতধারায় রহমতের বারি বর্ষিত হতে যাচ্ছে।

আর এমন হবেই-না কেন! এখন তো সেই বসন্তের আগমন অবশ্যম্ভাবী ছিল, যার জন্য হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালাম এবং হজরত ইসমাইল আলাইহিস সালাম দোয়া করেছিলেন।

যার আগমনের সুসংবাদ দিয়েছিলেন হজরত মুসা আলাইহিস সালাম, হজরত ইয়াহইয়া আলাইহিস সালাম এবং হজরত ঈসা আলাইহিস সালাম।

রহমতের সেই বারিধারার জন্য তো ইহুদি-নাসারারা পর্যন্ত অপেক্ষায় ছিল।

অনন্তকালের অপেক্ষা

আমি তো এ কথাও বলব যে রহমতের বারিধারার অপেক্ষায় সেই এতিমরাও ছিল, যাদের মাথায় স্নেহের হাত বুলানোর মতো কেউ ছিল না।

সেই বিধবারাও ছিল, যাদের শুভ্র আঁচলে বৈধব্যের দাগ ছাড়া কোনো দাগ ছিল না; কিন্তু জাহেলদের দৃষ্টিতে এই দাগ এমন গাঢ় ছিল যে এর কারণে তাদেরকে মানবাধিকার থেকেও বঞ্চিত করা হয়।

চিরস্থায়ী বসন্তের অপেক্ষা সেই শিশুরাও ছিল, যাদেরকে জীবন্ত মাটিচাপা দেওয়া হতো।

এই আলোকোজ্জ্বল ভোরের প্রতীক্ষায় সেই নিপীড়িত মজলুমরাও ছিল, যাদের পাশে দাঁড়ানোর মতো কেউ ছিল না।

পৃথিবীর জল ও স্থলভাগ এই রহমতের বারিধারায় স্নাত হওয়ার অপেক্ষায় ছিল, যার বুকে নির্দয়ভাবে খুনখারাবি চলত। রক্তের বন্যা বইত।

বিষয়ভিত্তিক শ্রেষ্ঠ বয়ানসংকলন

নিদায়ে মিম্বার

(সপ্তম খণ্ড)

মূল

মাওলানা মুহাম্মাদ আসলাম শেখোপুরী রহ.

অনুবাদ

মাওলানা সিরাজুল ইসলাম

দাওরা : আল-জামিয়াতুল ইসলামিয়া দারুল উলুম মাদানীনগর, নারায়ণগঞ্জ

আরবি ভাষা ও সাহিত্য : আল-মারকাজুল ইসলামী, মুহাম্মদপুর, ঢাকা

তাখাসসুস ফিল ফিকহ : জামিয়া ইসলামিয়া দারুল উলুম, মিরপুর-১ ঢাকা, (আকবর কমপ্লেক্স)

খেদমত : মাদরাসা আবু হুরাইরা মিতরা, মানিকগঞ্জ

ইত্তিহাদ পাবলিকেশন

পা ব লি কে শ ন

ইত্তিহাদ পাবলিকেশন

কওমি মার্কেট, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

০১৯৭৯-৭৬৪৯২৬, ০১৮৪৩-৯৮৪৯৮৪

Email : ettihadpub@gmail.com

facebook.com/Ettihadpublication

বই	নিদায়ে মিম্বার (সপ্তম খণ্ড)
মূল	মাওলানা মুহাম্মাদ আসলাম শেখোপুরী রহ.
অনুবাদ	মাওলানা সিরাজুল ইসলাম
বানানসংশোধন	আহসান ইলিয়াস
প্রকাশকাল	জুন ২০২০
দ্বিতীয় মুদ্রণ	সেপ্টেম্বর ২০২২
প্রকাশক	মাওলানা মুহাম্মাদ ইসহাক
প্রচ্ছদ	শাহ ইফতেখার তারিক
অনলাইন পরিবেশক	রকমারি. কম, ওয়াফিলাইফ
সর্বস্বত্ব	ইত্তিহাদ পাবলিকেশন
মূল্য	৪২০ (চারশত বিশ) টাকা মাত্র

ISBN : 978-984-96895-6-0

উৎসর্গ

আমার প্রিয়-অপ্রিয়
সকল উসতাদের প্রতি

-সিরাজ

প্রসঙ্গ কথা

পাকিস্তানের অন্যতম বিখ্যাত দীনি ব্যক্তিত্ব শহিদ মাওলানা মুহাম্মদ আসলাম শেখপুরি রহ.। হৃদয়গ্রাহী বয়ান-বক্তৃতা ও জ্ঞানগর্ভ লেখনীর কারণে অল্পদিনে তার সুনাম-সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল বিশ্বময়। লক্ষ মানুষের সভা-সমাবেশ তার এক বয়ানে ইসলামের জন্য জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত হয়ে যেত। কুরআনের তাফসির ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে তার অবলম্বনকৃত পদ্ধতি আজকের নবীন আলেমদের জন্য এক অনুকরণীয় আদর্শ।

৮ খণ্ডে রচিত নিদায়ে মিম্বার ওয়া মিহরাব তারই বয়ানের আশ্চর্য সঙ্কলন। বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি তারই সপ্তম খণ্ড। এর প্রতি পৃষ্ঠায় জ্ঞান-বিজ্ঞানসহ সমকালীন বিভিন্ন বিষয়ে অন্যরকম এক আলোকচ্ছটা রয়েছে। দাজ্জাল, সুন্নত ও বিজ্ঞান, জাতীয়তাবাদ, পরিবার-পরিকল্পনা, ইসলামের প্রচার-প্রসার ইত্যাদি বিষয়ে তার প্রজ্ঞাপূর্ণ আলোচনা পাঠককে হতভম্ব না করে পারে না। ৮ খণ্ডের এ সঙ্কলনটি অনুবাদ করে বাংলাভাষী মানুষের কাছে পৌঁছানোর গুরুদায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছেন মাকতাবাতুল ইত্তিহাদের স্বত্বাধিকারী মাওলানা মুহাম্মাদ ইসহাক। তাকে সাধুবাদ জানানোর ভাষা আমার জানা নেই। বানানসংশোধন ও সম্পাদনার মূল্যবান কাজ আঞ্জাম দিয়েছেন মাওলানা আহসান ইলিয়াস। আল্লাহ তাদের দুনিয়া ও আখেরাতে মঙ্গল দান করুন।

বিভিন্ন ব্যস্ততা সত্ত্বেও খুব অল্প সময়ে বইটির অনুবাদের কাজ শেষ করতে হয়েছে। সহজ ও সাবলীল ভাষায় বইটিকে সাজানোর চেষ্টা করেছি। এতে কতটুকু সফল হয়েছি তা বিবেচনার দায়িত্ব পাঠকের। তারপরও কোনো অসঙ্গতি দৃষ্টিগোচর হলে আমাদের অবহিত করার অনুরোধ রইল।

আল্লাহ তায়ালা এই বইয়ের অনুবাদক, প্রকাশক ও সম্পাদক সবাইকে কবুল করুন। আমিন।

সিরাজুল ইসলাম

সূচিপত্র

দাজ্জালি সভ্যতা-১

দাজ্জালের স্বরূপ ১৭
ধ্বংসশীল জীবনের প্রতি অতিরিক্ত ভালোবাসা ২০
সুরা কাহাফের সঙ্গে দাজ্জালি ফেতনার সম্পর্ক ২১
হজরত আলি মিয়া নদবির চিন্তার ফল ২১
আসবাব ও আসবাবের সৃষ্টিকর্তা ২২
প্রথম ঘটনা ২৩
ক্ষমতার পালাবদল ২৫

দাজ্জালি তাহজিব-২

দ্বিতীয় ঘটনা ৩২
একটি ভুল ধারণা ৩৫
সুরার রুহ ৩৭
বরকতময় বাক্য ৩৮
ইনশাআল্লাহর সঙ্গে ঠাট্টা ৩৯
আল্লাহর পছন্দনীয় বাক্য ৪০
শুধু শব্দ যথেষ্ট নয় ৪১
বস্তুবাদ ও ঈমানের মধ্যে পার্থক্য ৪১
চোখে দেখা ঘটনা ৪৩
দুনিয়ার দৃষ্টান্ত ৪৩
তৃতীয় ঘটনা ৪৪
খিজির আলাইহিস সালামের সঙ্গে সফর ৪৬
হজরত মুসা ও খিজির-এর সম্পর্কচ্ছেদ ও রহস্যোদ্ঘাটন ৪৮
মানুষের জ্ঞানের অপূর্ণতা ৫০
চতুর্থ ঘটনা ৫১
ইয়াজুজ-মাজুজ ৫২
দাজ্জালের আত্মপ্রকাশ ৫৩

‘খোদা কে লিয়ে’ চলচ্চিত্রের মুখোশ উন্মোচন

মতবিরোধপূর্ণ বিষয় ৫৯
পোশাক ৬০
দাড়ি ৬৩
জাহের-বাতেন ৬৪
নামাজ ৬৫
ফিল্ম-প্রণেতার নিকট প্রশ্ন ৭০
গান-বাজনা ৭২
হাদিস থেকে প্রমাণ ৭৯

জাতীয়তাবাদের ইসলামি রূপরেখা

জাতীয়তাবাদের ভিত্তি ৮৫
জাহিলিয়াত কী? ৯৫
চার জিনিস ৯৬
আরব-জাতীয়তাবাদ ৯৭
আমার হৃদয় ব্যথিত হয় ৯৮
মিথ্যা আর মিথ্যা ৯৯

ইসলামের প্রচার তলোয়ারে নয়, উন্নত আদর্শে

প্রশ্নটি অনেক পুরাতন ১০৩
মাওলানা আবদুল মাজিদ দরিয়াবাদি ১০৩
আলোকিত চিন্তাধারা ১০৫
সাম্প্রদায়িক উন্মাদ ১০৬
মুসলমানদের সংখ্যা পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি ১০৭
মুসলমানদের সংখ্যা বেশি হওয়ার আরেকটি কারণ ১০৮
জোর করে কাউকে মুসলমান বানানোর অনুমতি নেই ১০৯
তলোয়ারের এই শক্তি কোথায়? ১১১
ধর্মত্যাগের ফেতনা ১১৪

ভণ্ডনবীর মুজিযা ১১৮
জিহাদের উদ্দেশ্য ১১৯
টিডব্লিউর সাক্ষ্য ১২২
উদারতা..১২৩
উন্নত চরিত্র..১২৪
অঙ্গীকার পালন..১২৬
ইসলাম নিজেই এক অপ্রতিরোধ্য শক্তি ১২৮
তাতারি ফেতনা ১২৯
তাতারিদের ইসলামগ্রহণের বিস্ময়কর ঘটনা..১৩০
ইসলাম কারো মুখাপেক্ষী নয় ১৩৪
সৌভাগ্যবান মানুষ..১৩৪
আলেকজান্ডার লিটভিনেঙ্কোর ইসলামগ্রহণ ১৩৫
পোলোনিয়াম প্রয়োগে আলেকজান্ডারের মৃত্যু ১৩৬
খেলোয়াড় ইউসুফ ইউহান্নার ইসলামগ্রহণ ১৩৭
ইসলামের সত্তাগত সৌন্দর্য ১৩৮
ইসলামে একত্ববাদের আকিদা..১৩৮
মুসলমানদের খোদা ১৩৯
ইসলামের ইবাদত-বন্দেগি ১৪০
পৃথিবীতে সব জায়গাই আজান হয় ১৪১
প্রতি মুহূর্তে আজান হয়..১৪২
নামাজ অতুলনীয় এক ইবাদত..১৪২
জাকাত..১৪৪
রোজা..১৪৫
হজে আশ্চর্য দৃশ্য ১৪৬
ইসলামের সব বিধানই হেকমতপূর্ণ ১৪৭
ইসলাম প্রচারকদের ত্যাগ ও কুরবানি..১৪৮
আফ্রিকার শেষ প্রান্তে ইসলামের দাওয়াত ১৪৮
মুসলমানদের উন্নত চরিত্র ১৫০
ইসলাম ভালো ধর্ম; কিন্তু মুসলমান ভালো নয় ১৫১
শক্তিশালী রুহানি ব্যক্তিত্ব ১৫১
ইসলামের অপরিচিত সৈনিক ১৫৪

অদৃশ্যের সাহায্য..১৫৭
একটি বিস্ময়কর কারামত ১৫৯
যদি ইসলাম প্রচারের জন্য তরবারি ব্যবহার হতো! ১৬০
মন্দির থেকে কাবা শরিফের পাহারাদার ১৬২

সুন্নত ও বিজ্ঞান

সুন্নত সম্পর্কে কিছু মৌলিক কথা ১৬৯
সুন্নত তিন প্রকার ১৭১
নীরবতাও শরিয়ত ১৭১
সুন্নতে তাকরিরির উদাহরণ ১৭২
আরেকটি উদাহরণ ১৭৩
হাদিস ও সুন্নাহ ১৭৪
সুন্নতের হেফাজত ও অনুসরণ ১৭৪
সত্য কথা ১৭৫
কুরআনের নির্দেশ ১৭৬
সত্যিকার ভালোবাসার নিদর্শন ১৭৮
হাদিসের নির্দেশ ১৭৯
আশ্চর্য ঘটনা ১৮০
কিছু ঈমানজাগানিয়া ঘটনা..১৮২
সুন্নতের অনুসরণ কেন?..১৮৪
মিসওয়াকের সওয়াব বর্ণনা করেছেন কিন্তু... ....১৮৫
হাত না ধোয়ার কারণে ট্রাক-ড্রাইভারের মৃত্যু..১৮৬
প্রতিটি জিনিসে হেকমত রয়েছে ১৮৭
সুন্নতের অনুসরণ আমরা কোনো বিজ্ঞানীর কথায় করি না ১৮৮
অবাধ্যতার ফল ১৮৯

হৃদয় উন্মোচন

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর..১৯৩
কে সে?..১৯৫
রাসুলুল্লাহর দোয়া..১৯৬
দুর্লভ পদ্ধতিতে দাওয়াতের কাজ..১৯৬

আল্লাহর আশ্চর্য লীলাখেলা ১৯৮
যখন বক্ষ উন্মোচন হয় ২০১
একটি তত্ত্বকথা ২০২
মুমিনের নুর ও মুনাফিকের অন্ধকার ২০৪
দীনের প্রচারক ও বক্ষ উন্মোচন ২০৯

ইসলাম ও পরিবার-পরিকল্পনা

আরবে সন্তান হত্যার কারণ ২১৫
আবদুল মুত্তালিবের মানত ২১৫
নীলনদে কুমারী বিসর্জন ২১৬
বিপন্ন মানবতা ২১৬
আত্মম্ভরিতা ২১৮
আর্থিক দুরবস্থা ২২০
পরিবার-পরিকল্পনা আন্দোলনের প্রেক্ষাপট ২২১
কুধারণা ও অজ্ঞতা ২২৩
আল্লাহ তায়ালার অফুরন্ত ভাণ্ডার ২২৪
সর্বোত্তম সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তায়ালা ২২৭
জন্মনিয়ন্ত্রণের কয়েকটি বৈধ পন্থা ২২৯
চিন্তার পার্থক্য ২৩০
ভারতে কন্যাশিশু হত্যা সংক্রান্ত বিবিসি রিপোর্ট ২৩৩
স্বভাববিরোধী আন্দোলন ২৩৫
জন্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষতি ২৩৬
স্থায়ীভাবে লাইগেশন করা হারাম ২৩৯
অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান ২৪০
সারকথা ২৪২

বান্দার সঙ্গে আল্লাহর ভালোবাসা

আল্লাহর দীনের অকৃতজ্ঞতার পরিণাম ২৪৫
ভালোবাসার চারটি নিদর্শন ২৪৭
আল্লাহর প্রিয়-অপ্রিয় ২৪৮
আল্লাহ তায়ালার গুণগত নাম ২৫৩

জাব্বার নামের অর্থ ২৫৪
কাহহার নামের অর্থ ২৫৫
মানুষের ত্রুটি-বিচ্যুতি ২৫৬
আমাদের উপর কি আবশ্যক নয়? ২৫৮

সত্যের সন্ধানে

পশ্চিমা বুদ্ধিজীবীদের মিথ্যাচার ২৬৩
বাইবেলের সম্মান ২৬৪
আল্লাহর কালাম ২৬৪
একটি হাস্যকর ঘটনা ২৬৬
কুরআন থেকে কুরআনের পরিচয় ২৬৬
বাইবেলের বাস্তবতা ২৬৯
মুসলমানদের একটি তুলনাহীন কৃতিত্ব ২৭০
কুরআন সংরক্ষণ ২৭১
বাইবেলে ভুল আর ভুল ২৭২
ড. মরিস বুকাইলির ইসলামগ্রহণ ২৭৪
কুরআনের সত্যতার জন্য বিজ্ঞানের প্রয়োজন নেই ২৭৭
বুদ্ধিমানের জন্য বাইবেলের সব কথা মানা কঠিন ২৭৯
কুরআন বেহুদা কথা থেকে পবিত্র ২৮০
বাইবেলে নবীদের শানে গোস্তাখি ২৮২
হজরত সুলায়মান থেকে কুফর রহিত করার রহস্য ২৮৭

দাজ্জালি সভ্যতা-১

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَحْدَهُ، وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى مَن لَّا نَبِيَّ بَعْدَه، أَمَّا بَعْد!
فَأَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْم، بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم
اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ عَلٰى عَبْدِهِ الْكِتٰبَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَّهٗ عِوَجًا

সম্মানিত উপস্থিতি, গত দরসের শেষে ঘোষণা করা হয়েছিল, দাজ্জালি তাহজিব এবং দাজ্জালি ফেতনা সম্পর্কে সামনে আলোচনা করা হবে। সেই বিষয়বস্তুর উপর আলোচনার জন্য নিদর্শন হিসেবে সুরা কাহাফের প্রথম আয়াতটি আমি তেলাওয়াত করেছি। 'নিদর্শন হিসেবে' কথাটি বলার কারণ হলো, পুরো সুরা কাহাফের সারমর্ম তুলে ধরা আজকে আমার উদ্দেশ্য। কেননা দাজ্জালি তাহজিব ও দাজ্জালি ফেতনার সঙ্গে এই সুরার নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। এই সম্পর্ক জানার পূর্বে প্রথমে আমাদের একথা হৃদয়ঙ্গম করতে হবে যে দাজ্জালি ফেতনা এতটাই ভয়াবহ যে আজ থেকে চোদ্দশ বছর পূর্বে আমাদের সরদার রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ সম্পর্কে উম্মতকে সতর্ক করেছেন।

বুখারি শরিফ ও মুসলিম শরিফে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আমি এই ফেতনার ব্যাপারে আমার উম্মতকে ভীতি প্রদর্শন করছি, যার ব্যাপারে প্রত্যেক নবি তার উম্মতকে ভীতি প্রদর্শন করে গেছেন; এমনকি দ্বিতীয় আদম হজরত নুহ আলাইহিস সালামও এই ফেতনার ব্যাপারে তার সম্প্রদায়কে সতর্ক করেছেন। মুসলিম শরিফে হজরত ইমরান ইবনে হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে, হজরত আদম আলাইহিস সালামের সৃষ্টির সময় থেকে নিয়ে কেয়ামত পর্যন্ত দাজ্জালি ফেতনার থেকে ভয়াবহ কোনো ফেতনা পৃথিবীতে সংঘটিত হবে না।

দাজ্জালের স্বরূপ

স্বভাবতই আমাদের মাথায় একটি প্রশ্ন আসে যে দাজ্জালের পরিচয় কী? তার স্বরূপ কী? দাজ্জালের সবচেয়ে বড় পরিচয় দাজ্জাল শব্দটিই। আরবি

ভাষায় দাজ্জাল শব্দের অর্থ মিথ্যাবাদী, প্রতারক, ধোঁকাবাজ; যার বাইরে এক রকম আর ভেতর আরেক রকম। তা ছাড়া আরবরা যখন دَجَّلْتُ السَّيْفَ বাক্যটি ব্যবহার করে তখন এর অর্থ হয়, আমি লোহার তরবারির উপর স্বর্ণের প্রলেপ দিয়েছি। আসলে তরবারিটি ছিল লোহার। তার উপর স্বর্ণের প্রলেপ দেওয়া হয়েছে। ফলে মনে হয়, তরবারিটি স্বর্ণ দ্বারা তৈরি করা হয়েছে।

দাজ্জালের সবচেয়ে বড় পরিচয় হলো, সে অনেক বড় প্রতারক ও ধোঁকাবাজ হবে। সমগ্র পৃথিবীর পরিবেশ-পরিচিতি ও বাস্তবতা পালটে দেওয়ার চেষ্টা চালাবে। মিথ্যা ছাড়া এক কদম সে আগে বাড়বে না।

হজরত হুজাইফা ইবনে ইয়ামান রা. থেকে বর্ণিত। হজরত রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, দাজ্জালের সঙ্গে আগুন ও পানি থাকবে। যাকে সে আগুন বলে অভিহিত করবে, তা বাস্তবে হবে পানি। আর যাকে পানি আখ্যায়িত করবে, প্রকৃতপক্ষে তা হবে আগুন।[১]

হজরত আবু হুরায়রা রা. বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, দাজ্জালের সঙ্গে জান্নাতও থাকবে, জাহান্নামও থাকবে। যাকে সে জান্নাত বলবে, বাস্তাবে তা হবে জাহান্নাম। আর যাকে সে জাহান্নাম বলবে, বাস্তবে তা হবে জান্নাত।[২]

ইউরোপ, আমেরিকাসহ অধুনা বিশ্বের কৃষ্টি-কালচার দাজ্জালের কৃষ্টি-কালচারের মতোই। এই কৃষ্টি-কালচারে তা-ই হচ্ছে, যা দাজ্জাল এসে করবে। প্রতারণা, মিথ্যা, ধোঁকাবাজি, প্রোপাগান্ডা ইত্যাদি। বাস্তবতা হবে এক ধরনের আর নাম হবে আরেক ধরনের। এই কৃষ্টি-কালচারের ধারক-বাহকরা পৃথিবীর সামনে প্রথমে একটি দৃষ্টিভঙ্গি বা একটি স্লোগান তুলে ধরে। তারপর মিডিয়ায় তা এত বেশি পরিমাণে প্রচার করে যে, ভালো-মন্দ বিচার-বিশ্লেষণ ছাড়াই সাধারণ মানুষের অন্তরে এর প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা জন্মে যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, তাদের কয়েকটি স্লোগান হলো স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, মানবাধিকার, নারী স্বাধীনতা। সাধারণ মানুষের ভাষ্য হলো, এসব জিনিস আমাদের দেশে বাস্তবায়ন হওয়া উচিত। তবে তাদের

[১] মুসলিম : ২/৪০০
[২] মুসলিম : ২/৪০০

কেউ এ দিকটি নিয়ে চিন্তা করে না যে, ইউরোপীয় কৃষ্টি-কালচারে এসব আকর্ষণীয় ও চটকদার স্লোগানের পেছনে কী মর্ম লুকিয়ে আছে।

তাদের নিকট স্বাধীনতার উদ্দেশ্য হলো ব্যক্তিগত স্বাধীনতা। অর্থাৎ যা ইচ্ছা করো, যেভাবে ইচ্ছা করো, যা ইচ্ছা লেখো, যা ইচ্ছা ছাপাও, যা মন চায় খাও- হালাল হোক বা হারাম, নারীদের ভোগ করো-বিবাহ করে বা ব্যভিচারের মাধ্যমে, যা মন চায় সমালোচনা করো, ধর্মের হোক বা কুরআন-হাদিসের।

চিন্তা করুন, কোনো মুসলমান কি এ ধরনের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সহ্য করতে পারে? কখনোই না।

গণতন্ত্র দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, অধিকাংশের মত গ্রহণ করে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। যদি অধিকাংশ মানুষ সমকামিতাকে বৈধ বলে তা হলে সমকামিতা বৈধ বলে বিবেচিত হবে।

মানবাধিকার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, যেখানে কোথাও ইউরোপিয়ানদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বা বাণিজ্যিক স্বার্থে কোনো ধরনের ব্যাঘাত সৃষ্টি হচ্ছে, সেখানে মানবাধিকারের স্লোগানের ধোঁয়া তুলে তারা সরকার পরিবর্তন করে দেয়, বোম্বিং করে ধ্বংসযজ্ঞ চালায়। শহরের পর শহর, বসতির পর বসতি বিরান করে দেয়।

নারী স্বাধীনতা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, নারীদের ঘর থেকে বের করে দেওয়া। পুরুষের যৌনচাহিদা চরিতার্থ করা এবং তাদের অন্তরের প্রশান্তি দেওয়াই যেন নারীদের সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য। মা, বোন ও মেয়ের মর্যাদা ও বিভেদ বিলুপ্ত করে সকল নারীকে এক কাতারে দাঁড় করিয়ে দেওয়া। তাদের পবিত্রতা নিঃশেষ করে ফেলা।

এবার আপনি চিন্তা করে দেখুন, এসব জমকালো ও আকর্ষণীয় স্লোগানের পেছনে কেমন বিষ লুকিয়ে আছে। ইসলাম কিছুতেই এসবের অনুমতি দেয় না। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো, সব শ্রেণি-পেশার মানুষ এসব স্লোগান দিচ্ছে। মুসলমান লেখক, সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও নেতৃস্থানীয়রা দেদার বলে বেড়াচ্ছে যে গণতন্ত্র ব্যতিরেকে রাষ্ট্রপরিচালিত হতে পারে না। নারীদের স্বাধীনতা দেওয়া জরুরি। ইত্যাদি।

এমন পরিস্থিতি কেন তৈরি হচ্ছে? এর কারণ হলো, এগুলোর পেছনে দাজ্জালি কৃষ্টি-কালচারের কর্ণধারদের শক্ত হাত রয়েছে। তারা বিভিন্ন প্রোপাগান্ডার মাধ্যমে আমাদের মনমানসিকতায় এই শব্দাবলির প্রতি

ভালোবাসা বদ্ধমূল করে দিয়েছে। শুধু তা-ই নয়, আমাদের চিন্তা-চেতনায় কিছু শব্দের প্রতি ঘৃণাবোধও তারা সৃষ্টি করে দিয়েছে। যেমন, বর্তমানে সন্ত্রাসী শব্দটি। তারা সন্ত্রাসী শব্দের এমন ব্যাখ্যা জনগণের মাঝে প্রচার করেছে যে জিহাদ তথা মুসলমানদের ধর্মযুদ্ধকে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড বানিয়ে দিয়েছে। ধীরে ধীরে এমন পরিবেশ তৈরি হচ্ছে যে, কেউ ইসলামের কোনো কাজ করলেই তাকে সন্ত্রাস মনে করা হবে।

ধ্বংসশীল জীবনের প্রতি অতিরিক্ত ভালোবাসা

দাজ্জালি কৃষ্টি-কালচারের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হলো, এই ধ্বংসশীল জীবনের প্রতি অতিরিক্ত ভালোবাসা। যারা এই কৃষ্টি-কালচারে প্রভাবিত, তাদের মধ্যে পার্থিব জীবনের প্রতি মায়া-মহব্বত ও প্রেম-ভালোবাসা জেঁকে বসে। ফলে তাদের সব কর্মকাণ্ড, আচার-আচরণ ও চেষ্টা-তদবির এই পার্থিব জীবনকে কেন্দ্র করেই পরিচালিত হয়। অথচ প্রকৃত জীবন হলো আখেরাতের জীবন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, اللَّهُمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَةْ আয় আল্লাহ, আখেরাতের জীবনই একমাত্র জীবন।[৩] কুরআন খুললে দেখা যায়, বারবার পরকাল সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। পার্থিব জীবনকে কুরআন ধ্বংসশীল ও তামাশা বলে অভিহিত করেছে। অপরদিকে পরকালের জীবনকে চিরস্থায়ী ও অবিনশ্বর বলে ঘোষণা করেছে। বস্তুপূজারিরা সকল প্রচেষ্টা দুনিয়ার জীবনকে দীর্ঘস্থায়ী ও আরামদায়ক বানানোর কাজে ব্যয় করে। এ কারণে বস্তুজগতের উন্নতি সত্ত্বেও তাদের অন্তর অন্ধকারাচ্ছন্ন। কবি আল্লামা ইকবালের ভাষায়,

یہ عیش فرواں یہ حکومت یہ تجارت
دل سینہ بے نور ہیں محروم تسلی
تاریک ہے افرنگ مشینوں کے دھوئیں سے
یہ وادی ایمن نہیں شایان تجلی

সুরা কাহাফের সঙ্গে দাজ্জালি ফেতনার সম্পর্ক

---

[৩] বুখারি : ৩৭১, মুসলিম : ৪৬২৭

সুরা কাহাফের সঙ্গে দাজ্জালের ফেতনার রয়েছে বিশেষ সম্পর্ক। এজন্য রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি সুরা কাহাফ যেভাবে অবতীর্ণ হয়েছে সেভাবে তেলাওয়াত করবে, দাজ্জাল তাকে কিছুতেই পরাস্ত করতে পারবে না। হজরত আবু দারদা রা. বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি সুরা কাহাফের প্রথম দশ আয়াত তেলাওয়াত করবে সে দাজ্জালের ফেতনা থেকে নিরাপদ থাকবে।[৪]

এসব বর্ণনার কারণে আল্লাহার তাওফিকপ্রাপ্ত বান্দারা প্রতি শুক্রবার গুরুত্বের সঙ্গে সুরা কাহাফ তেলাওয়াত করেন এবং দীনদার পিতা-মাতা তাদের সন্তানদের সুরা কাহাফ তেলাওয়াতের প্রতি উৎসাহিত করেন।

হজরত আলি মিয়া নদবির চিন্তার ফল

প্রখ্যাত ইসলামি চিন্তাবিদ হজরত আবুল হাসান আলি নদবি রহ. 'ইসলাম ও বস্তুবাদের সংঘাত' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। এতে তিনি এই সুরার সারমর্ম বর্ণনা করেছেন। তিনি লিখেছেন, আমার সম্মানিত মাতা আমাকে প্রতি শুক্রবার সুরা কাহাফ তেলাওয়াত করতে বলতেন। মাঝেমধ্যে আমার থেকে হিসাবও নিতেন যে, তার নির্দেশের উপর আমল হচ্ছে কিনা। প্রতি জুমায় তেলাওয়াতের কারণে সুরাটি আমার মুখস্থ হয়ে যায়। পরবর্তীকালে হাদিস অধ্যয়নের সময় বুঝতে পারলাম, সুরা কাহাফকে দাজ্জালি ফেতনা থেকে হেফাজতের মাধ্যম বলা হয়েছে। আমি ভাবলাম, নিশ্চয়ই এ সুরায় এমন কিছু বিষয় আছে, যা দাজ্জালের ফেতনা থেকে মানুষকে রক্ষা করতে পারে। আমি এ সম্পর্কে অনেক চিন্তাভাবনা করলাম। অবশেষে জানতে পারলাম, সুরা কাহাফে সেই বিষক্রিয়ার প্রতিষেধক বর্ণনা করা হয়েছে, যা দাজ্জাল এসে মানুষের মাঝে বিস্তার ঘটাবে এবং তাতে এমন শিক্ষা রয়েছে, যা মানুষের মন-মেজাজ দাজ্জালের মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত করে।

যখন আমি এই সুরার বিষয়বস্তু নিয়ে গবেষণা করলাম তখন আমার নিকট একথা পরিষ্কার হয়ে উঠল যে, এই সুরার বিষয় হলো ইসলাম ও বস্তুবাদের সংঘাত। এই বিষয়কে পরিষ্কার করার জন্য সুরাটির মধ্যে চারটি ঘটনা

[৪] আবু দাউদ : ২/২৪৬

বর্ণনা করা হয়েছে। এসব ঘটনার মাধ্যমে একথা বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে যে আসবাবই সবকিছু নয়; বরং আসবাবের সৃষ্টিকর্তাই হলেন মূল।

আসবাব ও আসবাবের সৃষ্টিকর্তা

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, এই জগৎ হলো আসবাবের জগৎ বা বস্তুজগৎ। এই জগতে খাদ্যশস্য উৎপন্ন করার জন্য জমিনে বীজ বপন করা জরুরি। কোনো জিনিস পাকানোর জন্য আগুনের উপর রাখা জরুরি। পিপাসা মেটানোর জন্য পানি পান করা জরুরি। কেউ বিষ পান করলে তার ধ্বংস অনিবার্য। কেউ আগুনে ঝাঁপ দিলে তার প্রজ্বলিত হওয়াটা অপরিহার্য। এগুলো হলো আসবাব বা বস্তু। আসবাব আল্লাহর নির্দেশে কাজ করে। তবে কিছু লোক এক্ষেত্রে এ পরিমাণ সীমালঙ্ঘন করে যে, তারা মনে করে, আসবাব ব্যতীত কোনো ফলই প্রকাশ হয় না।

মানুষ আসবাব বা বস্তুপূজা শুরু করেছে। কারণ তাদের ধারণা আসবাবই সবকিছু। কাফেরদের মাঝে এই দৃষ্টিভঙ্গি পুরোপুরি সমাদৃত। তারা একে তাদের আকিদা-বিশ্বাসের মর্যাদা দিয়ে রেখেছে। এই দৃষ্টিভঙ্গি দাজ্জালি কৃষ্টি-কালচারের নিদর্শন।

দ্বিতীয় কথা হলো আসবাব ব্যতীত এক অদৃশ্য শক্তি রয়েছে। এই শক্তির নির্দেশ হলে আসবাব কাজ করে অন্যথায় কাজ করে না। আগুন তার নির্দেশেই প্রজ্বলিত করে। পানি তার নির্দেশেই নিমজ্জিত করে। তার নির্দেশেই শস্য উৎপন্ন হয়। মেঘমালা তার নির্দেশেই বৃষ্টি বর্ষণ করে। এই বিষয়টি বোঝানোর জন্য সুরা কাহাফের মধ্যে চারটি ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে।

প্রথম ঘটনা

প্রথম ঘটনাটি আসহাবে কাহাফের। অর্থাৎ সেই ছয় বা সাত যুবকের ঘটনা, যারা নিজেদের ঈমান রক্ষার জন্য শহরের আরাম-আয়েশ ও ভোগ-বিলাসিতার জীবন ত্যাগ করে এক গুহায় গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন।

রোমান সাম্রাজ্যের এক অত্যাচারী পৌত্তলিক শাসক জনগণকে শিরক করতে বাধ্য করত। অধিকাংশ মানুষ তার জুলুম-নির্যাতনের ভয়ে মূর্তিপূজা শুরু করে। তবে কিছু সাহসী ও আল্লাহভীরু লোক শিরক ও মূর্তিপূজা করতে অস্বীকার করে। তাদের মধ্যে এই সাত যুবকও ছিল,

যারা অভিজাত ও অত্যন্ত নামিদামি খান্দানের সন্তান। যখন তাদের মূর্তিপূজা করতে বাধ্য করা হয় তখন তাদের সামনে দুটি রাস্তা খোলা ছিল। একটি হলো বস্তুবাদের রাস্তা আর অপরটি হলো রুহানিয়াতের রাস্তা। অর্থাৎ একটি রাস্তা ছিল, তারা সরকারের সামনে মাথা নত করবে এবং ইজ্জত-সম্মান ও প্রসিদ্ধি অর্জন করবে। দ্বিতীয় রাস্তা ছিল, তারা জীবন উৎসর্গ করবে এবং নিজেদের ঈমান হেফাজত করবে। একদিকে ছিল আসবাব, যা সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন। অর্থাৎ সরকার ব্যতীত তারা চাকরি পাবে না, উদরপূর্তি করে খাবার খেতে পারবে না এবং শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে থাকতে পারবে না। অপরদিকে ছিল আল্লাহর সত্তার উপর ঈমান ও বিশ্বাস। তারা জানতো, আল্লাহর নির্দেশ ব্যতীত কিছুই হয় না। আল্লাহ যার উপর দয়া ও মেহেরবানি করেন, তাকে রিজিক দান করেন। তাকে শান্তি ও নিরাপত্তা দান করেন। আল্লাহ যার ভালো চান, গোটা পৃথিবী মিলে তার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। আর আল্লাহ যার ক্ষতি চান, গোটা পৃথিবী মিলে তার কোনো কল্যাণ করতে পারবে না।

উভয় রাস্তা নিয়ে চিন্তাভাবনা করে তারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, না, সর্বাবস্থায় আমাদের ঈমান রক্ষা করতে হবে। আসবাবের উপর নয়; আসবাবের সৃষ্টিকর্তার উপর আমাদের দৃষ্টি রাখতে হবে। বস্তুবাদ নয়; রুহানিয়াতকে আমাদের প্রাধান্য দিতে হবে। যা কিছু হোক, আমরা কিছুতেই আল্লাহর সঙ্গে শিরক করব না। তারা নিজেদের ঈমান বাঁচানোর প্রতিজ্ঞা করেন। আল্লাহ তায়ালা তাদের এই প্রতিজ্ঞার মধ্যে দৃঢ়তা ও স্থিরতা দেন। তাদের চিন্তা-চেতনা একমুখী হয়ে যায় এবং অন্তর দৃঢ় ও মজবুত হয়ে যায়। তারা এই সিদ্ধান্ত নেন যে, যা কিছুই হোক না কেন, আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করব না। রিজিকের জন্য, সম্পদের জন্য, পদের জন্য, খান্দান ও গোত্রের জন্য সর্বোপরি কোনো কিছুর জন্যই শিরকে লিপ্ত হবো না। তবে এখন তাদের সামনে সবচেয়ে নাযুক ও কঠিন প্রশ্ন হলো, সরকারের কথা পালন না করার কারণে যখন তাদের জন্য জমিন সংকীর্ণ হয়ে যাবে এবং সরকার অসন্তুষ্ট হবে, তখন তারা ঈমান হেফাজত করবে কীভাবে এবং একত্ববাদের উপর কীভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকবে? তাদের ঈমানই এই নাযুক পরিস্থিতি থেকে তাদের উদ্ধার করে এবং তাদের অন্তরে এই বিশ্বাস সৃষ্টি করে দেয় যে, প্রতিকূল পরিস্থিতি সত্ত্বেও ঈমান রক্ষা করা কঠিন কোনো কাজ নয়। আল্লাহ তায়ালার জমিন অনেক প্রশস্ত। এখানে না হলে অন্য কোথাও গিয়ে আমরা আশ্রয় নেব। যদি শহরে

আমাদের থাকার জায়গা না থাকে তা হলে কোনো জঙ্গল বা বিরান ভূমিতে আশ্রয় নেব। যদি জনবসতি আমাদের আশ্রয় না দেয় তা হলে কোনো পাহাড়ে গিয়ে আশ্রয় নেব। কুরআন বলছে, তারা দৃঢ়তার সঙ্গে পাহাড়ে আশ্রয় নেওয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ইরশাদ হয়েছে-

وَ اِذِ اعْتَزَلْتُمُوْهُمْ وَمَا يَعْبُدُوْنَ اِلَّا اللّٰهَ فَاْوٗۤا اِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِّنْ رَّحْمَتِهٖ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِّنْ اَمْرِكُمْ مِّرْفَقًا

(অতঃপর জোয়ানরা পরস্পর বলল) যখন তোমরা এই মুশরিকদের থেকে এবং আল্লাহ ছাড়া অন্যদের যারা মাবুদ বানায় তাদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে চলেই গেলে, তখন তোমরা একটি গুহায় গিয়ে আশ্রয় নাও। (সেখানে) তোমাদের মালিক তোমাদের উপর তার রহমতের ছায়া বিস্তার করে দেন এবং তোমাদের বিষয়াদি তোমাদের জন্য সহজ করে দেন।[৫]

এই সাত যুবক আল্লাহর উপর ভরসা করে ঈমান বাঁচানোর জন্য ঘর থেকে বের হয়ে পড়েন। একটি কুকুরও তাদের সঙ্গে ছিল। চলতে চলতে তারা পাহাড়ের এক গুহায় গিয়ে পৌঁছেন। গুহাটিকে তারা ইবাদত ও অবস্থানের জন্য নির্বাচন করেন। এই গুহায় তারা সেই আরাম ও প্রশান্তি লাভ করেছেন, যা রাজা-বাদশাহর রাজপ্রাসাদেও পাওয়া যেত না। তা ছাড়া তারা শান্তি পাবেন না কেন, তারা তো আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য ভোগ-বিলাস ও আরাম-আয়েশের জীবন লাথি মেরে চলে এসেছেন। যারা আল্লাহর জন্য বাহ্যিক আসবাব ত্যাগ করে, আল্লাহ তাদের আসবাব ব্যতীতই চিরস্থায়ী প্রশান্তির দৌলত দান করেন। তারা গুহার মধ্যে আল্লাহর জিকির ও ইবাদত শুরু করেন। যেসব পাথেয়-আসবাব সঙ্গে এনেছিলেন, তা দিয়ে জীবন চালাতে থাকেন। যখন পাথেয় শেষ হয়ে যায় তখন আল্লাহ তায়ালা তাদের গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন করে দেন। অতঃপর দু-চার বছর নয়; বরং দীর্ঘ তিনশত নয় বছর ঘুমিয়ে কাটান।

ক্ষমতার পালাবদল

---

[৫] সুরা কাহফ, আয়াত : ১৬

ঘুমানো অবস্থায় আল্লাহ তায়ালা তাদের পার্শ্ব পরিবর্তন করতে থাকেন, যাতে এক কাতে শুয়ে শুয়ে তাদের দেহ পচে-গলে না যায়। আল্লাহ তায়ালাই সূর্যের প্রখর তাপ থেকে তাদের রক্ষা করতে থাকেন। একদিকে তারা আরামে ঘুমাচ্ছে এবং জান্নাতের মজা উপভোগ করছে। অন্যদিকে রোমান সাম্রাজ্যে ক্ষমতার উত্থান-পতন চলছে। অবস্থার পরিবর্তন ঘটছে। একজন মসনদে বসছে, আরেকজন নামছে। এভাবে একসময় রোম থেকে পৌত্তলিক শাসনের অবসান ঘটে। আল্লাহ তায়ালা তাওহিদে বিশ্বাসীদের হাতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দান করলেন।

দীর্ঘদিন পর তাওহিদে বিশ্বাসী যুবকেরা ঘুম থেকে জেগে উঠলেন। ক্ষুধার তাড়নায় তাদের কষ্ট হচ্ছিল। তারা পরামর্শ করে একজন সাথিকে পবিত্র ও সুস্বাদু খাবার কিনে আনার জন্য শহরে পাঠালেন। তাকে বুঝিয়ে দিলেন, শহরে গিয়ে নম্র-ভদ্রভাবে চলবে। হেকমতের সঙ্গে কথা বলবে। আমাদের আত্মগোপনের কথা কারো কাছে ফাঁস করবে না। কারো সঙ্গে ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হবে না। তা হলে তোমার সঙ্গে আমাদেরকেও অত্যাচারী মুশরিক সরকার গ্রেফতার করে নিয়ে যাবে। তারা তখন জানতো না যে, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার পালাবদল হয়েছে এবং মসনদে তাদের শত্রু পৌত্তলিক শাসকরা নয়, বরং একত্ববাদে বিশ্বাসী মানুষ সমাসীন।

যুবকটি খাবার ক্রয় করার জন্য একটি দোকানে গেলেন। ব্যাগ থেকে মুদ্রা বের করলেন। সে দেশে এই মুদ্রার প্রচলন ছিল তিনশত নয় বছর পূর্বে। হিজরতের সময় তারা এগুলো সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন। এই প্রাচীন মুদ্রাগুলোই তাদের ঘটনা ফাঁস করার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

দোকানদার মুদ্রা দেখে হতবাক হয়ে গেল। বিস্ময়াভিভূত হয়ে যুবকের দিকে বার বার তাকাতে লাগল। তারপর পাশের দোকানদারকে বিষয়টি অবহিত করল। এভাবে একজন একজন করে আশপাশের সকল দোকানদার বিষয়টি জেনে গেল। এবং দেখতে না দেখতে মুহূর্তের মধ্যে মানুষের জটলা বেঁধে গেল। যুবকটিকে তারা নানা ধরনের প্রশ্নবাণে জর্জরিত করে তুলল। তুমি কে? কোথা থেকে এসেছো? এই মুদ্রা কোন দেশের? তুমি আমাদের শত্রুদেশের গোয়েন্দা নও তো আবার? ইত্যাদি। ইত্যাদি।

অবশেষে বাধ্য হয়ে যুবকটি তাদের আত্মগোপনের ঘটনা ফাঁস করে দিলেন। তিনি বললেন, আমি সেই সাত যুবকের একজন, যারা ঈমান হেফাজতের জন্য হিজরত করতে বাধ্য হয়েছিলেন। যাদের হিজরত ও রাতের আঁধারে আত্মগোপনের দাস্তান তৎকালীন আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সকলের মুখে মুখে ছিল এবং আজও মায়েরা যাদের আত্মত্যাগের ঘটনা শুনিয়ে বাচ্চাদের বস্তুবাদের মোকাবিলায় একত্ববাদকে গ্রহণ করতে উৎসাহিত করে থাকে।

ধীরে ধীরে এই ঘটনা বাদশাহর কানে পৌঁছে গেল। পুরো শহরে জানাজানি হয়ে গেল। যুবকদের এক নজর দেখার জন্য লোকজন উদগ্রীব হয়ে জমা হতে লাগল। অতঃপর বাদশাহ ও নেতৃস্থানীয়দের নেতৃত্বে লোকজন সেই গুহা-অভিমুখে রওনা করল। সে এক আশ্চর্য দৃশ্য ছিল। গতকাল যারা ছিল জিরো আজকে তারা হয়ে গিয়েছে হিরো। পৌত্তলিক অত্যাচারী বাদশাহ একদিন যাদের নিঃশেষ করতে চেয়েছিল, একত্ববাদে বিশ্বাসী বাদশাহ আজ তাদের মাথার উপরে বসানোর জন্য তৈরি হয়ে গিয়েছেন।

সেদিন প্রত্যেকের এই বাস্তবতা উপলব্ধি হয়েছিল যে, শেষ বিজয় ঈমানওয়ালাদেরই হয়ে থাকে। বস্তুবাদের উপর একত্ববাদের বিজয় অনিবার্য। যারা বাহ্যিক বস্তুপূজারি এবং তাড়াহুড়াপ্রবণ, তারা দুনিয়ার রঙ-তামাশা দেখে ঈমান থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। তবে আল্লাহ তায়ালা যাদের ঈমানি নুর ও অন্তর্চক্ষু দান করেন, তারা কখনো উদিত সূর্য দ্বারা প্রভাবিত হয় না। তারা সর্বদা সত্যের সঙ্গে থাকেন; এতে বাহ্যিকভাবে যত সমস্যা ও বিপদ-আপদই দৃষ্টিগোচর হোক না কেন। আসহাবে কাহাফের ঘটনা থেকে এমন লোকদের শিক্ষণীয় অনেক কিছু রয়েছে, যারা বাহ্যিক রঙ-তামাশা দেখে ঈমান ত্যাগ করতে কুণ্ঠাবোধ করে না। যেই যুবকেরা ঈমান বাঁচানোর জন্য একদিন বাহ্যিক ইজ্জত-সম্মানকে লাথি মেরেছিলেন, আজ সেই ইজ্জত-সম্মান তাদের পদচুম্বন করার জন্য প্রস্তুত হয়ে গিয়েছে। কাল আত্মগোপনের জন্য দেশে যাদের সামান্য ভিটেমাটির ব্যবস্থা ছিল না, আজ পুরো দেশ তাদের এক পলক দেখার জন্য অস্থির হয়ে গিয়েছে।

বাদশাহর নেতৃত্বে জনসাধারণের এক বিশাল বাহিনী যখন উক্ত গুহার মুখে পৌঁছে, তখন আল্লাহ তায়ালা যুবকদের অদৃশ করে দেন। তাদের দেখার আর কারো সৌভাগ্য হয়নি।

বিষয়ভিত্তিক শ্রেষ্ঠ বয়ানসংকলন

নিদায়ে মিম্বার

(অষ্টম খণ্ড)

মূল

মাওলানা মুহাম্মাদ আসলাম শেখোপুরী রহ.

অনুবাদ

মুহাম্মাদ নূরুয্যামান

তাকমিল, মাদরাসা বাইতুল উলূম, ঢালকানগর, ঢাকা

ইফতা, মারকাজুল বুহুস আল ইসলামীয়া, মিরপুর, ঢাকা

ইত্তিহাদ

পা ব লি কে শ ন

ইত্তিহাদ পাবলিকেশন

কওমি মার্কেট, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

০১৯৭৯-৭৬৪৯২৬, ০১৮৪৩-৯৮৪৯৮৪

Email : ettihadpub@gmail.com

facebook.com/Ettihadpublication

বই	নিদায়ে মিম্বার (অষ্টম খণ্ড)
মূল	মাওলানা মুহাম্মাদ আসলাম শেখোপুরী রহ.
অনুবাদ	মুহাম্মাদ নূরুয্যামান
বানানসংশোধন	আহসান ইলিয়াস
প্রকাশকাল	জুন ২০২০
দ্বিতীয় মুদ্রণ	সেপ্টেম্বর ২০২২
প্রকাশক	মাওলানা মুহাম্মাদ ইসহাক
প্রচ্ছদ	শাহ ইফতেখার তারিক
অনলাইন পরিবেশক	রকমারি. কম, ওয়াফিলাইফ
সর্বস্বত্ব	ইত্তিহাদ পাবলিকেশন
মূল্য	৪০০ (চারশত) টাকা মাত্র

ISBN : 978-984-96895-6-0

উৎসর্গ

প্রিয় উমাইর আহমাদ
ও যুবাইর আহমাদ-এর
সফল জীবন কামনায়

হে আল্লাহ, ওরা যেন দীনের
প্রকৃত ধারক-বাহক হতে পারে।

সূচিপত্র

ইসলাম ও উত্তরাধিকার সম্পত্তি বণ্টন

প্রথম আলোচনা : 'ফারায়েজ'-এর পরিচিতি ১৮
শাব্দিক অর্থ ১৮
পরিভাষিক অর্থ ১৯
দ্বিতীয় আলোচনা : ইসলামের দৃষ্টিতে উত্তরাধিকার সম্পদ বণ্টনের গুরুত্ব ১৯
হাদিসের আলোকে ২২
তৃতীয় আলোচনা : উত্তরাধিকার সম্পদ বণ্টনে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব ও বৈশিষ্ট্য ২৩
প্রথম বৈশিষ্ট্য ২৩
আমাদের দেশের প্রথা ২৪
দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য : ছোট-বড় ও নারী-পুরুষের ব্যবধান না করা ২৫
প্রথম ঘটনা ২৫
দ্বিতীয় ঘটনা ২৭
তৃতীয় বৈশিষ্ট্য ২৮
চতুর্থ আলোচনা : নারীর অধিকার ইসলাম কীভাবে রক্ষা করেছে ২৮
মিরাস বণ্টনে আকাবিরের আদর্শ ৩১
গুরুত্বপূর্ণ ও গুরুত্বহীন ৩১
আমাদের উলটো চিন্তা ৩২
নারীর অংশ কম কেন ৩৩
মিরাস বণ্টনের বিবরণ ৩৬
ঋণ সম্পর্কে কয়েকটি জরুরি কথা ৩৬
অসিয়ত ৩৮
কয়েকটি জরুরি মাসআলা ৪০
শেষ কথা ৪২

ইসলাম ও ফ্যাশন

দুনিয়ার আসল চেহারা ৪৬
প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী ৪৯

পরিপাটি হয়ে থাকা এবং বিলাসী জীবন যাপন করা ৬২
অহংকার কী? ৫৫
ফ্যাশনপূজা ৫৭
দাড়ির গুরুত্ব ও তাৎপর্য ৫৮
পোশাক ৬১
কথাবার্তা ৬৬
ফ্যাশনের বন্যা ৬৮
হোলি উৎসব ৬৮
ভ্যালেন্টাইন ডে ৬৯
গাঁদা ফুলের মালা ৬৯
ময়ূরের পালক ৬৯
থার্টিফাস্ট নাইট ডে ৭০

একাধিক স্ত্রী

প্রাচুর্য ও বিবাহ ৭৬
অভাব ও বিবাহ ৭৮
সাহাবিদের দৃষ্টিতে বিবাহ ৭৯
প্রিয়নবী সা. ও বিবাহ ৮০
হজরত আয়েশা ও হজরত হাফসা ৮১
হজরত উম্মে হাবিবা ৮১
হজরত জায়নাব বিনতে জাহাশ ৮২
হজরত জুওয়াইরিয়া ৮২
হজরত মায়মুনা ৮২
হজরত সাফিয়া ৮২
একাধিক স্ত্রী সম্পর্কে আপত্তির খণ্ডন ৮৩
অন্যান্য ধর্মে একাধিক স্ত্রী ৮৪
হিন্দুধর্ম ৮৪
ইহুদি ও খ্রিষ্টধর্ম ৮৪
একাধিক স্ত্রীর বৈধতা ৮৫
ন্যায় ও ইনসাফের আদেশ ৮৬
অন্যান্য দলিল ৮৮

দুর্গন্ধময় সমাজ ৯০
পার্থক্য কেবল এই ৯১
যখন একাধিক বিবাহ উন্মুক্ত ছিল ৯৩
যেখানে একাধিক বিবাহ নিষিদ্ধ ৯৫
অপব্যাখ্যা..৯৮
জঘন্য উপহাস ৯৯
একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা ১০০
একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর ১০১

আত্মীয়তার সম্পর্ক কেন ছিন্ন হয়?

অনেক সময় আত্মীয়দের নামে চাওয়া হয় ১০৬
আত্মীয়তার সম্পর্ক মনের ভার লাঘব করে..১০৮
আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার গুরুত্ব..১০৮
আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা রিজিক ও হায়াত বৃদ্ধির কারণ ১১০
আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখলে দ্রুত প্রতিদান পাওয়া যায়............১১০
আত্মীতার সম্পর্ক বজায় রাখা নফল ইবাদতের চেয়ে উত্তম............. ১১১
দীনদারি কি শুধু এগুলোর নাম? ১১২
জান্নাতের মধ্যখানে প্রাসাদের নিশ্চয়তা..১১৩
জান্নাতের একটি টুকরা দুনিয়া ও দুনিয়ার সবকিছুর চেয়ে উত্তম ১১৩
মিথ্যা অনেক বড় অভিশাপ ১১৪
স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া বাঁধানো শয়তানের কাজ ১১৬
আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার অর্থ কি?..১১৭
এটা সুসম্পর্ক নাকি ব্যবসা?..১১৮
হাদিয়া দাও, ভালোবাসা বাড়াও..১১৮
আত্মীয়তা রক্ষা করার বদৌলতে হিসাব সহজ হয়ে যায় ১২০
আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না.................১২১
আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করলে রিজিকে বরকত থাকে না ১২২
আত্মীয়তার সম্পর্ক নষ্ট হওয়ার মূল কারণ ১২৩
এক. অপরের হক আদায় না করা ১২৪
ইসলাম অপরকে প্রাধান্য দেওয়ার শিক্ষা দেয়..১২৪
জনৈক সাহাবির দৃষ্টান্তমূলক প্রাধান্যদান..১২৫

একটি আশ্চর্য ঘটনা ১২৬
ইসলাম প্রত্যেকের হকের প্রতি লক্ষ্য রেখেছে ১২৭
নবীজির অনুপম আদর্শ ১২৭
দুই. পরিবারের বড়কর্তার অন্যদের বশ করার চেষ্টা ১২৮
মন-মেজাজের পার্থক্য সৃষ্টিগত..১২৯
অপরের গুণ দেখি, দোষ না দেখি ১৩২
শিক্ষণীয় ঘটনা ১৩২
তিন. সহনশীলতার অভাব..১৩৩
সুরা মুজাদালাহ অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষাপট ১৩৩
চার. জবানের হেফাজত না করা ১৩৫

ইসলাম ও সাজসজ্জা

নবী-প্রেরণের প্রধান উদ্দেশ্য মানুষের অন্তর পবিত্র করা ১৪০
পরস্পরে হিংসা-বিদ্বেষ রেখো না..১৪১
ইসলাম ও শারীরিক পবিত্রতা ১৪২
অন্যান্য ধর্মে শারীরিক পরিচ্ছন্নতা ১৪২
ইসলামের অনন্যতা ১৪৩
দামি পোশাক সাদাসিধা হওয়ার পরিপন্থি নয় ১৪৩
নিম্নমানের আতর লাগিয়ে মসজিদে যাওয়া..১৪৪
পোশাকের দুটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য..১৪৫
নামাজের জন্য উত্তম পোশাক..১৪৬
ভাল পোশাক পরিধান করা বুজুর্গ হওয়ার পরিপন্থি নয়.................১৪৭
আল্লাহর নেয়ামত প্রকাশ করা উচিত ১৪৮
সাজসজ্জা ও সৌন্দর্য গ্রহণের শরয়ি সীমারেখা ১৪৯
নারীদের সাজসজ্জার বিধান..১৪৯
গায়রে মাহরাম তথা ভিনপুরুষের জন্য হতে পারবে না.............. ১৪৯
দুই. একমাত্র স্বামীর জন্য সাজসজ্জা গ্রহণ করবে........................১৫১
তিন. পুরুষদের সাদৃশ্য গ্রহণ না করা..১৫৩
নবীজির অভিশাপ..১৫৫
চার. কাফের ও পাপিষ্ঠদের সাথে সাদৃশ্য হতে পারবে না ১৫৬
‘তাশাব্বুহ’ ও ‘মুশাবাহাত’-এর মধ্যে পার্থক্য ১৫৬

'তাশাব্বুহ' ১৫৬
'মুশাবাহাত' ১৫৯
পাঁচ. গর্ব-অহংকার এবং প্রসিদ্ধি উদ্দেশ্য হতে পারবে না ১৫৯
ছয়. অপচয় না হওয়া ১৬১

শাস্তি প্রয়োগের ইসলামি নীতি

প্রথম প্রকার অপরাধ ১৬৬
অপরাধের দ্বিতীয় প্রকার ১৬৮
অপরাধের তৃতীয় প্রকার ১৭০
কুরআনের আলোকে চোরের শাস্তি ১৭১
দ্বিতীয় হদ (দণ্ড) ১৭৩
চুরি ও ডাকাতির মধ্যে পার্থক্য ১৭৪
ডাকাতির প্রকারভেদ ১৭৪
তৃতীয় হদ (দণ্ড) ১৭৫
চতুর্থ হদ ১৭৬
পঞ্চম হদ ১৭৬
ষষ্ঠ হদ ১৭৭
ইসলামের উপদেশমূলক পন্থা ১৭৮
হুদুদ ও সন্দেহ ১৮২
অপরাধী ও সমাজ ১৮৫

বিয়ে কত সহজ, কত কঠিন

সবচেয়ে বড় নেয়ামত ঈমান ১৮৯
কন্যাসন্তান আল্লাহর রহমত, অভিশাপ নয় ১৯০
আমার আফসোস! ১৯১
বিয়ে নিয়ে পাঁচটি কথা ১৯২
বিবাহের গুরুত্ব ও প্রয়োজন ১৯২
স্ত্রীদের মধ্যে রাসুল সা.-এর ইনসাফ ১৯৪
বিবাহ করিয়ে দেওয়ার প্রতি উদ্বুদ্ধ ১৯৪
বিবাহ রিজিকে বরকত আনে ১৯৫

হজ ও বিবাহের কারণে রিজিকে বরকত ১৯৬
বিবাহ সকল নবীর সুন্নত ১৯৭
নবীগণের বিবাহ সম্পর্কে মুশরিকদের বিস্ময় ১৯৮
লজ্জাশীলতা ঈমানের অংশ ১৯৮
লজ্জাশীলতা কী ১৯৯
সুগন্ধি ব্যবহার করা ১৯৯
মিসওয়াক করা ২০০
মৃত্যুশয্যায় নবীজির মিসওয়াক করা ২০১
চতুর্থ সুন্নত ২০২
তিন ব্যক্তিকে সাহায্য করা আল্লাহর দায়িত্বে ২০২
সাহাবিদের আগ্রহ ২০৩
হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদি. এর উক্তি ২০৩
বিবাহ চরিত্রবান ও উত্তম আখলাকের মাধ্যম ২০৫
শিক্ষণীয় ঘটনা ২০৬
বিবাহ সৃষ্টিগত চাহিদা ২০৮
বিবাহের উদ্দেশ্য ২১২
নবীগণও সন্তান চাইতেন ২১৩
বিবাহের সুন্নত তরিকা ২১৪
সব গিবতই কি হারাম ২১৫
প্রস্তাবিত পাত্রীকে দেখা ২১৬
বিবাহ মূলত তিনটি বিষয়ের সমষ্টির নাম ২১৭
বিবাহ সহজ না কঠিন? ২১৭
সাহাবিগণ ছিলেন প্রশস্ত হৃদয়ের অধিকারী ২২০
ইসলামে অন্যায় জবরদস্তি নেই ২২০
আত্মীয়তার প্রধান ভিত্তি দীনদারি ২২১
ইসলাম ও প্রচলিত যৌতুক ২২৪
পুণ্যবতী নবী-পত্নীগণের উপহার কী ছিল? ২২৪
নবীজি তার প্রিয় কন্যাদের কী উপহার দিয়েছিলেন? ২২৫
আচার-অনুষ্ঠানের প্রথা ২২৮
ছবি তোলা এবং নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা ২২৮
তাকওয়ার ফায়দা ২২৯

মিডিয়া বা প্রচারমাধ্যমের সুফল ও কুফল

মিডিয়ার পরিচয়..২৩৪
ইসলামের আগমনকালে প্রচারমাধ্যম....................................২৩৪
কুরআন কাব্যগ্রন্থ নয় এবং নবীজি কবি ছিলেন না ২৩৫
বিস্ময়কর ঘটনা ২৩৫
ইসলামের দৃষ্টিতে কাব্যচর্চা...২৩৬
নবীজি কবিদের তত্ত্বাবধান করেছেন...................................২৩৭
মুসলমানরা মিডিয়াতে কাফেরদের তুলনায় অগ্রসর ছিল ২৪০
কুস্তির চ্যালেঞ্জ ২৪০
বর্তমান যুগের মিডিয়া কী? ২৪১
অন্যান্য মাধ্যম ২৪৩
আমাদের চিন্তার বিষয়..২৪৪
বর্তমান যুগের মিডিয়ার কপটতা ও আমাদের দায়বদ্ধতা ২৪৫
মিডিয়ার তেলেসমাতি! ২৪৯
মিডিয়ার অপব্যবহার..২৫০
মিডিয়াতে আমাদের ভূমিকা ২৫১
সংবাদপত্র..২৫২
রেডিও ২৫২
বিবিসি..২৫২
ইন্টারনেট ২৫৩
ইন্টারনেটে দীনি কাজের উদাহরণ ২৫৪
কীভাবে মোকাবিলা সম্ভব? ২৫৭
মোকাবিলার প্রস্তুতি ২৫৯
টিভি কি শুধুই খেলাধুলার জন্য? ২৬০
ঘরে টিভি রাখা যাবে কি না? ২৬২
টিভি হারাম হওয়ার ব্যাপারে কি সকল আলেম একমত? ২৬৩
টিভি সম্পর্কে জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দের সভা ২৬৫
পাকিস্তানের সেমিনার ২৬৮

সৌদির আলেমদের অভিমত..২৬৮
এ ছাড়া কয়েকজন বিশিষ্ট আলেমের অবস্থান...........................২৬৮
তারাও হক ও মর্যাদাবান...২৭১

ইসলাম ও উত্তরাধিকার সম্পত্তি বণ্টন

الحمد لله وحده والصلوة والسلام على من لا نبى بعده، اما بعد: فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، باسم الله الرحمن الرحيم، لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ ۖ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ اَوْكَثُرَ ؕ نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا

> পুরুষদের জন্যও সেই সম্পদে অংশ রয়েছে, যা পিতা-মাতা ও নিকটতম আত্মীয়বর্গ রেখে যায়। আর নারীদের জন্যও সেই সম্পদে অংশ রয়েছে, যা পিতা-মাতা ও নিকটতম আত্মীয়বর্গ রেখে যায়, সেই (পরিত্যক্ত) সম্পদ কম হোক বা বেশি। এ অংশ (আল্লাহর তরফ থেকে) নির্ধারিত।[১]

সম্মানিত ভাই ও বোনেরা,

প্রায় সব ধর্মেই মানুষ মারা যাবার পর তাদের সম্পদ বণ্টনের একটি নিয়ম আছে। উত্তরাধিকারীগণ সে নিয়মের আলোকে পৈতৃক বা মৃত ব্যক্তির রেখে যাওয়া সম্পদ ভাগ করে নেয়। কিন্তু অন্যান্য ধর্মের তুলনায় ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব এই যে, উত্তরাধিকার সম্পদ বণ্টনের ক্ষেত্রে ইসলাম যতটা জোর দিয়েছে এবং এর জন্য যে স্পষ্ট ও পরিচ্ছন্ন নীতিমালা রেখেছে, তার কোনো উদাহরণ অন্য কোনো ধর্ম, কোনো রাষ্ট্র কিংবা কোনো সংবিধানে নেই।

আমি আমার এই আলোচনায় ইসলামের উত্তরাধিকার সম্পদবিষয়ক নীতিমালা বোঝানোর জন্য মোট ছয়টি শিরোনামে আলোচনা করার চেষ্টা করব- ইনশাআল্লাহ। শিরোনামগুলো হলো-

১. কুরআন-সুন্নাহয় বর্ণিত 'ফারায়েজ'-এর অর্থ কী?

[১] সুরা নিসা, আয়াত: ৭

২. ইসলামের দৃষ্টিতে উত্তরাধিকার সম্পদ বণ্টনের গুরুত্ব কতটুকু?

৩. উত্তরাধিকার সম্পদ বণ্টনের ক্ষেত্রে ইসলামি নীতিমালার শ্রেষ্ঠত্ব ও বৈশিষ্ট্য কী?

৪. নারীর অধিকার ইসলাম কীভাবে রক্ষা করেছে?

৫. বণ্টনের নীতিমালার বিবরণ।

৬. কিছু জরুরি কথা

প্রথম আলোচনা : 'ফারায়েজ'-এর পরিচিতি

সর্বপ্রথম যে বিষয়টি আলোচনা করতে চাই তা হলো, 'ফারায়েজ'-এর শাব্দিক ও পারিভাষিক পরিচয়। কেননা, কুরআন ও হাদিসে উত্তরাধিকার সম্পদের বিষয়টিকে 'ফারায়েজ' শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে।

শাব্দিক অর্থ

'ফারায়েজ' একটি আরবি বহুবচন শব্দ। এর একবচন হলো 'ফরিজাতুন'। আরবি ভাষার বিভিন্ন অভিধানে এর যেসব অর্থ পাওয়া যায় তা নিম্নরূপ:

প্রথম অর্থ 'নির্দিষ্ট করা'। যেমন পবিত্র কুরআনের সুরা বাকারায় ইরশাদ হয়েছে-

فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ

> (যদি তোমাদের স্ত্রীদের সহবাসের পূর্বেই তালাক দাও) তা হলে তোমরা (তাদের জন্য) যতটুকু মহর নির্ধারণ করেছ, তার অর্ধেক (তাদেরকে দিয়ে দাও)।[২]

দ্বিতীয় অর্থ 'আবশ্যক করা'। যেমন সুরা তাহরিমে ইরশাদ হয়েছে-

قَدْ فَرَضَ اللّٰهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ اَيْمَانِكُمْ ۚ

> আল্লাহ তোমাদের উপর নিজ নিজ কসম পূর্ণ করাকে আবশ্যক করে দিয়েছেন।[৩]

তৃতীয় অর্থ- 'অবতীর্ণ করা'। যেমন সুরা কাসাসে ইরশাদ হয়েছে-

[২] সুরা বাকারা, আয়াত ২৩৭
[৩] সুরা তাহরিম, আয়াত ২

اِنَّ الَّذِیْ فَرَضَ عَلَیْكَ الْقُرْاٰنَ

নিঃসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা আপনার উপর অবতীর্ণ করেছেন কুরআন।[৪]

চতুর্থ অর্থ ‘বর্ণনা করা’ বা ‘বরাদ্দ করা’। যেমন খুতবায় আমি সুরা নিসার যে আয়াত তিলাওয়াত করেছি, তার শেষে ইরশাদ হয়েছে-

نَصِیْبًا مَّفْرُوْضًا

(প্রত্যেকের জন্য রয়েছে) বরাদ্দকৃত অংশ।[৫]

পরিভাষিক অর্থ

পরিভাষায় ‘ফারায়েজ’ বলা হয় ঐ শাস্ত্রকে, যাতে মৃত ব্যক্তির রেখে যাওয়া সম্পদের বিস্তারিত বিধান সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। আর যেহেতু আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে কয়েকজন উত্তরাধিকারীর প্রাপ্য অংশ নির্দিষ্ট করে ঘোষণা করে দিয়েছেন; তাই এ ইলমকে ‘ফারায়েজ’ তথা ‘নির্দিষ্ট অংশসমূহ’ বলে নামকরণ করা হয়েছে।

দ্বিতীয় আলোচনা : ইসলামের দৃষ্টিতে উত্তরাধিকার সম্পদ বণ্টনের গুরুত্ব

দ্বিতীয় যে বিষয়টির আলোচনা করতে চাই তা হলো, উত্তরাধিকার সম্পদ বণ্টনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য। প্রথমেই যদি আমরা পবিত্র কুরআনের দিকে লক্ষ্য করি, তা হলে দেখতে পাব যে পবিত্র কুরআনে উত্তরাধিকার সম্পদ বিষয়ক আলোচনার রয়েছে এক বিশেষ গুরুত্ব ও বৈশিষ্ট্য। আর তা এভাবে যে আল্লাহ তায়ালা নামাজ, রোজা, হজ, জাকাত ইত্যাদি বড় বড় ইবাদতের আলোচনাও পবিত্র কুরআনে সংক্ষিপ্ত আকারে করেছেন। কিন্তু উত্তরাধিকার সম্পদ বণ্টনের বিষয়টি আলোচনা করেছেন অত্যন্ত বিশদ আকারে এবং বিস্তারিতভাবে। এমনকি এবিষয়ক ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিধানও বাদ দেননি। তদুপরি আলোচনার উপস্থাপনায় এমন রচনাশৈলী অবলম্বন করেছেন যে উপস্থাপনা দ্বারা বিষয়ের গুরুত্ব অন্তরে বদ্ধমূল হয়ে যায়। কারো অন্তরে যদি ঈমান থাকে তা হলে সে কুরআনের উত্তরাধিকার সম্পদ

[৪] সুরা কাসাস, আয়াত ৮৫

[৫] সুরা নিসা, আয়াত ৭

বণ্টনের আলোচনা পাঠ করে উদ্বুদ্ধ হবে না এটা হতে পারে না। যেমন প্রথমে সুরা নিসার ৭ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন, পিতা-মাতা অথবা আত্মীয় যা কিছু সম্পদ রেখে মারা যাবে, তা কম হোক বা বেশি, তাতে নারী-পুরুষ উভয়ের অংশ রয়েছে। আল্লাহ তায়ালা নিজে সে অংশ নির্ধারণ করে দিয়েছেন। একথা বলার পর আল্লাহ তায়ালা পুরুষদের অংশ আলাদা বর্ণনা করেছেন এবং নারীদের অংশ আলাদা বর্ণনা করেছেন।

এরপর ৯ নম্বর আয়াতে কিছুটা চিন্তিত করে তোলার ঢংয়ে অপ্রাপ্তবয়স্ক এতিম শিশুদের উপর অন্যায়-অবিচার হতে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। বলা হয়েছে, চিন্তা করে দেখ, যদি তোমরা কোনো ছোট সন্তান রেখে মারা যাও, তা হলে তাদের সম্পর্কে তোমরা কী চাইবে? নিশ্চয় এটাই চাইবে যে তাদের হক যেন কেউ না মেরে খায়, তাদের সাথে কেউ যেন জুলুম-অত্যাচার না করে। তা হলে নিজেদের সন্তানদের ব্যাপারে তোমরা যেমন চাও, তদ্রূপ অন্যদের সন্তানদের ব্যাপারেও তোমাদের আগ্রহ এমনই হওয়া উচিত।

তারপর আরেকটু অগ্রসর হয়ে ১০ নম্বর আয়াতে ঐসব লোককে ধমক দেওয়া হয়েছে যারা এতিমদের সম্পদ অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করে। ইরশাদ হয়েছে, নিঃসন্দেহে তারা নিজেদের উদরে আগুন ভর্তি করে।

তারপর ১১ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা কয়েকজন আত্মীয়ের অংশ নির্দিষ্ট করে বর্ণনা করেছেন। আর এক্ষেত্রে শব্দ ব্যবহার করেছেন یوصیکم যার অর্থ ‘কল্যাণকামিতার সাথে কাউকে কোনো উপদেশ দেওয়া’। এই শব্দ ব্যবহার করে আল্লাহ তায়ালা বুঝাতে চেয়েছেন যে হে আমার বান্দাগণ, তোমাদেরকে উত্তরাধিকার সম্পদ বণ্টনের যে বিধান দেওয়া হয়েছে এবং কিছু কিছু আত্মীয়ের জন্য যে অংশ নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে- এ সবকিছু তোমাদের কল্যাণের জন্যই করা হয়েছে। আর স্মরণ রেখো, তোমার উত্তরসূরিদের মধ্য হতে কে বা কারা তোমার জন্য অধিক উপকারী হবে তা কেবল আল্লাহ তায়ালাই জানেন। সুতরাং তুমি নিজের বিবেক অনুযায়ী নয়; বরং আল্লাহ তায়ালার হুকুম অনুযায়ী কাজ করো।

এরপর ইরশাদ হয়েছে-

فَرِيْضَةً مِّنَ اللهِ

এসব অংশ আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকেই নির্ধারিত।[৬]

উত্তরাধিকারীদের অংশ বর্ণনার পর উৎসাহও দিয়েছেন আবার ভয়ও দেখিয়েছেন, সুসংবাদও শুনিয়েছেন আবার সাবধানও করেছেন। ইরশাদ হয়েছে-

تِلْكَ حُدُوْدُ اللهِ ۗ وَمَنْ يُّطِعِ اللهَ وَرَسُوْلَهٗ يُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۗ وَذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ وَمَنْ يَّعْصِ اللهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَتَعَدَّ حُدُوْدَهٗ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيْهَا ۖ وَلَهٗ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ

এই হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত সীমারেখা। আর যে আল্লাহ ও তার রাসুলের আনুগত্য করবে, তিনি তাকে প্রবেশ করাবেন এমন জান্নাতে, যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে বিভিন্ন ঝরনা। সেখানে সে চিরদিন থাকবে। আর এটাই মহা সফলতা। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তার রাসুলের অবাধ্যতা করবে, তার স্থিরীকৃত সীমারেখা লঙ্ঘন করবে, তিনি তাকে প্রবেশ করাবেন এমন জাহান্নামে, যেখানে সে চিরদিন থাকবে। আর তার জন্য আছে এমন শাস্তি, যা তাকে লাঞ্ছিত করে ছাড়বে।[৭]

হাদিসের আলোকে

কুরআনের পর এবার হাদিস শরিফের দিকে লক্ষ্য করুন। সেখানেও অত্যন্ত জোরালোভাবে তাগিদ করা হয়েছে। নিম্নে কয়েকটি হাদিস উল্লেখ করা হলো-

দারাকুতনিতে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদি. থেকে বর্ণিত আছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমরা ফারায়েজশাস্ত্রের শিক্ষা গ্রহণ করো এবং মানুষকে শিক্ষা দাও। কেননা আমি মৃত্যু বরণ করব এবং ইলম উঠিয়ে নেওয়া হবে। তারপর বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়বে। (অর্থাৎ আলেমের সংখ্যা এবং ইলমের পরিমাণ হ্রাস পাওয়ার

[৬] সুরা নিসা, আয়াত ১১

[৭] সুরা নিসা, আয়াত ১৩

কারণে অবস্থা এমন হবে যে) দুই ব্যক্তি ফারায়েজের বিষয়ে মতোবিরোধ করবে। কিন্তু তারা এমন কাউকে পাবে না, যে তাদেরকে সঠিক বিষয়টি জানিয়ে দেবে।[৮]

এমনিভাবে হজরত আবু হুরায়রা রাদি. থেকে বর্ণিত আছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমরা ফারায়েজশাস্ত্রের শিক্ষা গ্রহণ করো এবং মানুষকে শিক্ষা দাও। কেননা, এটা ইলমের অর্ধেক। আর এই ইলমকেই সর্বপ্রথম ভুলিয়ে দেওয়া হবে এবং আমার উম্মত থেকে সর্বপ্রথম এই ইলমই তুলে নেওয়া হবে।[৯]

এ হাদিসে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফারায়েজশাস্ত্রকে 'অর্ধেক ইলম' বলে আখ্যায়িত করেছেন। তার কারণ হলো, মানুষের অবস্থা তো দুটি। মৃত্যুর আগে ও মৃত্যুর পরে। ফারায়েজ ছাড়া যত ইলম আছে তার সম্পর্ক মৃত্যুর আগের জীবনের সাথে। আর ফারায়েজের সম্পর্ক হলো মৃত্যুর পরের অবস্থার সাথে। তাই একে 'অর্ধেক ইলম' বলা হয়েছে।

তৃতীয় আলোচনা : উত্তরাধিকার সম্পদ বণ্টনে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব ও বৈশিষ্ট্য

সাধারণত সব ধর্মেই উত্তরাধিকার সম্পদ বণ্টনের কিছু না কিছু নিয়ম আছে। কিন্তু ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব হলো, এ বিষয়ে ইসলামের নীতিগুলো যে সূক্ষ্ম দৃষ্টি, প্রজ্ঞা ও ন্যায়-ইনসাফের গুণে ভরপুর, তা অন্যান্য ধর্মে অনুপস্থিত। এর অর্থ এই নয় যে, পূর্ববর্তী ধর্মসমূহে আসমান থেকেই অবিচারমূলক কোনো বিধান আরোপ করা হয়েছিল। বরং এর কারণ, অন্যান্য ধর্মের অনুসারীরা সময়ের সাথে সাথে তাদের ধর্মের আসমানি নিয়ম-নীতিও নিজেদের চাহিদামতো পরিবর্তন করে নিয়েছে।

উত্তরাধিকার আইনে ইসলামের সমস্ত বৈশিষ্ট্য এখানে আলোচনা করা সম্ভব নয়। তাই সংক্ষেপে কয়েকটির প্রতি আলোকপাত করছি।

[৮]

[৯] সুনানে ইবনে মাজাহ, পৃষ্ঠা: ১৯৫, অধ্যায়: ইলমে ফারায়েজ শিক্ষা প্রদানের প্রতি উদ্বুদ্ধকরণ

প্রথম বৈশিষ্ট্য

প্রথম বৈশিষ্ট্য হলো, ইসলামি আইন অনুসারে মৃত ব্যক্তির যত ধরনের সম্পদ আছে, সব উত্তরাধিকার সম্পদ বলে বিবেচিত হবে। হোক তা মৃত ব্যক্তির ব্যক্তিগত ব্যবহারের জিনিসপত্র- যেমন কাপড়চোপড়, থালা-বাসন, গাড়ি-ঘোড়া, খাতা-কলম, বইপত্র ইত্যাদি, অথবা হোক উৎপাদনশীল সম্পদ- যেমন জমি, ব্যবসা পণ্য, নগদ টাকা-পয়সা ইত্যাদি। উভয় প্রকার সম্পদের প্রতিটি অংশের সাথে ছোট-বড় সকল ওয়ারিশের হক সম্পৃক্ত থাকবে।

ইসলামের পূর্বেকার ধর্মগুলোর অবস্থা এমন ছিল না। অনেক ধর্মেই তখন উক্ত দুই প্রকার সম্পদের মধ্যে পার্থক্য করা হতো। ফলে তারা কেবল স্থাবর ও উৎপাদনশীল সম্পদগুলো ওয়ারিশদের মধ্যে বণ্টন করত। আর মৃত ব্যক্তির ব্যক্তিগত জিনিসপত্র- যেমন জামা-কাপড়, বাসনকোসন, অস্ত্রশস্ত্র, অলংকার ইত্যাদি বণ্টন করত না। এগুলোকে তারা উত্তরাধিকার সম্পদ বলেই গণ্য করত না। তাই কেউ কেউ এগুলোকে মৃত ব্যক্তির সাথেই দাফন করে দিত। তাদের ধারণা ছিল, পরকালীন জীবনেও মৃত ব্যক্তির এগুলোর প্রয়োজন হবে। আবার অনেক ধর্মের লোকেরা এগুলোকে একত্রে জমা করে আগুনে জ্বালিয়ে দিত। অনেক সম্প্রদায় এসব জিনিসপত্র তিন ভাগ করত। তারপর এক ভাগ রেখে দিত মৃত ব্যক্তির স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে। আরেক ভাগ দিয়ে বিভিন্ন অলংকার ও কাপড় বানিয়ে মৃত ব্যক্তির সাথে কবরে দাফন করে দিত। তৃতীয় ভাগটি ব্যয় করত মৃত্যুপরবর্তী বিভিন্ন প্রথা পালনের কাজে। যেমন একটি প্রথা ছিল মৃত ব্যক্তির জন্য বিলাপ করা। এর জন্য পেশাদার বিলাপকারী নারীদের ভাড়া করে আনা হতো। যত বড় ব্যক্তির মৃত্যু হতো তত বেশি বিলাপের আয়োজন করা হতো।[১০]

মূলত এসব ছিল মানুষের মনগড়া আচার-অনুষ্ঠানের ফল। এর কারণে বহু অর্থ-সম্পদ নষ্ট হতো। আর অপচয় তো ছিলই। তাই ইসলাম এ অজ্ঞতার দরজা চিরতরে বন্ধ করে দিয়েছে এবং আদেশ করেছে, মৃত ব্যক্তি যা কিছু রেখে যাবে, সব উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বণ্টন করে দিতে হবে। এমনকি যদি একটি ক্ষুদ্র সুই হয়, তবু।

[১০] এ ব্যাখ্যা শায়খুল ইসলাম হজরত মাওলানা মুফতি তাকি উসমানি দা. বা. ইনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার উদ্ধৃতিতে 'তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিমে' উল্লেখ করেছেন।

আমাদের দেশের প্রথা

কেউ মারা গেলে আমাদের দেশে ইসালে সাওয়াবের নামে তিনদিনা, দশদিনা, চেহলাম ইত্যাদি পালনের যে প্রথা আছে, সেগুলো জায়েজ কি নাজায়েজ সে আলোচনা ভিন্ন। কিন্তু এতে কারো কোনো দ্বিমত নেই যে, মিরাস বণ্টনের পূর্বে এসব অনুষ্ঠান করা জায়েজ নয়। কেননা ওয়ারিশদের মধ্যে নাবালেগ শিশুও তো থাকতে পারে। তারা যদি এসব অনুষ্ঠানে খরচের অনুমতি দেয়ও, তবু নাবালেগ হওয়ার কারণে তাদের অনুমতি গ্রহণযোগ্য হবে না।

কতটা আফসোসের কথা যে, এতিমের সম্পদ দ্বারা ভোজসভার আয়োজন করা হয়, আর সেখানে ধনী-গরিব, দীনদার-বদদীন, এমনকি রাজনৈতিক ও ধর্মীয় নেতারাও অংশগ্রহণ করে। নাম দেওয়া হয় 'ইসালে সাওয়াব'। অথচ দেখা যায় ধনীদের চেহলামে ধনীরাই যেতে পারে, গরিবদের কাছে ঘেষারও সুযোগ থাকে না।

যদি ইনসাফের দৃষ্টিতে দেখা হয় তা হলে দেখা যাবে এসব অনুষ্ঠানে আসলে ইসালে সাওয়াব উদ্দেশ্য থাকে না। বরং উদ্দেশ্য থাকে যশ-খ্যাতি কুড়ানো। মনে করা হয়, যদি এসব প্রথা পালন না করি তা হলে সমাজে আমাদের নাক কাটা যাবে।

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য : ছোট-বড় ও নারী-পুরুষের ব্যবধান না করা

উত্তরাধিকার সম্পদের বিধানে ইসলামের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হলো, ইসলাম মৃত ব্যক্তির সকল ওয়ারিশের মধ্যে মিরাস বণ্টনের আদেশ দিয়েছে। নারী, পুরুষ, শিশু, কাউকে বাদ দেয়নি। অথচ জাহিলি যুগে নারী ও শিশুদের উত্তরাধিকার সম্পদ থেকে কোনো অংশ দেওয়া হতো না।

জাহিলি যুগের লোকেরা কেবল ঐসব ওয়ারিশকেই উত্তরাধিকার সম্পদের উপযুক্ত মনে করত, যারা ঘোড়ায় চড়ে লড়াই করতে পারে এবং গনিমতের মাল অর্জন করতে পারে। আর নারী ও শিশুরা যেহেতু এই জাহিলি শরিয়তের এই নিয়মের আওতায় পড়ে না; তাই তাদেরকে মিরাসের যোগ্য মনে করা হতো না। মৃত ব্যক্তির বিধবা স্ত্রী ও এতিম শিশুরা বুক চাপড়ে কান্নাকাটি করতে থাকত; কিন্তু তাদের বুকফাটা সে আর্তনাদ পরিবারের ক্ষমতাবান চাচা বা ভাইদের পাষাণ হৃদয়ে কোনো